ধর্ষিতার জবানবন্দী

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

রাজশাহী সেশন কোর্টে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেত্রীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি/জবানবন্দী

'বিগত ৭-১-১৯৫০ আমি রোহনপুরে গ্রেপ্তার হই । পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয় । সেলের মধ্যে তারা আমার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী রাখে । রাত ১২টার সময় আমাকে এস, আই -এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয় । সেলের মধ্যে আবার এস, আই সিপাইদের চারটে সিদ্ধ গরম ডিম আনার হুকুম দিল, এর পর চার পাঁচজন সিপাই আমাকে জোর পূর্বক ধরে চিত করে শুইয়ে রাখলেন এবং একজন আমার যৌনাঙ্গের মধ্যে একটা সিদ্ধ গরম ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম । এরপর তিনচার জন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষন আরম্ভ করলো' ।

ইলা মিত্র (বয়স ছিল ২৫ বৎসর)

উৎসর্গ

পরম করুণাময় রহমানে রহিম আল্লাহ্ তালার নির্দেশে যে সব তালিবান যোদ্ধা সমগ্র বিশ্বে খোদাহি ইসলাম ধর্ম প্রচারের মানসে জেহাদে যোগ দিয়ে ইন্তেকাল (মৃত্যু বরণ) করেছেন তাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হলো, কারণ আমি তালিবানদের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল। তারাই ইসলামের প্রকৃত ধারক ও বাহক। যে চারটি মৌলিক নীতি নিয়ে ইসলামের যাত্রা শুরু (১) মূর্তি পূজা করা চলবে না, সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে পৃথিবীকে মূর্তি মুক্ত করতে হবে, (২) আল্লাহ এক এবং হজরত মহম্মদ তার রসুল (৩) যিনি এ কথা মানবেন না এবং ইসলাম কবুল করবেন না তাকে হত্যা করতে হবে এবং (৪) যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক আল্লাহ, সেহেতু অমুসলমানদের দখলে থাকা সমস্ত ধন সম্পদ কেড়ে আনতে হবে। (৯/১৯—২২ নং আয়াত ও মিসকাত-উল মাসাবিহ্ ৪৪৮৯, ৪৫১২, ৪৫৪৮, ৪৫৪৯ ও ৪৫৪৬ নং হাদিস সমূহ দ্রষ্টব্য)। বোকা বিধর্মীদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার করা হচ্ছে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম রক্তপাত চায় না। তাহলে একবার সৌদি আরবের জাতীয় পতাকাটা দেখুন, সম্পূর্ণ সবুজ রং-এর কাপড়ের উপর উন্মুক্ত তরোয়াল, তার উপর আরবীতে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদুর রসুলাল্লা। এই সৌদী আরব থেকেই সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম রপ্তানী হয়।

মুখবন্ধ

বিশ্বে ঠিকাদার বাঙ্গালী হিন্দুরা চিরদিনই প্রতিবাদী, পৃথিবীর কোথাও কোন অন্যায় অবিচার অত্যাচার হলে কলকাতা শহরে মিছিল, মিটিং-এ ছয়লাপ করি। ভিয়েতনাম নিকারাগুয়া আফ্‌গানিস্তানে আমেরিকার হামলার বিরুদ্ধে গর্জে উঠি। রাজপথে পুরানো টায়ারে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করি। মৌলবাদী হিন্দুরা বাবরি মসজিদ (মূলতঃ রামমন্দির) ভাঙলে ২৪ ঘণ্টা বন্ধ ডাকি। রিজওয়ানুর রহমান আত্মহত্যা করলে তারজন্য কেঁদে বুক ভাসাই তার স্মৃতিতে হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালাই, তার মায়ের চোখের জল নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে দেই। কিন্তু আমাদের পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশে আমাদেরই দুই কোটি ভাই-বোন মুসলমান অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কি দুঃসহ জীবন-যাপন করছে তার কোন খোঁজই রাখিনা বা খোঁজ পেলেও টুঁ শব্দটি করি না। কানে তুলো দিয়ে চোখে ঠুলি পরে বসে থাকি। আমরা মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ কারণ তারা না তাড়ালে এ দেশে এসে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, বড় বড় আমলা হতে পারতাম না। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত ডান-বাম সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীই ওপার বাংলার মুসলমানদের মার খাওয়া মা-বোনের ইজ্জৎ হারানো বাঙ্গাল। একমাত্র ব্যতিক্রম সামান্য কিছুদিনের জন্য এপার বাংলার ঘটি মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী। কিন্তু বাঙ্গাল উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর গুঁতোর চোটে কিছুদিনের মধ্যেই রাইটার্স থেকে বিতাড়িত (এখানে উল্লেখ্য যে অজয় মুখার্জীর টাক মাথায় যখন জ্যোতিবাবুর চেলারা তবলা বাজাচ্ছিলেন এবং ধুতির কোঁচা খুলে দিয়েছিলেন তখন পাশের ঘরে বসে জ্যোতিবাবু মুচকি মুচকি হাসিছলেন) আমরা হিন্দু-মুসলমান সংহতির প্রবক্তা, পার্টির হিন্দু মহিলা ক্যাডারদের বোরখা পরিয়ে এবং হিন্দু ক্যাডারদেরকে এসলামী টুপি পরিয়ে রাজপথে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল করে তার ছবি পার্টি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এবং টিভিতে প্রচার করে লোককে ধোঁকা দেই। ভাগলপুরের দাঙ্গার ফটো নিয়ে পার্টির হিন্দি জানা মহিলা ক্যাডারদেরকে বোরখা পরিয়ে মুসলমান পাড়ার ভোটের প্রচার করি। গুজরাট দাঙ্গার সি.ডি তৈরি করে মুসলমান পাড়ায় ভোটের প্রচার করি। ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং নোয়াখালীতে হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে সে বৎসর দেওয়ালি উৎসব পালিত হয়নি। আসুমদ্র হিমাচল কোথাও একটাও দেওয়ালির আলো জ্বলেনি এবং বাজি পোড়ানো হয়নি। কিন্তু আমরা বাঙালিরা ঐ বৎসর দেওয়ালি উৎসব পালনে কোন খামতি দেখাই নি, কারণ আমরা সেকুলার এবং দ্বিগুণ উৎসাহে

সেই উৎসব পালন করি। বাবাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েই গর্ত খুঁড়িয়ে গুলি করে হত্যা করে সেই গর্তেই কবর দিয়েছে, আমি এখানে মন্ত্রী। দিদিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে, লুটপাট চালিয়ে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে পালিয়ে এসে আমি এম.এল.এ সেকুলারাইজমের জন্য এ্যাসেম্বলিতে গলা ফাটাই, বৌদি এবং বাড়ির অন্য মহিলাদেরকে মুসলমানরা ধর্ষণ করেছে সেখান থেকে পালিয়ে এসে এপারে মন্ত্রী হয়েছি।

আমাদের পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক জেলারই এখানে একটা সম্মিলনী আছে যথা নোয়াখালী সম্মিলনী (প্রতিষ্ঠা ১৯০৫) ময়মনসিং সম্মিলনী, বরিশাল সম্মিলনী, চট্টগ্রাম সম্মিলনী ইত্যাদি। এমনকি গ্রাম পর্যায়েও সম্মেলনী আছে যথা গাভা সম্মেলনী, গৌলা সম্মেলনী, উলপুর সম্মেলনী ইত্যাদি। কিন্তু এই সম্মেলনীতে একবারও উচ্চারিত হয় না তাদের নাম, যারা দেশভাগের প্রাক্কালে বর্বর মুসলিম লীগ, গুণ্ডাদের হাতে প্রাণহারিয়েছে বা ধর্ষিতা হয়েছে, অপহৃতা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীর গোপাইবাগে একই বাড়িতে একই দিনে ১৯ জন ভদ্রমহিলা বিধবা হয়েছে। করপাড়া গ্রামে রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীকে হত্যা করে তার কাটা মাথা রূপোর থালায় করে নোয়াখালী দাঙ্গার নায়ক গোলাম সারোয়ারকে উপহার দেওয়া হয়েছে। ঐ বাড়িতে ২২ জন লোক নিহত হয়েছে। সবিতা এবং নমিতা নামে দুই যুবতী অপহৃতা হয়েছে। চিত্ত দত্ত মুসলমানদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজের বিধবা মা, স্ত্রী-পুত্র কন্যাদেরকে গুলি করে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু নোয়াখালী সম্মেলনীর কোন সভায় এদের জন্য কোনদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না। পক্ষান্তরে নূতন প্রজন্মকে এই অন্ধকারময় দিনগুলোর কথা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের এই চরিত্র দেখে আমার মনে এক অভাবনীয় আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাই ভাবছি ধর্ষিতা মাতা ও ভগ্নীদের নিয়ে একটা বই লিখবো। এর মধ্যে ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে যোগদানের অপারাধে মুসলমান পাঠান-সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিতা মাতা ও ভগ্নী থেকে এই বই লেখা পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে ধর্ষিতা অসংখ্য মাতা ও ভগ্নী তাদের স্বামী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলেছি, ওদের ব্যথা-বেদনা আমাকে পাগল করে তোলে। কি লিখবো, কেমন করে আরম্ভ করবো? তাই অনেক লাইব্রেরীত খোঁজ করতে আরম্ভ করলাম ধর্ষণের উপর কোন বইপত্র আছে কিনা? কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। অনেক পণ্ডিত, বিজ্ঞজনের সাথে আমার জানাশুনা আছে তারাও ঐ

প্রকার কোনও বই-এর সন্ধান দিতে পারলো না। তবুও ধর্ষিতা মাতা, ভগ্নীদের চরণধূলি মস্তকে ধারণপূর্বক বইটা লিখতে এক দুঃসাহসী প্রয়াস নিয়েছি।

হিন্দুরা পয়সা খরচ করে বই কিনে পড়তে চায় না তবুও ভরতুকি দিয়ে সাধারণ পাঠকরা যাতে বইটা কিনে পড়তে পারে তার চেষ্টা করলাম। আমার বইটা পড়ে যদি স্বহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ওপার বাংলার ভাই-বোনদের দুঃখবেদনা কিছুটা অনুভব করে তবেই মনে করবো আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। ওপার থেকে বর্বর মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে এপারে আশ্রয়ের খোঁজে এলে সেকুলার নেতারা এদেরকে জেলে পুরে দেয় আর মুসলমান অনুপ্রবেশকারী এলে তাদের রেশনকার্ড, ভোটার আইডেন্টটি কার্ড তৈরি করে দিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক পূর্ণ করে।

এপারের প্রচারমাধ্যমগুলি পেট্রোলারের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। ওপার বাংলার হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কোন সংবাদ এপার বাংলার কোন পত্রিকায় ছাপা হয় না। ওপার বাংলার হিন্দুরা দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রচারের জন্য একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে নাম "বাংলাদেশ হিন্দু" ভারত সরকার তা এদেশে প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে। এপার বাংলার বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে, কারণ না হলে বৎসরে অন্তত একবার ওপার বাংলায় গিয়ে রাজকীয় অতিথেয়তা এবং কিছু উপঢৌকন মিলবে না। অশেষ ধন্যবাদ ওপার বাংলার সংবাদপত্রের সম্পাদকদেরকে যারা নির্ভীকভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের কথা ছাপে। আর অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই মহরুম হুমায়ুন আজাদ সাহেব কে (ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন ইলাহে রাজেউন) যিনি বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন মৌলবাদী মুসলীমদের হাতে। তাঁর লেখা "পাক সার জমিন সাদবাদ এবং ১০০০০ ও একটি ধর্ষণ" এক অনবদ্য প্রকাশনা, ধন্যবাদ জানাই পরম শ্রদ্ধেয় শাহরীয়র কবির ও সালম আজাদ সাহেবকে যাঁরা নিজের জীবন বিপন্ন করে অসংখ্য বই এবং প্রচার মাধ্যমে হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরেছেন। আর একজন অসীম সাহসী যোদ্ধার নাম না উল্লেখ করলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করবো তিনি হলেন শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ, ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের এড্‌ভোকেট যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে অত্যাচারিতা মাতা, ভগ্নী এবং দুঃস্থ হিন্দুদের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন। সর্বশেষে ধন্যবাদ জানাই দুই মুসলিম মহিলা নুসরাত জাহান আয়শা সিদ্দিকা এবং লায়লা আঞ্জুমান্দা আরাবানুকে তাঁদের বই "ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার" বই-এর জন্য এবং ডাঃ কাজী আবদুর রহিমকে

তাঁর বই 'ইসলামী সন্ত্রাসের প্রতিষ্ঠিতা মোহম্মদ' বই-এর জন্য।

পৃথিবীতে যত রকমের অপরাধের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার মধ্যে নারী ধর্ষণ নামক অপরাধের কথা চিন্তা করলেই আমার মনে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্বে মানুষ যখন যাযাবরের জীবন যাপন করতো, পরিবার প্রথা ছিল না তখন বলপূর্বক নারীদেরকে ধর্ষণ করা অন্যায় বলে বিবেচিত হত না, এর পর যখন মানুষ কৃষি কাজ, আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করে খাওয়া দাওয়া করতে শিখলো তখন থেকে স্থায়ী বসবাস এবং পরিবার প্রথার প্রচলন হলো এবং এই পরিবার প্রথা থেকেই পুরুষ নারীর মধ্যে বিবাহিত জীবনের সূচনা হলো। এই সভ্যতার আদিপীঠ স্থান আমাদের এই ভারতভূমি, হিন্দুভূমি। ইতিমধ্যে ভারতে অনেক রাজারা রাজত্ব করেছেন তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে কিন্তু তারা ঐ যুদ্ধ বিগ্রহের একটা নিয়ম নীতি মেনে চলতেন, যথা যুদ্ধে পরাজিত দেশের প্রজাদের উপর, বিশেষ করে নারী এবং শিশুদের উপর কোন অত্যাচার করা চলবে না। অশ্বারোহী সৈন্য বিপক্ষের অশ্বারোহীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে কোন পলায়নরত সৈন্যকে আক্রমণ করা চলবে না। কোন বিরোধী পক্ষের সৈন্যর হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেলে তাকে আক্রমণ করা চলবে না, সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ স্থগিত রাখতে হবে ইত্যাদি এবং তারা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতো, এরপর নারী জীবনে একটা স্থিতাবস্থা চলতে থাকে তারা গৃহে মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা হিসাবে সম্মানের সাথে বসবাসের অধিকার পেয়ে শান্তিতেই ছিলেন বহু যুগ ধরে। ইতিমধ্যে আজ থেকে ১৪৪০ বৎসর পূর্বে আরব দেশে এক মানব শিশুর জন্ম হলো নাম হজরত মহম্মদ (ইবনে আবদুল্লা মহম্মদ দঃ) কথিত আছে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে আল্লাহ তালার বাণী তার কাছে আসতে আরম্ভ করলো, তার মৃত্যুর পর সেই সব বাণীর সংকলন হলো ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরাণ শরিফ। এই বাণীগুলির মধ্যে সামান্য অংশ এখানে উল্লেখ করছি, আল্লাহ প্রেরিত ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম অন্য সব ধর্মমত মিথ্যা, একমাত্র মুসলমানদেরই বেহেস্তে যাওয়ার অধিকার আছে। সমগ্র পৃথিবীতে জেহাদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে হবে, যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করবেন না তাদেরকে হত্যা করতে হবে। তাদের গর্দানে আঘাত করতে হবে, তাদের ডান হাত ও বাঁ-পা কেটে ফেলতে হবে, তাদের মাথার ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, তাদের খেতে দেওয়া হবে পূঁজ রক্ত ইত্যাদি। তাদের নারীদেরকে মুসলমানদের অধিকারে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের সাথে যৌন

ক্রিয়া করার আদেশও দেওয়া হয়েছে কোরান নামক ধর্মগ্রন্থে!

আয়াতগুলি দ্রষ্টব্য ঃ

সুরা-৩ আয়াত-১৯, ৯-৫, ২-১৯৩, ৮-১২-১৫, ২২-১৯-২২, ৪-৫১, ৪-৭৪, ৯-৪১, ৪৭-৪, ৯-৪১৪৮-২০

তদ অনুসারে ৭১২ খৃষ্টাব্দে এক হাতে কোরান আর একহাতে তলোয়ার নিয়ে একদল আরব দস্যু ভারতে প্রবেশ করে সিন্ধুর রাজা দাহিদকে পরাজিত করে যথেচ্ছ লুঠপাট, মন্দির ধ্বংস, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে যথেচ্ছ ধর্ষণ এবং ক্রীতদাস হিসাবে আরব দেশে চালানের মধ্যে দিয়ে ভারতে ইসলামের জয় যাত্রা আরম্ভ করে। অর্থাৎ ৭১২ খৃষ্টাব্দে যে বর্বরতার শুরু প্রায় হাজার বছর পর ১৭৫৭ খৃঃ তার পরিসমাপ্তি, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় মুসলমানরা যখন ভারত আক্রমণ করে তখন ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল। ইংরেজ ভারত দখল করার সময় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২০ কোটি, (*স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত বেলুড় মঠের নিয়মাবলি দেখুন*) তাহলে বাকী ৪০ কোটি হিন্দু গেল কোথায়? বলাই বাহুল্য এরা কোতল হয়েছে। অথবা লাখে লাখে হিন্দু নারী, শিশু মধ্য প্রাচ্যে চালান হয়ে ক্রীতদাস হিসাবে নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি হয়েছে। এক কথায় বলা চলে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্র কাননে মুঘল পতাকা ধুলিলুণ্ঠিত হলে এই বর্বরতার শেষ অধ্যায় সূচিত হয়। এরপর ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয়। অনেক মনীষীর মতে ভারতে ইংরেজ আগমণ ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ, অন্যাথায় এই ১৯০ বছর মুসলমান রাজত্ব চললে হিন্দু ধর্মের পূর্ণলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

মুসলমান রাজত্বের হাজার বৎসরের ইতিহাসে এদের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে অসংখ্য মাতা এবং ভগ্নী বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। এমনকি মুসলমানরা মৃতদেহ পর্যন্ত ধর্ষণ করতো। (*ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার নুসরাত আয়শা সিদ্দিকা পৃঃ৮ দ্রষ্টব্য*)

তখন তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে জহরব্রত অবলম্বন করে প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হতো। মুসলমানদের হাত থেকে নারীদেরকে রক্ষা করার জন্য জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশু কন্যা হত্যার প্রচলন হলো, মেয়েদেরকে কুৎসিত করে রাখার জন্য তাদের নাক কেটে দেওয়া হতো। মেয়েদের কুৎসিত করে রাখার জন্য সারা মুখ উলকি এঁকে কালো করে রাখা হতো। (*উলকী হলো*

সরু বেত গাছের কাঁটা দিয়ে মুখমণ্ডলকে ফুটো ফুটো করে তার মধ্যে এক প্রকার গাছের পাতা পুরে তার সাথে অন্য কালো রং মিশ্রিত করে পুরো মুখোমণ্ডল প্রলেপ দেওয়া। ঐ ঘা শুকিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল কালো হয়ে যেত অনেকে মেয়ে সেপটিক হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হতো)।

মুসলমান রাজত্বের সময় ভারতে যে অসংখ্য নারী ধর্ষিতা হয়েছে এবং লুণ্ঠিতা হয়েছে তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ঢাকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং গবেশিকা নুসারাত জাহান আয়সা সিদ্দিকা তাঁর বই ''ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার''-এ ৬ এবং ৭ পৃষ্ঠায় কি লিখেছেন শুনুন ''তিনি (*হজরত মহম্মদ দঃ*) ছোট ছোট ইউনিট করে বিভিন্ন আরব ও ইহুদি গোষ্ঠির উপর অবিরাম হানা দিয়ে লুটপাট করতে লাগলেন। ... এই লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ তিনি নিজে রেখে বাকি অংশ তাঁর অনুগামীদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার রীতি চালু করলেন, তিনি শিশু ও মহিলাদের 'গনিমতের মাল' অর্থাৎ লুঠতেরা ধন ঘোষণা করে মুসলমানদের ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে বললেন (কোরান ৮/৬৯) এই লুটের মালের মধ্যে যদি কোন বিবাহিতা মহিলা থাকে তবে তিনি ঘোষণা করলেন মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়ার সাথে সাথে তার বিয়ে বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে এই সব মহিলাদের ইচ্ছা মত ভোগ করতে বললেন (*কোরান ৪২৪—৮/৬৯*) বলা বাহুল্য তিনি নিজেও তা করতেন। এ বিষয়ে একটি হাদিস আছে। সফিয়া নামের এক মহিলা লুটের মাল ভাগাভাগীতে হিদিয়া নামক এক ব্যক্তির ভাগে পড়ে পরে নবীজি জানতে পারেন একটি উৎকৃষ্ট মহিলা তার এক সাহাবী ভোগ করছে। তিনি হিদিয়াকে ডেকে পাঠালেন এবং সফিয়াকে দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে নিতে বললেন। (*সহি মুসলিম* ৩৩২৫-২৯)।

অতএব এর থেকে যে কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে বিধর্মী নারীদেরকে ধর্ষণ করবার অধিকার পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালার নামে হজরত মহম্মদ (*দঃ*) মুসলমানদেরকে দিয়েছেন, সেই কারণেই মুসলমানরা যে কোন দেশই জয় করেছেন সেখানে ধনরত্ন লুটের সঙ্গে নারীও লুট করেছে এবং ধর্ষণ করতে দ্বিধা করেনি। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে ইসলাম ধর্ম মতে বিধর্মী নারী ধর্ষণ করা জায়েজ (*ধর্ম সম্মত*)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পাক সেনারা স্বাধীনভাবে সাড়ে চার লক্ষ নারীকে মদ্দা কুকুরের মতো ধর্ষণ করেছে।

এবার ইংরেজ রাজত্বে ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট

পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ইংরেজ সুশাসনের জন্য মুসলমানরা দমিত ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষে অবস্থার চাপে ইংরেজরা যখন এ দেশ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তখন মুসলমানরা স্বমূর্তি ধারণ করলো, অর্থাৎ মুসলিম ভারতের ঠিকানা হিসেবে দেশটাকে ভাগ করে মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা পবিত্র রাষ্ট্র তৈরির সংগ্রামে লিপ্ত হলো। ফলে ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ তারিখে কলিকাতা ডাইরেক্ট একশান ডে ঘোষণা করে কমপক্ষে ২০০০০ লোককে হত্যা করলো কত নারী ধর্ষিতা এবং অপহৃতা হয়েছিল তার হিসাব আজ আর দেওয়া সম্ভব নয়, তবে হিন্দু মেয়েদেরকে হত্যা করে উলঙ্গ করে গরুর মাংসের দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রাক্তন ডি.জি.পি. শ্রী গোলক বিহারী মজুমদার। ডাইরেক্ট একশান ডে-র পূর্বে খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম হলে মুসলিম ন্যাসনাল গার্ডদের সভায় পবিত্র কোরানের নির্দেশ মেনে কাজ করার আহ্বান জানালেন। মুসলিম লীগ এক গোপন সারকুলারের মাধ্যমে হিন্দুদেরকে হত্যা এবং নারীদেরকে ধর্ষণ করার আহ্বান জানালেন। (*ঐ সারকুলারের কপি আমার সংগ্রহশালায় আছে, এর সাথে তার নকল দেওয়া হলো।*)

কলিকাতার দাঙ্গায় সুবিধা করতে না পেরে মুসলিম লীগ নোয়াখালীকে বেছে নিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গিনিপিগ হিসাবে, সেখানে কত নারী ধর্ষিতা হয়েছিল তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয় তবে মিষ্টার সিম্পসন আই সি এস তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তিনি লিখেছেন 'প্রামান্য সূত্র থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে এক এলাকায় তিন শতেরও বেশি এবং আর এক এলাকায় চার শতেরও বেশি অসহায় রমণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে'। দেশ স্বাধীনতার প্রাক্কালে পশ্চিম পাকিস্তানে বর্বর মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের হাতে কত মাতা ও ভগ্নী ধর্ষিতা হয়েছে অথবা এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুয়ায় ঝাঁপ দিয়েছে, বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে অথবা জহরব্রত অবলম্বন করে আত্মহনন করেছে তাদের সংখ্যা আজ আর নিরুপণ করা সম্ভব নয়। তবে উর্বসী বুটালিয়ার গবেষণালব্ধ বই 'দ্যা আদার সাইড সব সাইলেন্স ভয়েসেস ফ্রম দ্য পার্টিশন অব ইন্ডিয়া' বই থেকে জানা যায় পশ্চিম পাঞ্জাব (*পঃ পাকিস্তান*) থেকে ধর্ষণ এর ফলে ৭৫ হাজার গর্ভবতী হিন্দু ও শিখ কুমারীকে উদ্ধার করে এনে দিল্লীর করোল বাগে কাপুর হাসপাতালে গর্ভপাত করানো হয়েছিল, ৫০০০০ হাজার শিশুর জন্ম হয়ে ছিল (*এদের গর্ভপাত করানো সম্ভব হয়নি*) বর্বর মুসলীম লীগ গুণ্ডাদের ধর্ষণের ফলে। এদেরকে গোপনে হত্যা করা হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানেও সমান ভাবে

চলতে থাকে নারী ধর্ষণ। এখানে একটি ঘটনা মাত্র উল্লেখ করছি। পাবনার বগুড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত এম.এল.এ হারানচন্দ্র বর্মন থাকতেন ঢাকা শহরের উয়ারীর ওয়ার স্ট্রীটের আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনের বাড়িতে। প্রতি রবিবার তার নির্বাচিত অঞ্চলের অসংখ্য হিন্দু তার বাড়িতে নানা অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে আসতেন। কাজী মোতাহের হোসেন নামে মুসলিম লীগের এক পান্ডা ছিলেন তার পি.এ। তিনি একটা রেজিষ্টার মেনটেইন করতেন তাতে লেখা থাকতো রিপোর্টকারীর নাম ঠিকানা অত্যাচারের বিবরণ এবং অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা। হারানবাবু তাদেরকে স্তোক বাক্য দিয়ে ফেরৎ পাঠাতেন। চলে যান, আমি যথাযোগ্য একশান নিচ্ছি। আর হবে না, একটা অভিযোগেরও সুরাহা হয়েছে বলে শোনা যায় নাই, একদিন কৌতূহল বশত আমি এক ভদ্র লোককে জিজ্ঞাস করলাম তার কি অভিযোগ। তিনি বল্লেন তার সদ্য বিবাহিত পুত্রকে রাত্রে তার ঘর থেকে বের করে দিয়ে মুসলীগ লীগ গুণ্ডারা তার বৌমার কাছে শুয়ে থাকে। তিনি এর প্রতিকার চান। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নিধনের সময় যখন হারানবাবু পলায়ন করে এ দেশে আসেন তখন ঐ রেজিস্টারটা নিয়ে এসেছেন কিনা জানি না। তা পাওয়া গেলে অনেক ধর্ষণ ও অত্যাচারের কাহিনী জানা যেত। ১৯৫০ এর ১০ই ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আরম্ভ হয় হিন্দু হত্যা লুট, গৃহদাহ, ধর্ষণ এবং নারী অপহরণ, তখন আমি ঢাকা শহরের উয়ারীর বাসিন্দা। ঐ সময় একদিন ঢাকা শহরের নিকটবর্তী কোন একগ্রাম থেকে একদল লোক ঢাকা স্টেশানের দিকে যাওয়ার সময় মদন মোহন বসাক রোড (*বর্তমান টিপু সুলতান রোড*) এবং নারিন্দা রোডের সংযোগ স্থলে বলধার ফলের বাগানের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। তার মধ্যে ২৫/২৬ বৎসর বয়স্কা এক ভদ্র মহিলাকে দেখতে পেলাম ৫/৬ বৎসরের একপুত্র সন্তানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পেছনের কাপড় রক্তাক্ত ভদ্র মহিলার কথা বলার শক্তি নেই মুখ ফেকাশে। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে? তার সহযাত্রীরা বল্লেন "*মিয়ারা অত্যাচার করেছে", অত্যাচারের মানে সে ধর্ষণ তা আমি বুঝতে পারিনি*"। বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে সহ যাত্রীরা বলেন কোন এক কাজে তার স্বামী গ্রামের বাইরে গেছেন ২/৩ দিনের জন্য। সেই সময় গ্রাম আক্রান্ত হয় এবং গ্রামের অনেক যুবতী বলপূর্বক অপহৃত হয়। তাদের বাড়ীর সব লুট করে তারপর আগুন ধরিয়ে দেওযা হয়েছে তাই তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে হিন্দুস্থানে যাবে বলে। ঐ ভদ্র মহিলাও পুত্রের সামনে ধর্ষিতা হয়েছে। ভদ্র মহিলার অবস্থা দেখে বাংলা দেশের ভারতীয় ডেপুটী হাই কমিশনার সন্তোষ বসু মহাশয়ের ছোট ছেলে

শ্রী অরবিন্দ বসুকে ফোন করলাম (*অরবিন্দ বাসু বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ঢাকায় তার বাবার পি.এ হিসাবে চাকুরী করতেন এবং আমাকে খুবই স্নেহ করতেন*) যদি তাদের দুটো গাড়ীর মধ্যে একটা পাঠিয়ে একটু সাহায্য করতে পারে ভদ্র মহিলাকে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। অরবিন্দদা আমাকে বল্লেন "ভাই রবি দাঙ্গার জন্য আমার একজন ড্রাইভারও আসেনি। আমার বাড়ী লোকে লোকারণ্য তার মধ্যে অনেক আহত। শিশুদের জন্য একটু দুধ পর্যন্ত যোগাড় করতে পারিনি।" এরপর তারা ঢাকা রেল স্টেশনের দিকে পদব্রজে রওনা হয়ে গেল। জানি না ঐ ভদ্র মহিলা জীবিত অবস্থায় হিন্দুস্থানে পৌঁছোতে পেরেছিলেন কিনা অথবা তার স্বামীর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা? যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে পথে তাঁর মৃত্যু হয় ঐ ছেলেটারইবা কি হয়ে ছিল?

এখানে ঢাকা শহরের ঐ সময়কার আর একটা দুটো ঘটনার উল্লেখ না করলে আমার লেখা অসমাপ্ত থাকবে বলে মনে হয়।

আমাদের পাড়ার কাছেই মদনমোহন বসাক রোডের লালমোহন সাহার ঠাকুর বাড়ীর নিকট একটা পাড়া মুসলমানরা আক্রমণ করে লুঠ পাট চালায় এবং কিছু লোককে ছুরিকাঘাত করে আহত করে, আতঙ্কিত হয়ে সমস্ত লোক পূর্বে উল্লিখিত স্থানে অর্থাৎ বলদার ফলের বাগানের নিকট জড় হয়। কৌতূহল বসত আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। দেখলাম একজন যুবতীকে তার মা বাবা হাত ধরে টানছে আর তিনি হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তার মা বাবা বলছে তুই যাস না গেলে তোকেও অপহরণ করে নিয়ে যাবে। মনে কর ঐ ছেলে মৃত প্রসব করেছিস, তার মায়া ছেড়ে দে। অনুসন্ধান করে জানলাম যখন ঐ বাড়ী আক্রান্ত হয় সকলেই প্রাণের ভয়ে ছুটেছে ঐ ভদ্র মহিলার সদ্যজাত ছেলেকে ফেলে এসেছে তাকে আনতে ভুলে গেছে। ছোটবেলা থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের এক একনিষ্ঠ দীন ভক্ত হিসাবে তাঁর বাণী পড়তে পড়তে একটা কথা আমার মাথায় এমন ভাবে বাসা বেঁধেছে যে আমার মনে হচ্ছিল স্বামীজির ঐ বাণী কেউ আমাকে প্রম্‌ট করছিল। কথাটা হল, "শ্রদ্ধাবান হও বীর্য্যবান হও আত্মজ্ঞান লাভ কর। আর পরহিতে জীবনপাত কর এই আমার ইচ্ছে ও আশীর্বাদ"। স্বামীজির এই কথা শ্রবণ করে তাদেরকে আমি বল্লাম ঠিকানা দিন আমি দেখি ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পারি কিনা। তারা বাড়ীর ঠিকানা দেওয়ার পর অগ্রসর হয়ে দেখলাম উন্মত্ত ছোরা

হ'তে কিছু যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে প্রচণ্ড লুঠ পাট হচ্ছে মানুষ প্রাণের ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। কিছুটা অগ্রসর হয়ে বাড়ী ফিরে এসে একটা গামছা মাথায় বেঁধে নিলাম এবং একটা লাঠি হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়ে ঐ বাড়ীতে গিয়ে দেখি বাচ্চাটাকে কাঁথা সহ নিচে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে কেউ খাট খুলছে কেউ দেওয়াল থেকে ঘড়ি খুলছে একটা পেতলের জলের কলসী নিয়ে দুটো মহিলা পরস্পরের চুল ধরে মারামারি করছে আর মুখে অশ্রাব্য গালিগালাজ করছে পরস্পরকে। পা দিয়ে কলসটা ফুট বলের মত একজন তার দিকে টানছে অন্যজন তার দিকে টানছে। ধস্তাধস্তিতে তারা দুজনেই প্রায় উলঙ্গ। এই ফাঁকে আমি বল্লাম ইনশাল্লাহ! চল মালাউনের বাচ্চা! তোকে ছুন্নৎ করে মুসলমান বানাবো। এই বলে আমি বাচ্চাটাকে কাঁথা সহ কোলে নিয়ে ঐ জমায়েতের দিকে রওনা হলাম বহু দূর থেকে ভদ্র মহিলা আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে এসে আমার কোল থেকে বাচ্চাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন আমি বল্লাম আপনি করছেনটা কি! আমি আপনার থেকে বয়সে অনেক ছোট অমন করবেন না।

ঐ সময় ঢাকা শহর থেকে বহু হিন্দু যুবতীদেরকে আমি বিমান যোগে কলিকাতার পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজের স্টেশান ম্যানেজার-এর সাথে বিশেষ জানাশুনা থাকার ফলে যখনই কোন চাটার্ড প্লেন আসতো তিনি আমাকে ফোন করে দিতেন। ৫০ টাকা ভাড়া সহ ৪০ বা ৫০ যেমন সিট থাকে তা নিয়ে এয়ার পোর্টে যাওয়ার জন্য তিনি পুলিশ সহ বাস পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন। আমার কাছে যুবতী মেয়েদের লিস্ট থাকতো সেই মত খবর দিয়ে বাসে নিয়ে উঠাতাম। দুটো বিমান বন্দর ছিল ঢাকায়। একটা তেজগাঁও আর একটা কুর্মীটোলা। শহরের বাইরে নিয়ে বহু লোককে মুসলমানরা হত্যা করেছে। এক একদিন রাস্তা থেকে মৃতদেহ সরিয়ে বাস নিয়ে যেতে হয়েছিল। বিমান বন্দরে মহিলা যাত্রীদের চেকিং করার জন্য যে সব কর্মচারী ছিল তারা সবই হিন্দু মহিলা ছিল। দাঙ্গার জন্য তারা কাজে আসেনি। তাই ছেলেরাই মেয়েদেরকে চেকিং এর জন্য ঘরের ভেতর নিয়ে যেত। মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে চেকিং এর ঘর থেকে বের হয়ে আসতো। এর মধ্যে অনেক মেয়েদের কলিকাতার উঠার কোন জায়গা ছিল না। যাদের জায়গা ছিল তাদের অনেকেই ঐ মেয়েদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। এবার গৌরচন্দ্রিকা শেষ করে আসল কথার আসা যাক। যে বিষয়ে বইটা লিখবো বলে ঠিক করেছি তা হলো বিধর্মী নারী ধর্ষণ ও ইসলাম। এটা সর্বজন বিদিত যে কম্যুনিষ্ট নেত্রী ইলা মিত্র ভাগচাষীদের সুবিধার্থে তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ করে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান

চাষীদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে কি ভাবে পাক পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারিতা হয়ে ছিলেন তার বিবরণ এখানে দেওয়া হলো। বিবরণটি কালান্তর পত্রিকার গত ১৬-১০-২০০৩ প্রকাশিত হয়। লেখক সুধীরথ চৌধুরী।

৭ জানুয়ারি 'রানী-মা' সর্বশেষ সীমান্ত রেল স্টেশন রোহনপুরে একদল হিংস্র পুলিস বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পুলিস বাহিনী ইলা মিত্রের উপর যে বর্বর পাশবিক নির্যাতন চালায়, তা ইতিহাসের জঘন্যতম নাৎসী বর্বরতাকেও হার মানায়। পুলিস ইলা মিত্রকে রোহনপুর রেলস্টেশনে গ্রেপ্তারের পর নাচোল থানায় নিয়ে আসার পথে সারা রাস্তায় বেধড়ক মারপিট করে। থানায় একটা সেলের মধ্যে তাঁকে আটক রাখা হয়। সেখানে পুলিস ইলা মিত্রের সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে সারারাত উলঙ্গ রাখে। উলঙ্গ অবস্থায় সারারাত পুলিসরা একের পর এক তাঁকে ধর্ষণ করে। উপর্যুপরি ধর্ষণ হওয়ার ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। হিংস্র নরমূর্তিধারী পশুরূপী এসব পুলিসদের ভাষায় এটি ছিল 'পাকিস্তানী ইনজেকশন'। দিনের পর দিন এভাবে 'পাকিস্তানী ইনজেকশন' চালানোর সময় ইলা মিত্রের মুখ তারা মোটা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখত। এক রাত্রে এক পাঞ্জাবী সামরিক অফিসার গর্ব আর উল্লাস ভরে এঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল। তাঁকে কোনও খাবার দেওয়া হত না এমন কি এক বিন্দু জল পর্যন্ত। ৭/৮ দিন পর সাধারণ দানাপাণি খাবার হিসাবে জুটত তাঁর কপালে। নাচোল থানায় তাঁর মাথাকে বন্দুকের বাঁটের আঘাতে সব সময় রক্তাক্ত করে রাখা হত। নরপশু পুলিসের দল স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ইলা মিত্রের যৌনাঙ্গে গরম ডিম ঢুকিয়ে দেয়। স্বীকারোক্তি আদায়ে চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর পায়ে পেরেক ফুটিয়ে দেয়। এভাবে এক বছর ধরে তাঁর উপর চালানো হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বীভৎস অত্যাচার।

রাজশাহী সেশন কোর্টে মামলা চলাকালীন সময়ে কৃষক নেত্রী বিপ্লবী ইলা মিত্র আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পুলিস ও মিলিটারির এই হিংস্র পাশবিক নির্যাতন কাহিনী নিঃসঙ্কোচে নিজেই স্বীকার করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারের নগ্ন চিত্র জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন।

এরপর শুনুন ইলা মিত্রর রাজশাহি কোর্টে জবানবন্দী, বিগত ৭-১-১৯৫০ আমি রোহন পুরে গ্রেপ্তার হই। পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেলের মধ্যে তারা আমার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ

ভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে। আমাকে কোন খাবার এমনকি একবিন্দু জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সন্ধেবেলা এস.আই-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। রাত ১২টার সময় আমাকে এস.আই.-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অমানুষিক অত্যাচার চল্লো। তারা বলছিল আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলে ছিল। সেলের মধ্যে আবার এস.আই. সিপাইদেরকে চারটে সিদ্ধ গরম ডিম আনার হুকুম দিল। এবং বললো "এবার সে কথা বলবে" এরপর চার পাঁচজন সিপাই আমাকে জোর পূর্বক ধরে চিত করে শুইয়ে রাখলেন এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটা সিদ্ধ গরম ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৯-১-৫০ সকালে উপরোক্ত এস.আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে ঢুকে পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। এরপর তিনচার জন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সতি সত্যি আমাকে ধর্ষণ আরম্ভ করলো। এর অল্পক্ষণ পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরদিন ১০-১-৫০ জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে, আর আমার কাপড় চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। এই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেলের গেটের সিপাইরা জোরে ঘুষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো।

(বই-এর নাম পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, বদরুদ্দিন ওমর।) প্রায় ৫ বছর পাকিস্তানে জেল খাটার পর মৃত্যু পথযাত্রী ইলা মিত্রকে পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক প্যারোলে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় পাঠিয়ে দেন। এর পর পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইলা মিত্র ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে নতুন রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন এবং পশ্চিমবাংলায় বিধানসভার সদস্যা নির্বাচিত হন।

এখানে আমার মনে সাধারণতই একটা প্রশ্ন জাগে একজন মহিলা কমরেডের উপর অমন বর্বরোচিত অত্যাচার হলো কিন্তু কম্যুনিষ্ট নেতারা তার কোন প্রতিবাদই করলো না। ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য, জ্যোতি বসুর মত ব্যারিস্টাররা থাকতে তারা কেন পূর্ব পাকিস্তান আদালতে একটা মামলা

দায়ের করলেন না এই অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে! সমান্তরালভাবে ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে যেমন তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে সব কটা মামলা চালিয়ে তাকে ৫ বৎসর জেলে আটক রেখে মৃত্যুর দ্বার থেকে ভারতে পাঠিয়েছেন, কম্যুনিষ্ট নেতাদের নিস্তব্ধতা আমাকে শুধু অবাকই করেনি, আমি দারুণভাবে আহত হয়েছি এদের নিস্তব্ধতা দেখে। এই নেতারা মুসলমানদের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেয়। যদি পাকিস্তানে হাইকোর্টে, সুপ্রিম কোর্টেও ন্যায় বিচার না পাওয়া যেত তবে হেগ-এর আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে কোথায় বাধা ছিল? বাধাপ্রাপ্ত না হয়েই এই প্রশ্রয় পেয়ে একই কাজের পুনরাবৃত্তি করছে, ১৯৭১ সালে বাংলা দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ব্যপকহারে নারী ধর্ষণ পাকিস্তানি সেনাদের একটা রুটিন মাফিক যুদ্ধের সঙ্গী হিসাবে পরিগণিত হয়। পাক সেনা নায়ক জেনারেল টিক্কা খান বলেন পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা হলো নিচু শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে ধর্মান্তরিত। অতএব এরা খাঁটি মুসলমান নয় তাই পাঞ্জাবী মুসলমানদের ধর্ষণের ফলে সে সব সন্তান জন্মাবে তারা উর্দু কালচার নিয়ে খাঁটি মুসলমান হবে। এর ফলে পাকসেনারা অসংখ্য নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেনাছাউনীতে আটক রাখে এবং নিয়মিত ধর্ষণ করে। স্বাধীনতার পর বাংলা দেশের একাত্তরের ঘাতক দল নির্মূল কমিটি যে হিসাব দিয়েছে তাতে লেখা হয়েছে "৭১-এর মুক্তি যুদ্ধে যারা ইসলামের দোহাই দিয়ে তিরিশ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে সোয়া চার লক্ষ নারীকে। পরবর্তী কালে তারাই বাংলাদেশে জন্ম দিয়েছে জঙ্গী মৌলবাদী।" বিভিন্ন সেনাছাউনীতে কি অবস্থায় ছিল এই সব মহিলারা তার সামান্য একটা বিবরণ দেওয়া যাক। সেনাদের অত্যাচারে অসহ্য হয়ে মহিলারা নিজেদের কাপড় দিয়ে আত্মহত্যা করতে আরম্ভ করে। তখন তাদের বিবস্ত্র করে রাখা হতো। ঐ মহিলারা সেনা ছাউনীর ভেতরে উলঙ্গ অবস্থায় নিজেদের লম্বা চুল দিয়ে বুকের স্তন ঢেকে রাখত এবং দুই হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ ঢেকে রেখে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করলে পাকিস্তানের মুসলমান সৈনরা আকণ্ঠ গোমাংস এবং মদ্য পান করে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। লাঠি দিয়ে যৌনাঙ্গের উপর থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বলতো "দেখনে দো দেখনো দো" অর্থাৎ দেখতে দাও। এই সৈন্যদের মধ্যে অনেকের ছিল নিয়মিত নামাজ রোজা রাখার মত পহরেজগার মুসলমান। নামাজ পড়তে পড়তে অনেকের কপাল মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে কালো মেস পড়ে গিয়েছিল। এইসব কাজের জন্য এদের কোন পাপ বোধ ছিল না কারণ

আল্লাহতালা যুদ্ধলব্ধ নারীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করার জন্য মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। খাদ্য হিসাবে দেওয়া হতো বড় বড় গামলায় জেল খানার লপসী জাতীয় খাদ্য। ১৬ই ডিসেম্বর পাকসেনার আত্মসমর্পণের পর সেনা ছাউনী থেকে হাজার ২ উলঙ্গ মহিলা রাস্তায় বেরিয়ে এলো তখন ভারতীয় সেনারা তাদের ইউনিফর্মের ভেতরের গেঞ্জী খুলে দিয়ে বললো 'বহিন পেহেন লো'। শিখ সৈন্য তাদের পাগড়ীর কাপড় খুলে দিয়ে ঐ উলঙ্গ মেয়েদের সম্মানটা রাখলো। ভারতীয় সেনাধ্যক্ষরা সাধারণ সেনাদের আদেশ দিলো তারা যেন একটাও মহিলার দিকে ও কুদৃষ্টি না দেয়, উলঙ্গ মহিলাদের দেখে যদি তাদের যৌনাঙ্গ উত্তেজিত হয় তবে যেন তারা বাঁহাত প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে যৌনাঙ্গ চেপে ধরে সংযমের পরিচয় দেন। ভারতীয় সেনারা অক্ষরে অক্ষরে উপরওয়ালাদের আদেশ পালন করলো। ঐ ডামাডোলের সময় একটিও ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। পক্ষান্তরে যে বর্বর ৯৩ হাজার পাক সেনা যৌথ বাহিনীর হাতে বন্দী হলো মুর্খ ভারত সরকার তাদের বিচার না করে ভারতে এনে ৩ বৎসর তাদের ইচ্ছা মত গোস্ত, বিরানী খাদ্য পানীয় ইত্যাদি দিয়ে জামাই আদরে রেখেছিল। পাঠক মহোদয় শুনে আশ্চর্য হবেন যে, যে সব সেনাদের স্ত্রীরা তখনো পূর্ব পাকিস্তানে ছিল তাদেরকে ভারতে এনে শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে এক সাথে থাকার সুবিধা দিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের ইতিহাস একমাত্র ভারতেই সম্ভব। যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতের সেনাধ্য... মানেকশা পাকিস্তানে গেলে সেখানকার এক হাবিলদার মেজর তার মাথার পাগড়ী খুলে মানেকশার পায়ে অর্পণ করেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে ঐ হাবিলদার মেজর বলে। তার এক পুত্র ভারতের বন্দীশালা থেকে তাকে পত্র দিয়ে জানান যে, সে অভাবনীয় আতিথেয়তা পেয়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনীদের থেকে এবং যুদ্ধ ফেরৎ ভারতীয় সেনাদেরকে এই শীতের মধ্যে তাঁবুতে থাকতে দিয়ে পাক বন্দীদেরকে সেনা ছাউনীতে অর্থাৎ পাকা ঘরে থাকতে দিয়েছে ভারত সরকার। যত দিন না ঐ সেনারা বন্দী ছিলেন তাদের যাওয়ার দিন পর্যন্ত মাইনের চেক এবং একটি কোরাণ প্রত্যেক ধর্ষণকারী সেনাকে দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাক সরকার অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি হামিদুল হককে দিয়ে পাক সেনাদের অত্যাচারের জন্য এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। তার রিপোর্ট পড়ে পাক কর্তৃপক্ষ তার সমস্ত কপি পুড়িয়ে দেয়। ভূট্টো তাকে দিয়ে নতুন করে রিপোট তৈরি করতে বলে। ২০০৯ সালে ঢাকায় গিয়ে আমি যে

তথ্য সংগ্রহ করেছি তার সামান্য একটা বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

১৯৭১ সালের ২৮ শে মার্চ এর ঘটনা সম্পর্কে ঢাকা পৌরসভার কর্মী চুন্না ডোম বলেছেন "আমরা উক্ত পাঁচজন দেখলাম শাঁখারী বাজারের রাস্তার দু ধার ড্রেনের পাশে যুবক যুবতী, নারী পুরুষ, কিশোর শিশুর বহু পচা লাস। দেখতে পেলাম বহু লাশ পচে ফুলে বীভৎস হয়ে আছে, দেখলাম শাঁখারী বাজারের দু দিকে সব বাড়ী জ্বলছে। অনেক লোকের অর্ধ পোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। দু পাশে সশস্ত্র পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রহরায় মোতায়েন দেখলাম, প্রতিটি ঘরে মানুষ ও আসবাবপত্র জ্বলছে। একটি ঘরে প্রবেশ করে একজন মেয়ে, একজন শিশুসহ বারোজন যুবকের দগ্ধলাশ উঠিয়েছি, শাঁখারি বাজারের প্রতিটি ঘর থেকে যুবক যুবতী বালক বালিকা শিশু কিশোর ও বৃদ্ধের লাশ তুলেছি। পাঞ্জাবী প্রহরা থাকা কালে সেই অসংখ্য লাসের উপর বিহারীদের উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে ফেটে পড়ে লুঠ করতে দেখলাম। প্রতিটি লাশগুলিতে ঝাঁজরা দেখেছি, মেয়েদের লাশ দেখে মনে হয়েছে তাদের হত্যা করার পূর্বে তাদের স্তন সজোরে টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছে। যোনী পথে লোহার রড কিংবা বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুবতী মেয়েদের যোনী পথের এবং পিছনের মাংস ধারালো চাকু দিয়ে কেটে এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ১৯৭১ সালের ২৮ শে মার্চ শাঁখারী বাজার থেকে প্রতিবারে একশো লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাক বোঝাই করে তিনশো লাস ধলপুর ময়লার ডিপোতে ফেলেছি। (*বই-এর নাম ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী সংহার: লেখিকা ঢাকার ঐতিহাসিক ও গবেষিকা নুসরাত জাহান আয়শা সিদ্দিকা। পৃঃ ৬৬*)। এর পরেই লেখিকা লিখেছেন বলা বাহুল্য এটিও একটি জেহাদ। ইসলামের মতে পরম পুণ্যের কাজ এবং জান্নাতুল ফিরদৌজ পাওয়ার সোপান। সেখানে রয়েছে অনন্ত সুখ, অনিন্দ্য সুন্দরী হুরপরী এবং আরও অনেক কিছু। অতএব সেই সর্বোচ্চ স্বর্গে যেতে কিছু ধর্মীয় কাজ আধুনিক যুগের মুসলমানরা করেন। ইসলামের পরম ধর্মই হলো ইসলামের প্রসার। (*কাফের নিপাত পৃঃ ৬৭*)। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে পাক সেনাদের কীর্তি যা বদরুদ্দিন ওমর তার বইতে উল্লেখ করেছেন "পাকসৈন্যরা অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে লাইন করে দাঁড় করে গুলি করে মেরেছে। নিহতের সংখ্যা সব চাইতে বেশি ছিল বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেইন বিল্ডিং এবং জগন্নাথ হলে। এবং ইকবাল হলে। মেইন বিল্ডিং এ ছিল ৬০০ মত ছাত্র। জগন্নাথ হলে সব ছাত্রই হিন্দু। হলের বারান্দায় মাঠে সিঁড়িতে কয়েক দিন ধরে পড়ে ছিল মৃত দেহ।

রোকেয়া হলেও একই দৃশ্য। মেয়েরা প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। পারেনি। সৈন্যরা মেয়েদের ঘরে ঘরে ঢুকে পলায়মান মেয়েদেরকে ধরে অকথ্য অত্যাচার চালায়। এই দৃশ্য দেখে ৫০ জন মেয়ে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ১০০-রও বেশি ছাত্রীকে ধরে নিয়ে যায় পাক সৈন্যরা ফুর্মি টোলা ক্যান্টনমেন্টে।এদের আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

এবার বাংলাদেশের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের বই থেকে একটা বিবরণ দেওয়া হলো—

'৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুমন্ত, নিরস্ত্র মানুষদের ওপর। রাজধানী ঢাকায় প্রথমে তারা হামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসে এবং পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী ইপিআর-এর সদর দপ্তরে। এরপর তারা ধ্বংস করেছে ঢাকার বস্তি, বাজার এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা সমূহ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের ঘরে ঢুকে কিংবা ঘর থেকে বের করে এনে খুন করেছে তারা। বাজার বা বস্তিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনের ভয়ে হাজার হাজার মানুষ যখন ঘর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসেছে তখন ওদের ওপর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয়েছে একটানা, যতক্ষণ না প্রতিটি মানুষ নিহত হয়েছে। এসব মানুষ জানতেও পারেনি কেন তাদের হত্যা করা হচ্ছে বা কারা হত্যা করছে। 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এর নামে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ২৫ মার্চে রাতের অন্ধকারে শুধুমাত্র ঢাকায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার নিরীহ মানুষকে অকাতরে জীবন দিতে হয়েছিল।

ঢাকার এই পদ্ধতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অনুসরণ করেছে দেশের প্রায় সকল শহরে। এই ধরনের ব্যাপক গণহত্যা চলেছিল পুরো নয় মাস জুড়ে। নির্বিচারে গণহত্যার পাশাপাশি সনাক্তকরণের মাধ্যমে হত্যার প্রক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল ২৫শে মার্চ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হত্যার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল এই প্রক্রিয়া, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়লাভের পূর্ববর্তী কয়েক সপ্তাহে। বিশেষ করে ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানিরা পরাজয় অনিবার্য জেনে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক-চিকিৎসক-আইনজীবী-প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের তালিকা প্রস্তুত করে হত্যা করেছিল।

নির্বিচার গণহত্যার ভেতর ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রাধিকারেরও একটি বিষয় ছিল। পাকিস্তানিরা তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল— ১) আওয়ামী লিগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের, ২) কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের, ৩) মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীদের, ৪) নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে, ৫) ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের এবং ৬) স্বাধীনতার পক্ষে সকল বাঙালিদের।

হত্যার কোনো নির্দিষ্ট ধরন ছিল না। পাকিস্তানিরা প্রথমে ট্যাঙ্ক ও মর্টারের গোলা বর্ষণ করে এবং মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করেছে এক একটি জনপদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে। বাড়ি থেকে ধরে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বাড়ি-বাড়ি হানা দিয়ে গুলি করে বা বেওনেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে। গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। জ্যান্ত কবর দেওয়ার বহু ঘটনাও ঘটেছে। কখনও পশুর মতো জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। কখনও শারীরিক নির্যাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে হত্যা করা হয়েছে। শেষোক্ত পদ্ধতি তারা সাধারণত অনুসরণ করত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে। মুক্তিযোদ্ধাদের জিপের পেছনে বেঁধে প্রচণ্ড বেগে জিপ চালিয়ে সারা শহরে টেনে-হিঁচড়ে হত্যা করারও বহু প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালিদের হত্যার জন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নির্যাতনের এমন সব ভয়ঙ্কর পদ্ধতি অনুসরণ করত যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যারা এই নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছেন তারা বলেছেন, "৭১-এ পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বর্বরতার চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ছিল।"

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র'-এর অষ্টম খণ্ডে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের বেশ কিছু বিবরণ নথিবদ্ধ করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানীতে।

নির্যাতনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যরা গ্রহণ করত তা হচ্ছে— ১) অশ্লীল ভাষায় গালাগালি, তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরনো পর্যন্ত শারীরীক প্রহার ২) পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, তৎসঙ্গে বেওনেট দিয়ে খোঁচানো ও রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার, ৩) উলঙ্গ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা, ৪) সিগারেটের আগুন

দিয়ে সারা শরীরে ছেঁকা দেওয়া, ৫) হাত ও পায়ের নখ ও মাথার ভিতর মোটা সুঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া, ৬) মলদ্বারের ভিতর সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়া ও বরফ খণ্ড ঢুকিয়ে দেওয়া, ৭) চিমটে দিয়ে হাত ও পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, ৮) দড়িতে পা বেঁধে ঝুলিয়ে মাথা গরম পানীতে বার বার ডোবানো, ৯) হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখা, ১০) রক্তাক্ত ক্ষতে লবণ ও মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া, ১১) নগ্ন ক্ষত-বিক্ষত শরীর বরফের স্ল্যাবের ওপর ফেলে রাখা, ১২) মলদ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক্ দেওয়া, ১৩) পানী চাইলে মুখে প্রস্রাব করে দেওয়া, ১৪) অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন চোখের ওপর চড়া আলোর বাল্ব জ্বেলে ঘুমোতে না দেওয়া, ১৫) শরীরের স্পর্শকাতর অংশে বৈদ্যুতিক শক্ প্রয়োগ প্রভৃতি। এছাড়া যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা।

ঢাকা পৌরসভার কয়েকজন সুইপারের জবানবন্দি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ কার যেতে পারে। এই সুইপারদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশ সরাবার জন্য। '৭১-র ২৯শে মার্চের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ছোটন ডোমের পুত্র সরকারি পশু হাসপাতালের সুইপার পরদেশী বলেছেন—

২৯শে মার্চ সকালে আমি ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক দিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সঙ্গে শাঁখারি বাজারে যেতে বলা হয়। জজকোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল, আর পাক-সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাঁখারি বাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাঁখারি বাজারের পশ্চিমদিকে প্রবেশ করে পটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাঁখারি বাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাঁখারি বাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম— দেখলাম মানুষের লাশ, নারী, পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, কিশোর, শিশুর বীভৎস পচা লাশ। চারিদিকে ইমারৎ সমূহ ভেঙে পড়ে আছে। মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম। দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারোর কারোর যোনীপথে লাঠি ঢোকানো আছে। বহু পোড়া, ভষ্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবি সেনারা পাষণ্ডের মতো লাফাতে লাফাতে গুলি বর্ষণ করছিল। বিহারি জনতা শাঁখারি বাজারের প্রতিটি

ঘরে প্রবেশ করে মূল্যবান আসবাবপত্র, সোনাদানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে প্রাণের ভয়ে দুই ট্রাক লাশ তুলে লাশ তোলার জন্য সেদিন আর শাঁখারি বাজারে প্রবেশ করার সাহস পাই নাই। ৩০শে মার্চ সকালে আমার দলকে মিলব্যারাক থেকে লাশ তুলতে বলা হয়।

আমি মিলব্যারাক ঘাটে পৌরসভার ট্রাক নিয়ে গিয়ে দেখলাম নদীর ঘাটে অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বহু লাশ রশি দিয়ে বাঁধা দেখলাম। প্রতিটি রশির বন্ধন খুলে প্রতি দলে ১০জন ১৫জনের লাশ বের করলাম। সব যুবক ছেলে ও স্বাস্থ্যবান বালকদের লাশ দেখলাম। প্রতিটি লাশের চোখ বাঁধা হাত বাঁধা শক্ত করে পিছন দিক থেকে। প্রতিটি লাশের মুখমণ্ডল কালো দেখলাম, অ্যাসিডে জ্বলে বিকৃত বিকট হয়ে গেছে। লাশের সামনে গিয়ে ঔষধের অসহ্য গন্ধ পেলাম। লাশের কোনো দলকে দেখলাম মেশিনগানের গুলিতে বুক ও পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে আছে, অনেক লাশ দেখলাম বেটন ও বেওনেটের আঘাতে বীভৎস হয়ে আছে, কারো মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মগজ বের হয়ে আছে, করোর হৃদপিণ্ড বের হয়ে আছে। নদীর পারে ছয়জন রূপসী যুবতীর বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত উলঙ্গ লাশ দেখলাম। চোখ বাঁধা, হাত-পা শক্ত করে বাঁধা, প্রতিটি লাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা, মুখমণ্ডল, বক্ষ ও যোনিপথ রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত ও বীভৎস দেখলাম। দুইবারে দুই ট্রাকে আমি সত্তরটি লাশ উঠিয়ে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি।

'এরপর আমাকে সদরঘাট, শ্যামবাজার, বাদামতলী ঘাট থেকে লাশ তুলতে বলা হয়। আমি উপরোক্ত এলাকার নদীর ঘাট থেকে পচা লাশ তুলে ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। আমি যেদিন কালীবাড়ি লাশ তুলেছি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার, রোকেয়া হলের পশ্চিমদিকে জনৈক অধ্যাপকের বাসা থেকে লাশ তুলেছি। রোকেয়া হলের পিছনের স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর থেকে আমি পুরুষ ও শিশু সমেত নয়টি লাশ তুলেছি। আর অধ্যাপকের বাসা থেকে সিঁড়ির সামনে লেপের ভিতর পেঁচানো জনৈক অধ্যাপকের লাশ আমি তুলে নিয়ে গেছি।'

বর্বরতা কতটা চরম রূপ ধারণ করলে হত্যা করা যেতে পারে শিশুর মতো নিষ্পাপ, ঋষির মতো সরল এবং সংসার সম্পর্কে উদাসীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক বৃদ্ধ দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেবকে— পাকিস্তানিরা তা প্রদর্শন করেছে '৭১-এ। সত্তরের নির্বাচনে জয়ী পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সদস্য

আওয়ামী লিগের জনপ্রিয় নেতা মশিহুর রহমানকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কী নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে তার বিবরণ বাহাত্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। দৈনিক বাংলার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

'ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে পাক হানাদার বাহিনী তিল তিল করে তাঁকে সংহার করেছে। ...এই ঘৃণিত পশুর দল প্রথমে তাকে নীতিচ্যুত করার জন্য নানা ধরনের অত্যাচার চালায়। শরীরের নানা স্থানে আগুনে পোড়ানো, দেহকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তাতে লবণ মাখানো থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিক শক্ পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। অত্যাচারে যখন তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তখনও তাঁর মনের বলিষ্ঠতা একটুও কমেনি। সব সময় তিনি একই কথা বলেছেন, 'আমি আমার জনগণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে পারব না।'

'সত্যিই তিনি তা পারেননি। হানাদার বাহিনী যখন তাঁর বাম হাত কেটে ফেলে ডান হাতে লেখার জন্য হুকুম চালায় তখন যন্ত্রণায় শুধু কেঁপেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ ঠোঁট দুটো একটুও কাঁপেনি। প্রতিদিনে একে একে হানাদার পশুরা যখন তাঁর দুই পা, দুই হাত কেটে বিকলাঙ্গ দেহের পরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তখনও একটুকুও কেঁপে ওঠেনি তাঁর দৃঢ়ভাবে বদ্ধ ঠোঁট দুটো।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বদেশে ফিরে যখন এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর শুনেছেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

এই তো গেল পাক সেনাদের অত্যাচারের কাহিনি। এবার বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর কী ধরনের অত্যাচার করেছে তার বিবরণ শুনুন।

এখানে শ্রী তথাগত রায়-এর লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক ঃ—
রাষ্ট্র ক্ষমতার অপব্যবহারের নৃশংসতায় ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর ঘটনা (বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ হলে গণহত্যা) হিটলার-স্তালিনকেও ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভূট্টো তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে নিয়োগ করেছিলেন এই ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য। হামুদুর রহমান কমিশন দুই দফা রিপোর্ট পেশ করেন, এর মধ্যে প্রথম রিপোর্ট এতই বিস্ফোরক ছিল যে, ভূট্টো নিজে দাঁড়িয়ে এর প্রতিটি কপি পুড়িয়ে ফেলেন। রিপোর্টের দ্বিতীয় দফাটি কোনক্রমে সরকারের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। ১৫ আগস্ট ২০০০ 'ইণ্ডিয়া

টুডে'' পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণে-এর অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বা জগন্নাথ হলের গণহত্যা কোনওটির সম্বন্ধেই সবিস্তারে লেখবার পরিসর এখানে নেই, দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানি বিভাগের মালি চান্দ দেব রায় গণখুনের মধ্যে পড়ে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন। বহু রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে অনেকক্ষণ পড়েছিলেন। তার জবানীতে, খোলা কল থেকে জল মাটিতে পড়লে যেমন শব্দ হয় মাটিতে নররক্ত পড়ার তেমন শব্দ তিনি শুনেছেন। হলের ছাদের কার্নিশে ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে গুলি করে নীচে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটা নীচে দাঁড়ানো সৈন্যরা বেশ উপভোগ করেছিল। হামিদুর রহমান রিপোর্ট অনুযায়ী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কয়েক শ বাঙ্গালী অফিসার ও সৈন্যকে (সবাই মুসলমান) এক পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের আঙ্গুলের ইশারায় হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে হিন্দু হত্যা করার জন্য ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ মালিক লিখিত আদেশ দিয়েছিলেন। (দেশ ৪-১২-২০০২)।

বাবরি ধ্বংসের পর কি ধরনের অত্যাচার হয়েছিল তা জানা যায় কঙ্কন সিংহ প্রণীত ঢাকা থেকে প্রকাশিত বই *রাষ্ট্র-সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়*-এ। তাতে মন্দির ভাঙ্গা হয় ৩৫০০টি। অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনকৃত বাড়ীর সংখ্যা ২৮০০। ধ্বংসপ্রাপ্ত সংখ্যা লঘুদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ২৫০০। নিহত ১৫ আহত অসংখ্য। ধর্ষিতা হয়েছেন ২৪০০ সংখ্যালঘু নারী। সমগ্র ভোলা জেলায় ধর্মান্তরিত করণ চলছিল।

এবার ভোলা জেলার অত্যাচারিত এবং ধর্ষিতা হয়ে ভারতে পালিয়ে আসা হিন্দু মহিলার বিবৃতি শুনুন। তাদের বিবৃতিগুলিতে শুধুমাত্র নামটা পালটে ধর্ষকদের নাম ঠিকানা সবই ঠিক রেখেছি। এই লিখিত বিবৃতিগুলি সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেছে উদ্বাস্তু সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রী সুশান্ত সাহা। এবার আমার হাতে আসা অসংখ্য ধর্ষিতার জীবন কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

তথ্য—১

সুমতি দাস, বয়স ১৮
পিতা—শ্রী সুরঞ্জন দাস
থানা—বোরহানউদ্দিন

জেলা—ভোলা

১০ই ডিসেম্বর ১৯৯২ অযোধ্যা কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভোলাতে গোলমাল শুরু হয় এবং এই দিন নিম্নলিখিত দুস্কৃতিরা আমার উপর অত্যাচার করে।

১। ইউছুফ দফাদার, ২। সাজি দফাদার, ৩। মউজ আলী খাঁ, ৪। মোতাহার খাঁ, ৫। হাফিজ হাওলাদার, ৬। ফারুক সর্দ্দার। থানা বুরহান উদ্দিন, জেলা-ভোলা। ঐ দিন সকাল ১০টার দিকে আমি স্কুলে যাওয়ার পথে আমাকে ধরে নিয়ে ধান ক্ষেতের ভিতর নিয়ে অত্যাচার করে আমি তখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি, ঐ অবস্থায় তারা আমাকে একটি নৌকায় তুলে নেয় এবং সেখানেও আমার উপর অত্যাচার করে। বাধা দিতে গেলে আমাকে খুনের হুমকি দেয়। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯২ তাহারা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শ্রীপুরে নদীর পাড়ে ফেলে যায়। সেখান হইতে আমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে উদ্ধার করে। ১৯৯৩ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে আমরা ভারতে চলে আসি।

এখানেও নিম্বলিখিত ব্যক্তিদ্বারা আমি অত্যাচারিত হই। সুশীল দাস, পিতা-শ্রী সুবোল দাস, গ্রাম-ডহর থুবা, পোঃ-হাটথুবা, থানা-হাবড়া। এদেশে এসে আমরা কোন সাহায্য পাই নাই।

তথ্য—২

নাম—স্বপ্না নন্দী
পিতা—রমণী নন্দী
পোঃ—ডাওরী
থানাঃ—তজুমদ্দিন
বয়স—২০

৯ই ডিসেম্বর ১৯৯২। ৬ তারিখের ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিফলন ঘটে আমাদের এলাকায়। মুসলমানরা হঠাৎ এসে আমাদের বাড়ী ঢুকে মালামাল নিয়ে যে যেখান থেকে পারে সব নিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায় উপায়ন্তর না দেখে আমরা এক চেয়ারম্যানের বাড়ীতে আশ্রয় নেই। সুযোগ বুঝে চেয়ারম্যানের ছেলে জাহাঙ্গীর এবং তার দুই সাগরেদ সেলিম ও কামরুন পৈশাচিকভাবে আমার দেহকে নিয়ে ওদের কামনা চরিতার্থ করে। হাজার মিনতি ওদের কামনাকে দ্বিগুণভাবে উৎসাহিত করে। দুদিন ওরা যা করেছে তা ভাষায়

ব্যক্ত করা যায় না।

এর পর যখন দেখলাম এখানে আর থাকা যাচ্ছে না তখন ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। বরিশাল আসার পর ওখানের মুসলমানরা আমাকে টানা এক মাস আটকে রাখে। বাবা অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেখান থেকে উদ্ধার করে এবং সেখান থেকেই ভারতে রওয়ানা হই। বাংলাদেশের বর্ডারের মুসলমানরা আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা করে সার্চ করতে থাকে সার্চের নাম করে এক রাত্র এইভাবে কেটে যায়। এরপর এখানে আসার পর পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয় কিছু কুচক্রী লোক। দীর্ঘ ৭ মাস পর জেল থেকে মুক্তি পাই। কিন্তু পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে এখনও অব্যাহতি পাইনি। এক তো বাংলাদেশ থেকে এসেছি এই ভয় দেখিয়ে যে সুযোগ পায় ব্যবহার করতে চায়।

তথ্য—৩

নাম—রীতা রানী নন্দী

স্বামী—সুদেশ চন্দ্র নন্দী

পোঃ—ডাওরী

থানা— তজুমদ্দিন, ভোলা

৯ই ডিসেম্বর ১৯৯২। বাবরী কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার পর ঐ দিন উন্মত্ত মুসলমানরা আমাদের বাড়ীতে হামলা করে। সমস্ত মালামাল লুঠতরাজ করে নিয়ে যায় সবাইকে মারধর করে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে 'নারায়ে তকদীর' বলে চেঁচামেচি করতে থাকে এবং প্রাণ ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল। ফাঁকা বাড়ী পেয়ে আমাকে এবং দুটো কুমারী বোনকে (রিঙ্কু নন্দী, শান্তি নন্দী) ধরে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে ১। জাহাঙ্গীর, ২। কাসেম আমাকে আশ্রয় দেবার লোভ দেখিয়ে ওদের বাড়ীতে নিয়ে যায়। এবং জোর করে আমার ও বোনদের উপর উপর্যুপরি বলাৎকার করে।

এর পরে ভারতে চলে আসার জন্য তৈরী হতে দু'মাস কেটে যায়। পথে আসার সময় বাংলাদেশ বর্ডারের মুসলমানরা আমাদেরকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে বাকি সর্বস্ব জোর করে হরণ করে নিয়ে যায়। এর পরে হাবড়া এসে পৌঁছলে স্থানীয় লোকেরা জোর করে টাকা দিতে বলে। না দিতে পারায় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এর পর বারাসাত কোর্টে, কোর্ট থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। দীর্ঘ ৭ মাস কারাভোগের পর জামিনে বেরিয়ে আসি। এখনও হাজিরা দিতে হয়। উল্লেখ্য তিন বোনের এক জন লিলুয়া হোমে এবং আমরা দুই বোন একত্রে জেল খাটি। দেশের

দুর্ভাগ্য সেখানে ঠাঁই ছিল না তাই বাধ্য হয়েই একটু আশ্রয়ের জন্য ভারতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে কেউ সাহায্য তো দূরের কথা এখন জেল খেটে প্রাণান্ত।

তথ্য—৪

বাংলাদেশ ঠিকানা

নাম—দীপিকা দেবনাথ

স্বামী—অমরকৃষ্ণ দেবনাথ

পোঃ—মৃধার হাট, দৌলতখান, ভোলা

বয়স—৩৯

৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গ্রামের মুসলমানরা লুটপাট করে বাড়ীর মালামাল নিয়ে যাবার পর ঘরে আগুন ধরায়। ওদের একটা দল আমার মেয়ে মাধবীকে তুলে নিয়ে যায়। চোখের সামনে মেয়েকে তুলে নিতে দেখে আমার চারিদিক ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। এর পর ২ জন আমাকে ধরে নিয়ে যায় আমাদের বাগানে। পরে জোর করে আমাকে ধর্ষণ করে। এর পর এক সময় ওরা আমাকে ফেলে চলে যায়। পরের মাসে বুঝতে পারি ওদের অত্যাচার থেমে গেলেও ওদের পাপের বীজ আমার দেহে বাসা বেঁধেছে। তিন মাস পর ভারতে এসে ডাক্তারের মাধ্যমে পাপের বীজ ধ্বংস করি। মনে প্রশ্ন জাগে কেন ভারতের লোকজন বাবরি মসজিদ ভাঙ্গল আর তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হল। আজ মনের জোর নিয়ে সমাজে চলতে পারছি না। সাময়িক কোন সাহায্য সহগোগিতা তো দূরের কথা একটু করুণার দৃষ্টিও যেন কেউ দিতে চায় না। যে ঘটনা ভুলে যেতে চাই আপনারা কেন আমার তা স্মরণ করাতে চান। ভাগ্যই আজ শেষ সম্বল করে চলতে হচ্ছে।

তথ্য—৫

বাংলাদেশ ঠিকানা

নাম—মাধুরী দেবনাথ

পিতা—অমলকৃষ্ণ দেবনাথ

পোঃ—মৃধারহাট

দৌলতখান। ভোলা

বয়স—১৭ বৎসর

৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২। বাবরি কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় একদল উগ্র মুসলমান অতর্কিতে হানা দেয়। জোর

করে আমাদের ঘর থেকে বের করে মালামাল লুটপাট করতে শুরু করে দেয়। শেষে ঘরে আগুন ধরিয়ে পৈশাচিক হাসি হাসতে থাকে।

এক পর্যায় আমাকে ৫/৬ জনের একটি দল জোর করে তুলে নিয়ে যায়। বাবা এবং আমার দাদা বাধা দেওয়ায় তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে অজ্ঞান করে আমাকে নিয়ে একটা বাগানের মধ্যে নিয়ে পরপর ধর্ষণ করে। এর পর অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান ফিরলে দেখি একটা ঘরের মেঝে শুয়ে আছি। পরদিন আমার বাবা আমাকে খুঁজে পায় এবং বাড়ীতে নিয়ে আসে। ডাক্তারী চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হই।

এর পর তিন মাস আমি সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মগোপন করেছিলাম। এর পর গোপনে ভারতে চলে আসি। নিজেকে আজ বড্ড অসহায় মনে হয়। পৃথিবীর আলো আজ আমার কাছে নিরর্থক মনে হয়। উল্লেখ্য ঐ ষন্ডের মধ্যে ২ জনের নাম ১। ময়সর, ২। ফারুক বাকিদের নাম জানা নেই।

তথ্য—৬

শ্রীমতি কৃষ্ণা দাস, বয়স—২৫
স্বামী—শ্রী অধীর দাস
থানা—বুরহান উদ্দিন

৯ই ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং অযোধ্যার ঘটনার পর পর আমাদের এখানে ব্যাপকভাবে গোলমাল শুরু হয়। তাহাতে ঘর বাড়ী পোড়ান, লুটপাট, নারী ধর্ষণ কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে। উক্ত দিন গোলমাল শুরু হওয়ায় স্থানীয় মৌলবাদী মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে শ্লোগান দিতে দিতে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। এবং বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে যাবার পর ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর পর নিম্ন লিখিত দুষ্কৃতিরা আমাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে ওদের বাড়ীতে তিনদিন আটকে রাখে পৈশাচিক অত্যাচার চালায়।

১। শহিদুল শরিফ, ২। মোতাহার খাঁ, ৩। আমজাদ খাঁ, গ্রাম ও পোঃ দৌলা, থানাঃ-বোরহান উদ্দিন, জেলা-ভোলা

এই ঘটনার ১৫ দিন পর আমরা সকলে ভারতে চলে আসি। এখানে আসার পরও আমাদের জীবনের এবং মান সম্মানের কোন নিরাপত্তা নাই। ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং ১ দিন রাত্রে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ মত্ত অবস্থায় আমার উপর চড়াও হয় এবং নির্মমভাবে পাশবিক অত্যাচার চালায়। তাছাড়া যে বাড়ীতে এসে প্রথমে ভাড়ায় উঠি ঐ বাড়ী থেকে ঐ রাত্রেই আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়।

১। স্বপন দাস, ২। দিলীপ দাস, ৩। মন্টু দাস, ৪। বোম্বা দাস। গ্রাম-ডহরথুবা, পোঃ-হাটথুবা, থানা-হাবড়া।

আজ পর্যন্ত আমরা কোন সাহায্য সহানুভূতি পাই নাই, অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় আমার একটি ছেলের মৃত্যু ঘটে। আমার অর্থনৈতিক দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে হীরালাল মিস্ত্রী, বাড়ী হাবড়া, কয়েকদিন যাবৎ আমার নারীত্বকে লুণ্ঠিত করে তার পৈশাচিক কামনা চরিতার্থ করে। যখন তার স্বরূপ জানতে পারি তখন সে আমাকে ভাড়া বাড়ী থেকে তাড়ানোর জন্য বাড়ীওয়ালাকে প্রলুব্ধ করে এবং আমাকে ভাড়া বাড়ী থেকে উঠিয়ে দেয়।

তথ্য—৭

নাম—অলকা রানী বেপারী
স্বামী—শিশুরঞ্জন বেপারী
পোঃ—ঘুঙ্গিয়ার হাট, ভোলা
বয়স—২৫ বৎসর

৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সন্ধ্যায় মুসলমানরা আমাদের ঘর থেকে বার করে ঘরের যাবতীয় মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়। এর পর অসহায় অবস্থায় দিন কাটতে থাকে। জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসি। কিন্তু আসার পরও কোন সুরাহা করতে পারিনি। স্বামী ঐ ঘটনার পর থেকে নিরুদ্দেশ। দুটো বাচ্চা সহ আজ অথৈ সাগরে ভাসছি।

জীবনের এই দূর্বিসহ অবস্থার মাঝে কোথায় গিয়ে দাড়াব তাই ভেবে পাইনা। এ পর্যন্ত কোন সাহায্য সহযোগিতা পাইনি। দুটো ছেলে নিয়ে আজ অসহায়ভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শারীরিক ভারে মার খাওয়ার জন্য কোন কাজ কর্মও করতে পারছি না। একবার মনে হয় পৃথিবীর সব আলো যেন আমাদের জন্য নয়। অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।

তথ্য—৮

বাংলাদেশ ঠিকানা
নাম—ফুল রানী দাস
স্বামী—শ্রী নিমাই দাস
পোঃ—স্কুলবাড়ী, ভোলা
বয়স—৪১

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২। হঠাৎ একদল মুসলমান আমাদের বাড়ী ভেঙ্গেচুরে লুটপাট করে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাণ ভয়ে আমরা এক মুসলমান বাড়ীতে আশ্রয় নেই। কিন্তু আশ্রয় দিয়ে তারাই আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জোর করে ইজ্জত লুন্ঠন করে। বাচ্চু এবং ওর এক সাগরেদ নাম বলতে পারব না। দুই দিন পর আমরা অন্যত্র চলে যাই।

এই ঘটনার ৮ দিন পর ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।। বাড়ী ঘর জমাজমি যা ছিল ফেলে এসেছি। আমার দুটো মেয়ে ১। সীমা দাস, ২। বিজু দাস, ওদের নির্মম অত্যাচারে আজ বিপর্যস্ত, তাদের ভয়ের আতঙ্ক এখনও কাটেনি। লোক দেখলেই ভয় পায়। বড় মেয়েটার শরীর এখনও ঠিক হয়নি।

আজ সব থকতেও আজ নিঃস্ব, কখনও একবেলা, আধবেলা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে। কোন ভাগ্যের ফলে আজ আমাদের এই অবস্থা কে জবাব দেবে?

তথ্য—৯

শ্যামলী দাস বয়স—১৭
পিতা—শ্রী কৃষ্ণ দাস
পোঃ—স্কুলবাড়ী
থানা—বোরহান উদ্দিন
জেলা—ভোলা, বাংলাদেশ

৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২ অযোধ্যার কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাড়ীতে কতিপয় উগ্র মুসলমান শ্লোগান দিতে দিতে অতর্কিতে প্রবেশ করে লুটপাট শুরু করে দেয়। যে যা হাতের কাছে পেয়েছে সব নিয়ে যাবার পর ঘরে আগুন ধরিয়ে পৈশাচিক নৃত্য করতে থাকে।

এক পর্যায় আমাকে জোর করে ধরে অনেক দূরে ওদের বাড়ীতে আমাকে ৬ দিন আটকে রাখে। এবং আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে। কখনও কখনও পৈশাচিক তাণ্ডবে আমি জ্ঞান হারিয়ে যেত। এদের মধ্যে ১। জাফর খাঁ, ২। নাসির খাঁ, এদের দ্বারাআরও ৬/৭ জন ছিল তাদের নাম জানিনা।

৬ দিন পর আমার বাবা ঐ বাড়ী থেকে আমাকে নিয়ে আসে। এর তিন মাস পর আমরা স্বপরিবারে ভারতে চলে আসি। উল্লেখ্য ঐ তিন মাস আমরা সমাজ থেকে বিচ্যুত ছিলাম এবং একপ্রকার ঘর বন্দী অবস্থায়। তাদের নির্যাতনের

চিহ্ন এখনও এক ভয়াবহ ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। সাময়িকভাবে ডাক্তারী চিকিৎসা করালেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারিনি। অভাবের জন্য সম্পূর্ণ চিকিৎসা করাতে পারিনি।

এখানে আসার পর ছিন্নমূল অবস্থায় দিন কাটাতে থাকি। একদিন হাটথুবা যাবার পথে এক লম্পট জোর করে আমার বাকি সম্পদটুকুও হরণ করে নিয়ে গেল। যে আশায় ভারতে এসেছি, এসেও ঐ ধরণের পশুদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হতে পারিনি। সমাজ আমাকে এতটুকু সাহায্য করেনি। পৃথিবীতে আর থাকার সাধ নেই। ভগবান মৃত্যু দিলেই বাঁচি।

তথ্য—১০

বাংলাদেশ ঠিকানা
পিয়ালী দাস বয়স—১৬
পিতা—শ্রী কৃষ্ণ দাস
গ্রাম—দেউলা
পোঃ—স্কুলবাড়ী
থানা—বোরহান উদ্দীন
জেলা—ভোলা

৭ই ডিসেম্বর আমাদের বাড়ী বাংলাদেশের মুসলমানরা লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং আমাকে হাবিবুল্লাহ্ এবং ও দুই সঙ্গী জোর করে ধরে নিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যায় এবং উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। এক পর্যায় আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান হয়ে দেখি খোলা মাঠের মধ্যে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে আছি, এর পর কোন প্রকারে নিজেকে টেনে টেনে বাড়ী যাই। কিন্তু বাড়ী বলতে তখন মহা শ্মশান। এর পর আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এই ঘটনার তিন মাস পরে ভারতে চলে আসি। ঐ তিন মাস যে কি ভাবে দিন কেটেছে তা আজ স্মরণ করার মত ঘটনা নয়। বাংলাদেশ বর্ডার পার হওয়ার পথে ঘাটমালিকের বাড়ীতে দুই দিন বন্দী থাকতে হয়। এই সুযোগে কতিপয় মুসলিম সুবিধাবাদী আমাকে জোর করে ধর্ষণ করে। নিষ্ফল বাধা দেওয়ার চেষ্টা। ভাগ্য আজ যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই পুরুষের কামনার শিকার হচ্ছি।

এখানে এসে কোন আর্থিক সহযোগিতা পাইনি যা দিয়ে ঐ পশুদের নির্মম অত্যাচারে চিকিৎসা করাব। এখনও ঐ ঘটনা মনে পড়লে মন শিউরে ওঠে। কোন

শক্ত কাজকর্মও করতে পারছি না। বাঁচার আর সাধ নেই।

এবার বেগম খালেদা জিয়ার রাজত্বে দুটো ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি। প্রথম ঘটনা একদিন ভোর বেলা এক অচেনা যুবক আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। ভারত-বাংলাদেশ বর্ডারের বাসিন্দা আমার এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোকের পত্র নিয়ে, অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম সে কপর্দক শূন্য। তার বোন মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে গর্ভবতী। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কোন একগ্রাম থেকে এসেছে। সে আমার সাহার্য্যপ্রার্থী। প্রথমেই আশ্বাস দিলাম কোন চিন্তা নেই আমি সমস্ত খরচ বহন করে ব্যবস্থা করে দেব। প্রথম জিজ্ঞাস করলাম ওখানে গর্ভপাত না ঘটিয়ে এ দেশে এলে কেন? সে বললো এটা তার বোনের দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ায় কেইস। প্রথমবার গর্ভবতী হওয়ার পর বাংলাদেশের এক নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার পর কয়েকদিন ধরে সেখানে আটকে রেখে নার্সিং হোমের সুইপার থেকে সর্বোচ্চ পদাধিকারী সকলেই কয়েক বার করে ধর্ষণ করেছে। নানা অজুহাতে কখনো ব্লাড প্রেসার চেকিং এর নাম করে ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে, কখনো রক্ত পরীক্ষা করতে নিয়ে গিয়ে, এভাবে ধর্ষিতা হয়ে তার মনে হয়েছে এখানকার কোন হোমে ভর্তি হলে তাকে আবার পূর্বের মতো ধর্ষিতা হতে হবে। সে বলে দাদা আমাকে রেললাইনের ধারে নিয়ে চল আমি ট্রেনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবো তবুও এদেশের কোন হোমে ভর্তি করাস না। এখানে উল্লেখ্য যে বরিশালে কোন রেললাইন নেই। উপায়ান্তর না দেখে ভারতে চলে আসার সংকল্প করে, দালাল মারফত বর্ডার পর হয়ে শূন্য হাতে বর্ডারে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠে যাদের সাথে জীবনে কখনো এদের দেখা হয়নি। ২/৩ দিন থাকার পর ঐ আত্মীয় পরিবার বলে তোমরা চোরা পথে এসেছ পুলিশ এসে ধরলে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। তোমরাও জেলে যাবে। সেই আত্মীয় পরিবার কিছু টাকা হাতে দিয়ে অনেক দূরে এক বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া করে দেয়। এই অবস্থায় উক্ত বি.এস.সি পাশ ছেলে কখনো রিকশা টেনে, কখনো ভ্যান ভাড়া নিয়ে সব্জি বহন করে কখনো রাস্তায় পিচ ঢালার কাজে দিন মজুরি করে এমন কি অভাবের তাড়নায় রক্ত পর্যন্ত বিক্রি করেছে। দুই ভাই বোন জীবন যাপন করছে। সে বঁনগা লোকালে প্রথম ট্রেনে এসে উল্টাডাঙ্গা, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে আমার বাড়িতে আসে পয়সার অভাব, কিছুক্ষণ পরে এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করে সময় নিলাম দেখা করার জন্য। সকালে জল খাবার খেয়ে ঐ ছেলেকে নিয়ে ডাক্তার বন্ধুর কাছে গিয়ে এই বিপদের থেকে উদ্ধার করার জন্য, আন্তরিক অনুরোধ করলাম, ডাক্তারবাবুকে বল্লাম যা খরচ হবে সবই আমাকে বহন

করতে হবে। তিনি নিয়ে আসার জন্য তারিখ এবং সময় দিলেন। বাড়ি ফিরে এসে আলমারী খুলে আমার স্ত্রীর কয়েকটা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, ঐ ছেলেকে আমার দুটো প্যান্ট এবং সার্ট দিয়ে কিছু টাকা হাতে দিয়ে ফেরৎ পাঠালাম। নির্দিষ্ট দিনে ঐ ছেলে বোনকে নিয়ে এসে গর্ভপাত ঘটিয়ে দুই দিন এখানকার হাসপাতালে অবস্থান করার পর কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তাকে বাংলাদেশে ফেরৎ যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। জানি না সেখানে ফেরৎ গিয়ে আবারও সে ধর্ষিতা হবে কিনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো মারাত্মক ঃ

খালেদার রাজত্বে বরিশাল থেকে এক ভদ্রলোক তার ৫ মাসের গর্ভবতী কন্যাকে নিয়ে বর্ডার পেরিয়ে ভারতে এসেছে। মুসলমানরা মেয়েকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ৮/১০ দিন আটকে রেখে মোটা টাকা মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দেয়। ঐ সময় তাকে নিয়মিত ধর্ষণ করা হতো। যার ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এই ৫ মাস অতিবাহিত হওয়ার কারণ ভদ্রলোকের কথা অনুসারে এই মেয়ে তার প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। মেয়ে প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মায়ের মৃত্যু হয়। তার পর থেকে এই মেয়েকে ভদ্রলোকের মা (অর্থাৎ মেয়ের ঠাকুর মা) এবং তিনি বুকে করে মানুষ করেছেন। রাত্রে একই বিছানার মাঝখানে মেয়ে এবং তার দুই পাশে মেয়ের ঠাকুরমা এবং তিনি রাত্রে ঘুমাতেন। কয়েক বৎসর পর তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ কারণ। সৎ মা ঐ মেয়েকে ভাল চোখে দেখত না। অনভিজ্ঞতার ফলে মেয়ে প্রথম বুঝতেই পারেনি সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। তারপর জানাজানি হওয়ার পর সৎমা অনবরত চাপ দিচ্ছে এই মেয়েকে মুসলমানদেরকে ডেকে দিয়ে দাও এই মেয়ে ঘরে থাকলে অন্য মেয়েদের বিয়ে হবে না ইত্যাদি। ভদ্রলোক দিশাহারা হয়ে ওখানে কয়েকজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার পর প্রত্যেকেই বললেন ৫/৬ মাসে গর্ভপাত করাতে গেলে জীবনহানির আশংকা আছে। তাই ভদ্রলোক দিশাহারা হয়ে এ দেশে এসেছেন। যদি কিছু করা যায়। আমার সাথে যোগাযোগ হওয়ার পরে পরিচিত ডাক্তার বন্ধুরা একই কথা বলেন। ভদ্রলোক দিশাহারা আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ডাক্তারদের উপদেশ অনুসারে পূর্ণ সময়ের পর প্রসব করানো ছাড়া কোন উপায় নেই। ঐ ভদ্রলোক আমি এবং এক ডাক্তার বন্ধু মিলে ঠিক করলাম পূর্ণ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অনেক চেষ্টার পর ঐ মেয়ের একটা থাকার ব্যবস্থা হলো। আমি তার ঐ কয়েক মাসের থাকা খাওয়া এবং ডাক্তার ইত্যাদির সমস্ত খরচ বহন করার জন্য রাজি হয়ে গেলাম। এখানে এক ভদ্র মহিলার

কথা উল্লেখ না করলে আমি অকৃতজ্ঞতার দায়ে ভগবানের নিকট অভিযুক্ত হবো বলে মনে হয়। ঐ ভদ্র মহিলা নিজের অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ঐ মেয়েকে থাকা খাওয়ার এবং দেখা শোনার দায়িত্ব নিলেন। ভদ্রলোক মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলো এবং ২/১ দিন পর দেশে ফিরে গেলেন। যাওয়ার সময় আমাকে ঢাকা শহরের নাম এবং ফোন নং দিয়ে গেলেন, বল্লেন আমার মেয়েটার যদি খারাপ কিছু হয় তবে এই ভদ্রলোককে ফোন করে খবরটা দিলেই আমি পেয়ে যাব। কয়েক বৎসর পর ২০০৯ এর এপ্রিল মাসে আমি যখন ঢাকা যাই তথায় দেখি স্বদেশ সাহা নামে এই ভদ্রলোক আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য ঢাকা বাস ডিপোতে গাড়ি নিয়ে হাজির। ঢাকা থাকা কালে তিনি এবং তার সহযোগী শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ ঐ সময় আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকা থেকে ফিরে এসে আমার ডাইরি খুলে দেখলাম ঐ ভদ্রলোক নাম দেওয়া স্বদেশ সাহা এবং ফোন নং একই। পরে দ্বিতীয়বার ঢাকা গিয়ে স্বদেশ সাহাকে জিজ্ঞাস করলাম এই নামে কোন ভদ্রলোককে চেনেন কিনা। এই দুজনেই বরিশালের নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক। জিজ্ঞাসা করলাম দেশ ভাগের পরে এ দেশে চলে এলেন না কেন? তারা বল্লে— আমাদেরকে নেতারা বুঝিয়েছে মুসলমানদের থেকে নমশূদ্রদের কোন বিপদের কারণ নেই। তাছাড়া আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের মুসলমানরা খুব সম্মান করতো। তাই ওখানে রয়ে গেলাম। আজ আমাদের এই অবস্থায়। নমশূদ্র নেতা যোগেন মণ্ডল বেঁচে থাকলে আমি এই দুই কুমারীকে তার নিকট নিয়ে গিয়ে তার কৈফিয়ৎ তলব করতাম।

আমি অসংখ্য ধর্ষিতা মহিলা এবং তাদের স্বামী, ভাই এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলেছি তাদের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক যুবক যার বয়স ৩০। তার স্ত্রীকে একদিন বলপূর্বক মুসলমানরা তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। ঘরে তার ৪ মাস বয়স্ক শিশু পুত্র। সে এ পর্যন্ত মা এর স্তনের দুধ ছাড়া কিছুই খায়নি। স্ত্রীর অপহরণের পর শিশু পুত্র মাকে দেখতে না পেয়ে প্রচন্ড কান্না কাটি আরম্ভ করে। কিছুই তাকে খাওয়ানো যাচ্ছিল না। ছেলেটি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঐ দিকে স্ত্রী মুসলমানদের ঘরে বন্দী এবং ধর্ষিতা। তার স্তনে দুধ জমে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করতে আরম্ভ করে। দুধের চাপে ভদ্র মহিলা থাকতে না পেরে আকুল আবেদন জানালেন। অন্তত একটু ছোট শিশুকে তার কাছে দেওয়া হোক যাতে তিনি স্তন পান করিয়ে প্রচন্ড ব্যথা থেকে নিস্তার পেতে পারেন। তখন মুসলমানরা গ্রামের মুলিসাব (*মৌলভী সাহেবের*) নিকট যান। কোন মমিন

মুসলমান এর বাচ্চাকে কাফেরের স্তনের দুধ পান করানো যায় কিনা? মুলিসাব অনেক চিন্তা ভাবনা করে ফতোয়া দিলেন ধর্মশাস্ত্রে বিধর্মী গণিমতের মাল অর্থাৎ অপহৃতা নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করার নির্দেশ আছে। কিন্তু কখনো মমিন মুসলমান বাচ্চাকে কাফেরের স্তন পান করানোর কোন বিধান দেওয়া নেই। ইতি মধ্যে ঐ মহিলার স্বামী ও মৌলভী সাহেবের শরণাপন্ন হন তার স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য। মৌলভী সাহেব মোটা টাকা মুক্তি পণ দাবী করলেন। ভদ্রলোক অত টাকা দিতে অপারাগ। অবশেষে বাধ্য হয়ে এক খন্ড জমি অপহরণ কারীকে রেজেস্ট্রী করে দিয়ে স্ত্রীকে মুক্ত করেন। যে সব ধর্ষণ কারিরা এই ভদ্র মহিলার নিকট যেতেন স্তনে হাত দিলে আটা আটা দুধ হাতে লাগলে তা সায়া এবং কাপড়ে মুছে ডান হাত এবং বাম হাতে চড় চাপড় চালাতো কারণ **বিধর্মী নারীদের উপর হিংস্রতা ইসলাম ধর্মে জায়েজ বা ধর্মসম্মত।**

এই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সুন্দরী হওয়ার ফলে মুসলমানরা প্রায়ই তার বাড়িতে হামলা করতো এবং টাকা আদায় করতো। টাকা না দিতে পারলে স্ত্রীকে দিতে চাপ দিতো। নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোক মৌলবী সাহেবের শরণাপন্ন হলো। মৌলবী সাহেব বলেন তুমি সপরিবারে মুসলমান হয়ে যাও তাহলে কোন অত্যচার হবে না। মুসলমান হতে ভদ্রলোকের মন সায় দিল না। পরে স্থির করলেন সমস্ত বাড়িঘর জমিজমা বিক্রি করে হিন্দুস্থানে চলে আসবেন। এক ধনী মুসলমানের সাথে গোপনে কথাবার্তা ঠিক হলো জমিজমা হস্তান্তর করে দিলে গোপনে বর্ডার এসে দালাল মারফৎ ভারতে ঢুকিয়ে দেবেন। প্রায় ৭/৮ লাখ টাকার মত দিয়ে দেবেন কথাও দিলেন। বর্ডার-এ ভারতীয় দালালদের হাতে স্ত্রীপুত্র সহ তুলে দিয়ে সে টাকার বান্ডেল দিলেন তাতে ভারতীয় টাকার ২৫০০০ টাকা পেলেন। ভারতীয় দালালরা তাদের কমিশন বি.এস.এফ এর কমিশন কেটে ভদ্রলোকের হাতে রইল মাত্র ২০,০০০ টাকা। দালালরা বস্তির মধ্যে একটা ঘর ভাড়া করে দিলেন। এদিকে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে এই বস্তীতে থাকা সম্ভব নয় ভেবে ভদ্রলোক দালালদের হাতে পায়ে ধরে আবার বাংলাদেশে ঢুকে এবার নিজের গ্রামে বাড়ি না গিয়ে অন্য জেলায় তার এক আত্মীয় বাড়িতে উঠলেন এবং নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করলেন। মুসলমানরা কথার খেলাপ করা বা চুক্তি মত টাকা না দেওয়া নতুন কিছু নয়। কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে কাফেরদের সাথে চুক্তি করে তা খেলাপ করা ধর্মসম্মত। তাই দেখছেন না পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বিপদে পড়লে চুক্তি করে

উদ্ধার হয়ে গেল তা খেলাপ করে। **বৃদ্ধ হিন্দু নেতারা কোরাণ হাদিস না পড়ার ফলে বারবার প্রতারিত হচ্ছে তাও শিক্ষা নেই।**

সুরা ৯ (তওবা) আয়াত ৭, ৯/১ এবং ৯/৩, ৪৭/৩৫

ঢাকা থাকার সময় অধিকাংশ সময় আমি শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ-এর সঙ্গে সময় কাটাই এবং খোঁজ খবর নেই সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্বন্ধে। দেখছি অনবরত তাঁর কাছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা অত্যাচারের খবর আসছে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ফোন করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অন্য অনুরোধ করছেন। এ সময় আমি ও রবীন্দ্র ঘোষ মহাশয় কয়েকটা ধর্ষণ এবং হত্যার অনুসন্ধান করে এসেছি। ২০০১ সালের ভোটের পর একই বাড়ীতে যুবতী মেয়ে তার মা এবং ঠাকুরমাকে বর্বর মুসলমানরা বাড়ীর পুরুষদের সামনে ধর্ষণ করেছে। বাড়ীর পুরুষদের হাত বেঁধে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এই দৃশ্য দেখার জন্য চোখ বন্ধ করা চলবে না। দেখতেই হবে এই দৃশ্য। ধর্ষণের পর ধর্ষিতা মহিলাদের যৌনাঙ্গে ছোট ছোট বাঁশের চেলী ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব ঘটনার পর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা কিছু মহিলার সাথে আমরা ৩জন এক গোপন স্থানে মিলিত হই। আমার সাথে আর যে ২ জন ছিল তাদের বয়স একটু কম থাকায় ভদ্রমহিলারা বলেন ওনাদের সামনে বলবো না আপনাকে বলবো (*কারণ আমি ওদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ তখন আমার* ৭২) আমার দুই সহকর্মী ঘর থেকে বের হলে ঐ ভদ্রমহিলা কথা কি বলবেন। আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন। আমিও অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। ঐ মহিলাদের কেউ কেউ বলেছেন তাদেরকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ৭/৮দিন মুসলমানরা তাদের বাড়ীতে আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে এমন কি পিতা এবং পুত্র কর্তৃক ও ধর্ষিতা হয়েছে। তাদেরকে ঘরের মধ্যে বাইরে দিয়ে তালাচাবি দিয়ে রাখতো বাড়ির মহিলারা ঐ ঘরের চাবি কাপড়ের কোনায় বেঁধে রেখে পাহারা দিয়ে কেবল টাট্টিখানা (পায়খানা), পেসাবখানা (প্রসাবখানায়) নিয়ে যেত, যাতে পালাতে না পারে। বাড়ীর মহিলারা ঐ ঘরে মাটির সানকিতে (*থালাজাতীয় ভাত খাওয়া পাত্র*) ভাত ও ছালম (*তরকারী*) টিফিনের সময় চা ও মুড়ি দিয়ে যেত। এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই মোটা টাকার মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছে। এই মহিলারা যারা মুসলমান কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃত হয়েছেন

তারা এক কাপড়েই ওদের সাথে গিয়েছেন। তারপর মুসলমান বাড়িতে যাওয়ার পর মুসলমান মেয়েরা তাদের কাপড় পরতে দিয়েছে এবং বাড়ি ফিরে আসার সময় তাদের কাপড়-চোপড় রেখে দিয়েছে। এমনকি রাত্রে নিজের স্ত্রীর কাছে না শুয়ে উক্ত হিন্দু মেয়ের সাথে শুয়েছে। কোন কাফেরের মেয়ে বাড়ীতে থাকলে মেহমানের (অতিথি) আগমন বেড়ে যেত। তারাও ওই ধর্ষণে লিপ্ত হত।

১৯৪৬ সালের নোয়াখালীতে হিন্দু নিধনের পর সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গিয়েও আমার অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে এক হিন্দু মহিলার স্বামী পুত্রকন্যাকে হত্যা করে উক্ত মহিলাকে হত্যাকারী তার বাড়ীতে নিয়ে গেছে এবং ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে দিয়ে তালা বন্ধ করে আটকে রেখেছে যাতে পালাতে না পরে, ঐ মহিলা ঘরের ভেতর বুক চাপড়াচ্ছে। মাথার চুল ছিঁড়ছে, ঘরের খুঁটির সাথে মাথা ঠুকছে। কখনো বা মুখ দিয়ে গেঁজা বের হয়ে জ্ঞান হারাচ্ছেন। কিন্তু কোন মুসলমান পুরুষ এবং মহিলা তার উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসেনি। বরং তারা ঘরের চারধারে দাঁড়িয়ে বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মজা দেখছিলেন। ঐ ভদ্রমহিলা কি করছেন। এরমধ্যে এই দুর্বৃত্তের স্ত্রীপুত্র কন্যাগণও ছিলেন। আমি তাদের কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করলাম এই ঘটনার জন্য তারা দুঃখিত বা অনুতপ্ত কিনা? তারা গর্বের সাথে উত্তর দিল গণিমতের মাল ইসলাম ধর্মে জায়েজ অর্থাৎ ধর্মসম্মত। **ধন্য ইসলাম ধর্ম**।

এই ঘটনার পর আমি অসংখ্য হাদিস ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ওরা যা বলেছে তা ঠিকই কারণ বলপূর্বক কোন বিবাহিতা বিধর্মীর স্ত্রীকে লুট করে আনলে সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ব বিবাহ বাতিল হয়ে যায় এবং মুসলমানগণ ঐ স্ত্রীলোক কে নিকাহ (বিবাহ) করতে পারে বলে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন। এবং স্বামীর অনান্য স্ত্রীদেরকে হিংসা না করে তাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্যও আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন তাই মুসলমান ঘরে অন্য স্ত্রীর অনুপ্রবেশ ঘটলে কোন বাধা আসে না কিন্তু হিন্দুর ঘরে অনুপ্রবেশ ঘটলে লংকাকাণ্ড বেধে যায়। আমর দৃঢ় বিশ্বাস কোন হিন্দু, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে টিপ দেওয়া নিরক্ষর দিনমজুর হিন্দুর ঘরে এ জিনিস চলতে পারে না। এই ব্যাপারে নাতনী-স্থানীয় কয়েকজন যুবতীর সাথে কথা বলে দেখেছি। কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন উগ্রচণ্ডীর রূপ ধরেছেন। একজন বলেন স্বামীকে যমের হাতে তুলে দেব তবুও অন্য স্ত্রীলোকের হাতে দেব না। একজন বলেন বঁটি দি২ দুজনেরই

গর্দান নেব। ধড় থেকে মুন্ড আলাদা করে দেব। একজন বলেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো। সর্বশেষে বলতে চাই আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিদি, দেবী সমাজসেবী মানবাধিকার-কর্মী, অনেক বড় বড় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক আছেন। অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় কিন্তু কেউই এদের কথা লেখে না বা এর প্রতিকারে এগিয়ে আসেন না। কারণ মুসলমান ধর্ষকদের বিরুদ্ধে কিছু বল্লেই সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে যাবেন এবং মুসলিম ভোট হারাবার ভয় আছে। খালেদার রাজত্বে ধর্ষিতা মহিলাদেরকে নিয়ে গত ১৬-৫-০২তারিখে কলিকাতা প্রেসক্লাবে আমরা এক সাংবাদিক সম্মেলন করি। কলিকাতার মহিলা সাংবাদিকরা অত্যাচারিতা মহিলাদের সাথে গোপনে কথা বলে ঐ সব নারকীয় অত্যাচার (ধর্ষণের পর যৌনাঙ্গে বাঁশের চেলি ঢুকিয়ে দেওয়া) সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন তবুও কোন সংবাদপত্র এই নিয়ে এক কলমও লেখার প্রয়োজন অনুভব করেনি। এরপর আমরা রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল এবং রাইটার্স-এ গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দেই যাতে তারা ঐ অত্যাচার বন্ধের জন্য খালেদার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কলিকাতার কিছু সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবী নানা অনুষ্ঠানে ঢাকা গিয়ে পাঁচ তারা হোটেলে অবস্থান করে রাজকীয় অভ্যর্থনা এবং খানাপিনা সেরে এখানে এসে পত্রিকার সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করছে। তারা সুদূর গ্রামের সংখ্যালঘুদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কোন খোঁজ নেন না বা চেষ্টা করেন না। এ সম্বন্ধে বাংলা দেশের ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরীয়ার কবিরের লেখা শ্বেতপত্র 'বাংলাদেশ সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন' প্রথম খণ্ড পড়ে দেখ্‌তে পারেন। তাতে তিনি লিখেছেন অসংখ্য হিন্দুমেয়েরা মুসলমানদের ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে গর্ভপাত না ঘটাতে পেরে জারজ সন্তান কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া হুমায়ুন আজাদের লেখা "১০০০০ এবং আরো একটি ধর্ষণ" বইটা পড়ে দেখতে পারেন। বইয়ের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন "বাঙলাদেশ এখন হয়ে উঠেছে এক উপদ্রুত ভূখণ্ড, হয়ে উঠেছে ধর্ষণের এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ। ৫৬০০০ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী পীড়নের এক শোচনীয় প্রেক্ষাগার ধর্ষিতা হচ্ছে মাটি, মেঘ নদী রৌদ্র জ্যোৎস্না দেশ, এবং নারীরা .... ধর্ষিতা ময়না আত্মহত্যা করেনি, অভিযোগ করেনি, সে তার অবৈধ সন্তানটিকে টুকরো টুকরো করেছে একটি ধারালো দাঁ দিয়ে এবং প্রতিশোধ নিয়েছে। সে অন্তত একটি শুয়োরকে টুকরো টুকরো করতে পেরেছে।" ঘটনার প্রেক্ষাপট

হলো বাংলাদেশের কেদারপুর গ্রামের ময়না তার বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পাঠখেতের ধারে বাঁধা ছাগলগুলো আনতে গিয়েছিল সন্ধ্যাবেলা, তারপর কি হয়েছিল লেখকের ভাষাতেই শুনুন—

তখন চারটি বন্যশুয়োর চারদিক থেকে ঘোৎঘোৎ করতে করতে এসে ময়নাকে ঘিরে ধরে।

এসেই একটি শুয়োর ময়নার মুখ চেপে ধরে, সে চিৎকার দিতে পারে না, কিন্তু লড়াই করতে থাকে, তার মুখে খামচি দিতে থাকে; আরেকটা বন্যশুয়োর দুটি পিস্তল বের ক'রে দেখায় ময়নাকে, একটা শুয়োর একটা পিস্তল ঘষতে থাকে ময়নার বুকে, একটা শুয়োর ময়নার মুখে একটা পিস্তল ঢুকিয়ে দেয়, পিস্তলের ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় ময়না আরো বোবা হয়ে ওঠে, তবু সে লড়াই করতে থাকে, কিন্তু পারে না।

ওদের সে চিনতে পারে, কিন্তু চিনতে পারে না।

একটা শুয়োর বলে, ডরাইছ না, আমাগো লগে লোয়ার পিস্তল আছে, তয় তর ভিতরে লোয়ার পিস্তল ঢুকামু না, লোয়ার গুলি ছুরুম না, তরে মারুম না, মজা দিমু। মজার পিস্তল ঢুকামু।

ময়না লাথি ছোঁড়ে, কিন্তু পারে না।

একটা শুয়োর বলে, মাগিডার ত্যাজ বেশি, মাগিডা সোন্দর বইল্যা ত্যাজও বেশি, আমাগো লগে ত্যাজ দেহাইয়া থাকন যাইব না। অই, তুই অইল ইলশা মাছ, বেশি লাফাইতে পারবি না।

ময়না খামচি দেয়, কিন্তু পারে না।

আরেকটা শুয়োর বলে, আমরা পাওয়ারে আছি মাগিডা বোজে নাই, পাওয়ার কারে কয় মাগিডারে আইজ বুজাই দিমু। আমাগো বন্দুক মাগিডা দ্যাহে নাই। অহনই বন্দুক ঢুকাইয়া দিমু।

ময়না লাথি ছোঁড়ে, কিন্তু পারে না।

আরেকটা শুয়োর [illegible]লে, মাগিডারে একদিন কউক খাওয়াইতে চাইছিলাম, মাগিডা আমার মোকে ছ্যাপ [illegible], আইজ কউক ঢুকাই দিমু। মাগিডা [illegible]বো

এই কউক কোকাকোলার থিকা মজার।

ময়না এলিয়ে পড়ে।

আরেকটা শুয়োর বলে, বেহস্তে অইলে মাগিডা হুরপরি অইত, রমেইশ্যার মাইয়াডার থিকাও ভাল মাল।

একটা শুয়োর বলে, মালডার দুদ দুইডা দ্যাহছ না, চান্দের মতন। এই দুইডা রাইত ভইর্‌য়া খাঅন যাইব।

ওরা তাকে পাটখেতের বেলেমাটিতে ফেলে একের পর এক ধর্ষণ করতে থাকে।

বেলেমাটি অনেকখানি রক্তে লাল হয়ে ওঠে, ময়না পাটখেতের ভেতরে দলিত মথিত বেলেমাটির মতো প'ড়ে থাকে। ধর্ষণ ক'রে ক'রে এক সময় ওরা ক্লান্ত হয়ে ওঠে, কিছুতেই আর ওরা নিজেদের শক্ত করতে পারে না।

আরশাদ বলে, মাগিডারে খুন কইর্‌য়া যাওনই ভাল, অই আজম আস্তে একটা গুলি মার, আসল জায়গায় গুলি মার।

আজম আলি বলে, খুন করনের কাম নাই, এইডারে পরেও করন যাইব, 'কোন মাগিরে কইর্‌য়া এত মজা পাই নাই।

আলতাপ বলে, দোস্ত, দ্যাশে ভাল মালের অবাব নাই, আরও মাল পামু, খুন করলে কোন বিপদ অইব না, নইলে বিপদ অইতে পারে।

আজম বলে, বিপদ অইব ক্যা? আমরা পাওয়ারে আছি না? ছয় মাসে কয় ডয়জন করলাম, কি বিপদ অইল? কেউ মোক খোলতে পারল?

আলতাপ বলে, মজার দিন পাইছি, দোস্ত, করুম আমরা, আর আমাগো লিডাররা দোষ দিব অগো, আমাগো আবার দোষ কি? আমরা ইসলামিক নাশালিজম কায়েম কইর্‌য়া ছারুম।

সাদ্দাম বলে, খুন করলে আরেকটু পর কর, আমি আরেকবার কইর্‌য়া লই, অহন পর্যন্ত যেতগুলি করছি এইডার মতন সুক পাই নাই, মালডা চরের বাইল্যা মাডির মতন নরম, ইলশা মাছের মতন, মন অইতে আছিল কুলের মাছ খাইতে আছি।

আজম বলে, তাইলে এইডারে বিয়া কইর‍্যা ল, রাইত দিন বাইল্যা মাডির উপর হুইয়া থাকতে পারবি, ইলশা মাছ খাইতে পারবি।

এই ধর্ষণের ফলে ময়না গর্ভবতী হয়ে পড়ে। নানা কারণে গর্ভপাত করা সম্ভব হয় নাই। যথাসময় ময়না এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। সারা রাত ঘুমের ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ময়না ভোরের আগে তার ঘুম ভাঙে এবং তার ডান হাতটি গিয়ে পড়ে তার শিথানে বিছানার নিচে দাটির উপর। ময়না দায়ের বাঁটটি শক্ত ক'রে ধ'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে, এবং কোপাতে থাকে তার পাশে ঘুমিয়ে থাকা শিশুটিকে। এক কোপে সে প্রথম দুভাগ করে ফেলে শিশুটিকে, তার পর দুভাগ করে মাথাটি, কোপাতে কোপাতে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে শিশুটিকে। রক্ত ছুটতে থাকে, রক্তে বিছানা ভেসে যায় ময়না চিৎকার করতে থাকে, আমি একটা হুয়রের বাচ্চা হুয়ররে টুকরা টুকরা করলাম, দুনিয়ার সব হুয়রে আমি টুকরো টুকরো কাইট্যা হালামু, সব হুয়রের বাচ্চারে আমি টুকরো টুকরো কইট্যা হালামু।

ময়নার চিৎকার শুনে পাশের কামরা থেকে ছুটে আসে তার মা আর বাবা দেখে ময়না কুপিয়ে চলেছে শিশুটিকে, সেটি এখন অসংখ্য মাংসের টুকরো। এ সংবাদ সারা গ্রামে এবং দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয় না। দুপুরের পর পুলিশ এসে পৌঁছয়। তার খুনের দায়ে ময়নাকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করে, তুমি তোমার পোলারে দা দিয়া কুপাইয়া খুন করছ, এই কথা কি সইত্য? ময়না বলে, হ,আমি তারে কোবাইয়া টুকরা টুকরা করছি।

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করে, এই পোলার বাপ কে?

ময়না বলে, এইডার বাপ নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট বলে, জাউর‍্যা?

ময়না বলে— হ।

পুলিশ দাবি করে মেয়েটিকে রিমাণ্ডে নেওয়া দরকার, তিনদিন রিমাণ্ড মঞ্জুর করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চিত হয় এটা একটা সুস্পষ্ট খুনের মামলা। এর বিচার করবে দায়রা জজ। ম্যাজিস্ট্রেট কাগজপত্র দায়রা জজের কোর্টে পাঠিয়ে দেয়, এবং ময়নাকে কারাগারে রাখার নির্দেশ দেয়।

ময়না কারাগারে পচতে থাকে, এবং নানা শুয়োরের দ্বারা ব্যবহৃত হ'তে থাকে। তার শুধু পাটখেতের কথা মনে পড়ে; তার মনে হয় পাটখেতও অনেক ভালো ছিলো, ওই শুয়োররাও ভালো ছিল, কারাগারে যে-শুয়োররা দিনে ও রাতে আসে তার কাছে, তারা পাটখেতের শুয়োরদের থেকেও জঘন্য।

পাটখেতের শুয়োররা একবার তাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে চ'লে গিয়েছিলো, আর আসে নি; সে এখন পড়েছে শুয়োরদের মধ্যে, শুয়োররা যখন তখন আসে, এবং তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে চ'লে যায়।

তার ওপর শুয়োররা ঝাঁপিয়ে পড়েছে থানায়, তারপর এই শুয়োরাগারে শুয়োরের কোনো অভাব নেই; দিনে শুয়োর, রাতে শুয়োর, সকালে শুয়োর, বিকেলে শুয়োর। সে জানতো না পৃথিবীতে এতো শুয়োর আছে, এতো শুয়োরের থেকে ওই চারটে শুয়োর তো ভালো ছিলো। ময়না অবাক হয় দেশে এতো শুয়োর পয়দা হলো কেমন করে? এটা কি শুয়োরের দেশ?

বিজ্ঞ দায়রা জজের কোর্টে একদিন তার মামলা ওঠে।

ময়নাকে দাঁড়াতে হয় বিজ্ঞ জজের সামনে।

বিজ্ঞ জজ জিজ্ঞেস করে, তুমি তোমার পোলারে খুন করছ?

ময়না বলে, হ্যাঁ, করেছি।

জজ চমকে ওঠে, সে এই ভাষা ও কণ্ঠস্বর শুনবে ব'লে আশা করে নি।

বিজ্ঞ জজ জিজ্ঞেস করে, ক্যান খুন করছ?

ময়না বলে, সে জাউর‍্যা ছিলো।

বিজ্ঞ জজ বলে, জাউর‍্যা আছিল? এই কতার কি মানে?

ময়না বলে, পাটখেতে চারটি শুয়োর এক বিকেলে আমাকে ধর্ষণ করেছিলো, তার ফলে ওই বাচ্চাটা হয়েছিলো। আমি শুয়োগুলোকে খুন করতে পারি নাই, তাই শুয়োরের বাচ্চাটিকে টুকরা টুকরা করছি।

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি অই রেপিস্টগ বিরুদ্দে মামলা কর নাই?

ময়না বলে, না, করি নাই।

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি তাগ চিনতে পারছিলা?

ময়না বলে, হ্যাঁ চিনতে পারছিলাম।

জজ বলে, তাইলে মামলা কর নাই ক্যা?

ময়না বলে, মামলা কইর‍্যা কি অইব? এই হুয়রের দ্যাশে হুয়রগো বিরুদ্ধে মামলা কইর‍্যা কি অইব?

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি এইডা কি কইতে আছ?

ময়না বলে, বিজ্ঞ জজ সাব, আপনে কি জানেন আমারে থানায় আইন্যা চাইর দিন ওসি আর দারোগাপুলিশে ধর্ষণ করছে? আপনি কি জানেন আমারে এই আপনাগো কারাগারে রাইক্যা দিনের পর দিন রাইতের পর রাইত পুলিশ দারোগা জেলার বর জেলার ছোড জেলার সবে মাসের পর মাস ধর্ষণ করেছে?

বিজ্ঞ জজ বলে, তুমি কও কি?

ময়না বলে, আহেন, আপনেও আমারে ধর্ষণ করেন। আহেন, আপনে আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন এই হানকার সব জজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিল মুক্তার ব্যারিস্টর উজির নাজির ডিছি এডিছি, আহেন আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন দ্যাশের সব পুলিশ দারোগা মিনিস্টার সেকরেটারি, আহেন আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন সব প্রফেছার ভাইচচেনচেলার চেনচেলার হেডমাস্টার ডাক্তার পলিটিশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট, আহেন আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন।

ময়না বলে, আহেন সব মৌলবি মওলানা চেয়ারম্যান মেম্বার ইনডাসট্রিয়ালিস্ট, এমপি, আমারে ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন; আমারে পাটখ্যাতে হালাইয়া ধর্ষণ করেন; আহেন আমার প্যাড জাউর‍্যায় ভইর‍্যা দ্যান; আহেন জাউর‍্যাগো দ্যাশটারে আমি জাউর‍্যায় ভইর‍্যা দ্যাই।

ময়না আর কথা বলতে পারে না, সে কাঠগড়ায় লুটিয়ে পড়ে।

সুহৃদয় পাঠক মহোদয় আমার বইটার এ পর্যন্ত পড়ে আপনি নিশ্চয়ই অবহিত হয়েছেন যে সেই নারী নির্যাতন ধর্ষণ-এর ট্র্যাডিশন সমানে চলছে মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে। ওখান থেকে ধর্ষিতা এবং গর্ভবতী হয়ে যে সব মাতা এবং ভগিনী এদেশে এসেছে তারা এখানকার সরকার এবং সেকুলার নেতা নেত্রীদের থেকে কোন সাহায্য পায়নি উপরন্তু বিনা অনুমতিতে ভারতে প্রবেশের অপরাধে এক ধর্ষিতাকে জেলে পুরে দিয়েছে আমাদের সেকুলার সরকার। আমার ত মনে হয় এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এদেশে অনেক দিবস পালিত হয়, যেমন শিক্ষক দিবস, মাতৃদিবস, শিশু দিবস স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস কিন্তু ধর্ষণ বিরোধী দিবস পালিত হয় না কেন? আমি প্রস্তাব দিচ্ছি প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে একটি করে ধর্ষিতা মহিলার মূর্তি স্থাপন করে ১৪ই আগস্ট (যে দিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হাজার হাজার মহিলা ধর্ষিতা হয়েছিলো) ধর্ষণ বিরোধী দিবস পালন করা হোক সেদিন দলে দলে মানুষ গিয়ে ঐ মূর্তির পাদদেশে ফুলমালা অর্পণ করবেন। তার কিছু দূরে তৈরি হবে ধর্ষকের একটি মূর্তি তাতে লোকেরা গিয়ে তার গায়ে থুতু দিয়ে ঝাটা এবং জুতা পেটা করবে, তাতেই এই বর্বরতার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমাদের এখানে অনেক মহিলা কমিশন, নারী অধিকার রক্ষা কমিটি আছে তার এই ব্যপারে একদম চুপ কেন?

প্রথমে প্রদেশের রাজধানী থেকে প্রত্যেক জেলা শহরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে যেখানে স্কুল কলেজের ছাত্রী, গৃহবধু, কবি, সাহিত্যিক, মহিলা বুদ্ধিজীবীরা ঐ ধর্ষণ বিরোধী দিবসে সমবেত হয়ে ধর্ষিতাকে সম্মান জানাবে।

এবার বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের সংবাদ পরিবেশন করা হলো, সংবাদগুলো পাঠ করলেই পাঠক মহোদয় অনুধাবণ করবেন এর উৎস কোথায়?

এবার বর্তমান বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা কি অবস্থায় আছে তা পর্য্যালোচনা করছি। সাধারণত বড় বড় শহরে এই ধরনের অত্যাচারগুলি হয় না কারণ সেখানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত অফিস আছে, সংবাদমাধ্যম আছে, এগুলি সাধারণ হয়ে থাকে শহর থেকে বহুদূরে গ্রামগুলিতে যদি কোন হিন্দু বাসে বসে থাকে সিট থাকলেও উঠিয়ে দেয়। যেমন কোন বাড়ীর দাওয়ায় যখন কোন কুকুর

উঠে, তাকে দূর দূর করে তাড়ানো হয়, তাকে বলা হয় উঠ, উঠ মালাউন। অফিসগুলিতে হিন্দু কর্মচারীদের উপর অনেক বেশি কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কনফিডেনসিয়েল রিপোর্ট খারাপ করে দেওয়া হয়। ছুটিছাটা চাইলে তা সহজে মঞ্জুর না হওয়া। সহকর্মীদের দ্বারা নানাভাবে হয়রানি হওয়া ইত্যাদি। ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান করতে গেলে বাধা দেওয়া, যেমন হিন্দুদের অনেক পুজোর সময় উলুধ্বনি দেওয়ার নিয়ম আছে তখন তারা জিভ নাড়ে কিন্তু আওয়াজ হয় না। কারণ উলুধ্বনি-কাঁসর-ঘন্টা ইত্যাদি বাজান ইসলাম বিরোধী। মৃতদেহ দাহ করতে দেয় না, কবর দিতে হয়। হিন্দু বাড়ীতে বিবাহ ইত্যাদি হলে তোলা দেওয়া বাধ্যতামূলক। তাই অনেকেই বিবাহ আদি শহরে এনে দিয়ে থাকে তবুও গ্রমে ফিরে গেলে বিভিন্ন দলকে চাঁদা দিতেই হবে। মুষলমানদের কোন আনন্দ উৎসবে হিন্দুবাড়ীতে খাসি, ছাগল তুলে নিয়ে গিয়ে তামার ডেগের মধ্যে মাংস রান্না করে মদের বোতল ভেঙ্গে নেশার ঘোরে নিকটবর্তী হিন্দুবাড়ী থেকে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে দলাই মলাই এবং ধর্ষণ করা ইত্যাদি। মৌলবাদী মৌলভী মাওলানারা গ্রুপ মিটিং করে অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে বোঝায়—দেশে এত অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লাবন হয় কেন? কারণ এদেশে এখনো এত বিধর্মী মালাউন, কাফের রয়েছে, এখনো এত মূর্তি রয়েছে, যত দিন না সমস্ত দেশটা কাফের শূন্য না হয়, ততদিন এইসব চলতেই থাকবে। এখানে শুধু ওখানকার পত্র-পত্রিকাগুলোতে যে অল্পসংখ্যক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু অংশ দেওয়া হলো। আমার হাতে প্রায় অসংখ্য অভিযোগের তালিকা আছে।

সংবাদের শুধুমাত্র হেডিংগুলি, নাম এবং তারিখ দেওয়া হলো। পুরো সংবাদ পড়লে হৃদয় আছে এমন পাঠক-পাঠিকা আঁত্কে উঠবেন।

(১) বান্দব বনে সংখ্যালঘুদের জবাই করার হুমকি—দৈনিক জনকন্ঠ, ৮-১০-২০০১।

(২) দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মহিলাদের রাতের ঘুম হারাম। নির্বাচনোত্তর ধর্ষিতা ৫০ সংখ্যালঘু নারী, ধর্ষণের উন্মাদনায় মেতেছে সন্ত্রাসীরা—দৈনিক জনকন্ঠ, ১৫-১০-২০০১।

(৩) বরিশালে সংখ্যালঘু নির্যাতন। পরিবারের তিন নারীর সম্ভ্রম হানি।—প্রথম আলো, ১৫-১০-২০০১

(৪) বরিশালে মা, মেয়ে, ননদ লাঞ্ছিতা।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫-১০-২০০১।

(৫) পাথর ঘাটার ধর্ষিতা সংখ্যালঘু কিশোরী ঢাকায়।—১৬-১০-২০০১।

(৬) মা-এর সামনে কলেজ পড়ুয়া সংখ্যালঘু কন্যাকে রাতভর ধর্ষণ।—ভোরের কাগজ, ১৬-১০-২০০১।

(৭) পাথর ঘাটায় ১০ সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা কিশোরী ধর্ষিতা।—ভোরের কাগজ, ১৮-১০-২০০১।

(৮) কেরানীগঞ্জের ৫ তরুণী মহিলার সম্ভ্রমহানি।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯-১০-২০০১।

(৯) নোয়াখালিতে সর্বত্র চলছে সংখ্যালঘু নির্যাতন।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯-১০-২০০১।

(১০) পাথরঘাটায় নির্যাতিত ১০ হিন্দু পরিবার, এক কিশোরী ধর্ষিতা।-ভোরের কাগজ, ১৯-১০-২০০১।

(১১) ইটনায় বিধবাকে ধর্ষণ।—সংবাদ, ৩-৪-২০০২।

(১২) মৌলভী বাজারে সংখ্যালঘু গৃহবধুকে ধর্ষণের পর জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঘর।—আজকের কাগজ, ৪-৪-২০০২।

(১৩) সান্তাহারে কলেজ ছাত্রীকে অপহরণের পর উদ্ধার, আবার অপহরণ।—প্রথম আলো, ৬-৪-২০০২।

(১৪) ভোলার সংখ্যালঘু গৃহবধুকে ধর্ষণ ও কুপিয়ে মালামাল লুঠ। সিরাজগঞ্জে অপহৃত হিন্দু কিশোরকে খতনা।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯-৪-২০০২।

(১৫) ফরিদপুরের সংখ্যাল ঘু কিশোরীকে অপহরণের চেষ্টা পথের কাঁটা সরাতে বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে হত্যা, গৃহবধুকে ধর্ষণ।—প্রথম আলো, ১২-৪-২০০২।

(১৬) মহাদেবপুরে গৃহবধুকে বিবস্ত্র ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগ,

পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি।—সংবাদ, ১৭-৪-২০০২।

(১৭) বেগমগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা লম্পট যুবক গ্রেপ্তার।—সংবাদ, ১৭-৪-২০০২

(১৮) কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু এক কলেজ ছাত্রীকে ৫ দিন আটক রেখে গণধর্ষণ।—আজকের কাগজ, ১৮-৪-২০০২।

(১৯) কলাপাড়ায় সংখ্যালঘু শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা নরপশুকে হাজতে প্রেরণ।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১-৪-২০০২।

(২০) কেরানীগঞ্জে সংখ্যালঘু গারমেন্ট কর্মীকে গণধর্ষণ।—আজকের কাগজ, ২৩-৪-২০০২।

(২১) ১০ দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহৃতা কিশোরী।—ভোরের কাগজ, ২৪-৪-২০০২।

(২২) বাঘমারায় ইস্কুলছাত্রী অপহরণ।— প্রথম আলো, ২৯-৪-২০০২।

(২৩) যশোরে মেয়েকে বিরক্তির প্রতিবাদ করায় ৭ সংখ্যালঘু নারী-পুরুষকে মারধর।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ১-৫-২০০২।

(২৪) পাবনায় সংখ্যালঘু এক পরিবার ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।—দৈ৪ জঃ কণ্ঠ, ৪-৫-২০০২।

(২৫) পুটিয়ায় আদিবাসী যুবতী ও লক্ষীপুরে কাজের মেয়ে ধর্ষিতা।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ৯-৫-২০০২।

(২৬) সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু গৃহবধু ধর্ষিতা।—সংবাদ, ৯-৫-২০০২।

(২৭) নওগাঁয় স্কুলছাত্রী এসিড দগ্ধ, নাম অণিতা রানী মোহন্ত।—ভোরের কাগজ, ১৪-৫-২০০২।

(২৮) গৌরনদী ও আজেল ঝাড়ায় ৩টি ধর্ষণ।—প্রথম আলো, ২২-৫-২০০২।

(২৯) পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ সংখ্যালঘু তরুণীর ইজ্জতের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১৯ হাজার ৫০০ টাকা।—

সংবাদ, ২৮-৫-২০০২।

(৩০) শেরপুর আদিবাসী যুবতীর শ্লীলতাহানি। ৫ দিন পরও মামলা হয়নি।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ৬-৬-২০০২।

(৩১) উল্লাপাড়ার স্কুলছাত্রী অপহরণের ৫ দিন পরও উদ্ধার হয়নি।—সংবাদ, ৭-৬-২০০২।

(৩২) অপহরণের দুমাস পরও উদ্ধার হয়নি স্কুলছাত্রী শিখা রানী।—আজকের কাগজ, ৮-৬-২০০২।

(৩৩) অভয় নগরের অপহৃতা প্রতাতী রানী উদ্ধার হয়নি, ভাইকেও অপহরণের হুমকি।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ৯-৬-২০০২।

(৩৪) গড়িয়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা।—আজকের কাগজ, ১৪-৬-২০০২।

(৩৫) সন্তানের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে মা আহত।—ভোরের কাগজ, ১৭-৬-২০০২।

(৩৬) ভৈরবে মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ ধর্ষকরা মায়ের সম্ভ্রম লুটেছে সন্তানের সামনে।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭-৬-২০০২।

(৩৭) গড়িয়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা।—সংবাদ, ১৮-৬-২০০২।

(৩৮) সন্তানের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে মা আহত।—১৭-৬-২০০২।

(৩৯) ভৈরবে মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ ধর্ষকরা মায়ের সম্ভ্রম লুটেছে সন্তানের সামনে।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭-৬-২০০২।

(৪০) গড়িয়ায় স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা।—সংবাদ, ১৮-৬-২০০২।

(৪১) মোহনগঞ্জে সংখ্যালঘু কলেজ ছাত্রী ধর্ষিতা।—সংবাদ, ২১-

৬-২০০২।

(৪২) ৭ দিনেও গঙ্গারানীকে উদ্ধার করা যায় নি। মধুপুরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক।—সংবাদ, ২১-৬-২০০২।

(৪৩) কক্সবাজারে সদ্য বিবাহিতা সংখ্যালঘু যুবতী অপহৃতা, দিনমজুর পিতাকে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের হুমকি।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ৬-৭-২০০২।

(৪৪) নওগাঁয় সংখ্যালঘু তরুণী অপহৃতা।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ৬-৭-২০০২।

(৪৫) বেগমগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের বিয়ে বাড়ীতে হামলা, মালামাল লুট মহিলাদের শ্লীলতাহানি।—ভোরের কাগজ, ৮-৭-২০০২।

(৪৬) তিনমাস আগে অপহৃতা জয়পুর হাটের দুই সংখ্যালঘু কিশোরীকে এখনো পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ১০-৭-২০০২।

(৪৭) সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাসীদের নির্দেশ হয় চাঁদা দাও অথবা মেয়ে দাও নতুবা জায়গা জমি লিখে দাও।—ভোরের কাগজ, ১২-৮-২০০২।

(৪৮) জয়পুর আদিবাসী স্কুল শিক্ষিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ। ময়মনসিংহ জামালপুরে ২ জনের শ্লীলতাহানি।—প্রথম আলো, ১২-৮-২০০২।

(৪৯) পাবনায় আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ।—প্রথম আলো, ১১-৮-২০০২।

(৫০) খালিয়াজুয়ীতে এক ব্যক্তিকে জবাই।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ২৪-৮-২০০২।

(৫১) শালিয়ায় অস্ত্রের মুখে দশম শ্রেণীর ছাত্রী তপতী মণ্ডলকে অপহরণ।—আজকের কাগজ, ২৬-৮-২০০২।

(৫২) মংলায় সাবেক ইউ. পি. সদস্যাকে গণধর্ষণ, নাম আকুলী রানী মিস্ত্রি(৪)।—আজকের কাগজ, ৩-৯-২০০২।

(৫৩) কাটিয়াদীতে এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করেছে দুবৃত্তরা, এসিড নিক্ষেপ।—সংবাদ, ৭-৯-২০০২।

(৫৪) নওগাঁয় সংখ্যালঘু গৃহবধুকে গভীর রাতে অপহরণ।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ৯-৯-২০০২।

(৫৫) তিনদিন পরও মুক্তাগাছার অপহৃতা স্কুল ছাত্রী সুমীর সন্ধান মেলেনি।—যুগান্তর, ৯-৯-২০০২।

(৫৬) লক্ষীপুরে সংখ্যালঘু দুই মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে পিতা গুলিবিদ্ধ।—সংবাদ, ১২-৯-২০০২।

(৫৭) নওগাঁওতে গৃহবধুকে ৪ দিন আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ।—ভোরের কাগজ, ১২-৯-২০০২।

(৫৮) নওগাঁওতে প্রতিবন্ধী মহিলাকে ধর্ষণ।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ১৪-৯-২০০২।

(৫৯) সোনাগাজীতে গণধর্ষণের শিকার সংখ্যালঘু পরিবারের দুই বোন।—আজকের কাগজ, ১৪-৯-২০০২।

(৬০) চর বিষ্ণুপুর গ্রামের ঘটনা, দুইজন গণধর্ষণের শিকার।—সংবাদ, ১৮-৯-২০০২।

(৬১) পাবনায় সংখ্যালঘু কিশোরী অপহরণ, ৬ দিনেও উদ্ধার হয়নি।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ২১-৯-২০০২।

(৬২) জমি নিয়ে বিরোধের জের গৃহবধু অঞ্জুরানী (৪৫) জিহ্বা কেটে নিয়েছে দুবৃত্তরা।—ভোরের কাগজ, ২৪-৯-২০০২।

(৬৩) কচুয়ায় আবারও গণধর্ষণের শিকার হলো সংখ্যালঘু পরিবারের গৃহবধু।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ২৮-৯-২০০২।

(৬৪) ঝিলাইদহের গ্রামে এক মহিলাকে রাতভর গণধর্ষণ।—যুগান্তর, ৮-১০-২০০২।

(৬৫) মাংলায় গৃহবধুকে ধর্ষণের পর দ্বিখণ্ডিত করে নদীতে নিক্ষেপ, লাস উদ্ধার।—আজকের কাগজ, ২০-১০-২০০২।

(৬৬) কুষ্টিয়ায় সংখ্যালঘু কিশোরীকে রাতভর ধর্ষণ।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ৩-১১-২০০২।

(৬৭) স্কুলছাত্রী সরস্বতী আড়াই মাসেও উদ্ধার হয়নি।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ২৩-১১-২০০২।

(৬৮) ফুলপুরে শিশু ধর্ষিতা থানা মামলা নেয়নি।—যুগান্তর, ২৪-১১-২০০২।

(৬৯) ৭ বছরের শিশু পদ্মাদেবী ত্রিপুরা ধর্ষণ ও হত্যা।—দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩-১-২০০৩।

(৭০) চাকুরীর লোভ দেখিয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রীকে গণধর্ষণ।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ২৭-২-২০০৩।

(৭১) শিক্ষকের বাড়ীতে হামলা স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ।—সংবাদ, ৯-৩-২০০৩।

(৭২) স্কুলছত্রীর অভিযোগ বিঃ এনঃ পিঃ কর্মী ও বি. ডি. আর সহ ৩ জন ধর্ষণ করেছে শুক্লাকে।—দৈঃ জঃ কণ্ঠ, ১১-৩-২০০৩।

(৭৩) ভোলায় ৯৮ শতাংশ হিন্দুনারী নির্বাচনের সময় ধর্ষিতা হয়েছে।

মানবাধিকার কর্মী রোজলিন কান্তার প্রতিবেদন।

(৭৪) ভৈরবে মন্দিরের সেবায়েত কালিপদ চক্রবর্তী (৩৫) খুন, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার।—দিনকাল, ২-৬-২০১০

(৭৫) দুইমাসেও থানায় রেকর্ড হয়নি সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েকে অপহরণ করে শারীরিক নির্যাতনের মামলা।—ডেসটিনি, ২৭-৮-২০০৯।

(৭৬) পলাসে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মূর্তি ভাঙ্গচুর, মহিলাসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত।—যুগান্তর, ২৭-৭২০০৯।

(৭৭) সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ী দখল করে নিল আওয়ামী লীগ নেতা, রাতের আঁধারে মন্দিরে আগুন।—দৈনিক.জনতা, ২-৩-২০১০।

(৭৮) যশোরে স্কুলছাত্রাকে ধর্ষণের ভিডিও, সিডি সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়ের ওই মেয়েকে গ্রামের মনিরার বাড়ীতে আটকে রেখে শুকুর নামে এক যুবক ধর্ষণ করে। আর ধর্ষণের এ দৃশ্য রফিকুল নামে এক যুবক ভিডিও করে। গত ১৪ এপ্রিল (২০১০) এ ঘটনা ঘটে। এরপর ভিডিও চিত্র সিডি করে তারা বাজারে ও মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে দেয়। কাউকে কিছু বললে মেরে ফেলা হবে বলে ওই স্কুল ছাত্রীকে অভিযুক্তরা হুমকি দেয়।— কালের কণ্ঠ, ১০-৬-২০১০।

(৭৯) বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু হিন্দুদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। লোহজংয়ে শ্মশানঘাটের কালীমূর্তি ভাংচুর।—ডেইলী যুগান্তর, ১৮-২-২০১০।

(৮০) মনিরামপুরে গৃহবধুকে ধর্ষণ করেছে পুলিশ।—মানব জমিন, ১৮-২-২০১০।

(৮১) চৌগাছায় শিশু ভ্যানচালককে জবাই করে হত্যা। নাম বিজয় রায় (১৩)।

(৮২) তুলসী রানী দাস (১২) অপহরণের সাত মাস পরও উদ্ধার করা হয়নি।—দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫-১১-২০০৯।

(৮৩) ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের তাণ্ডব, চারঘাটে সংখ্যালঘু পরিবারের ৫ জনকে কুপিয়ে জখম।—দৈনিক আমার দেশ, ২৬-৫-২০১০।

(৮৪) হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে বাড়ী নির্মান।—দৈনিক সংগ্রাম, ২৭-৪-২০১০।

(৮৫) নান্দাইলে এক ডিগ্রি পরীক্ষার্তিনী অপহৃত, নাম স্মৃতি রেখা গোস্বামী।—দৈনিক স্বজন, ১৪-৬-২০০৯।

(৮৬) ভৈরবে পৌর চেয়ারম্যানের নির্দেশে কালি-মন্দিরের সেবায়েতকে নির্যাতন।—দৈনিক দিনকাল, ৩-২-২০০২।

(৮৭) এখন ভগবান তাদের তুলে নিক। ৮০ বছরের বৃদ্ধা নির্মলাদেবী নিজ বাড়ীর ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললেন। আওয়ামী লীগের কর্মী রেজাউল করিমের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী তাঁর নাতিকে (প্রদীপ

কুমার) রামদা দিয়ে জখম করে।—প্রথম আলো, ৬-৩-২০১০।

(৮৮) আমার নাবালক পুত্র সন্তান পরেশ চন্দ্র সরকারকে (১৩) ধর্মান্তরিত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী করা হয়েছে। সন্ধানপূর্বক উদ্ধার করিয়া প্রকৃত অভিভাবক (পিতা কৃষ্ণচন্দ্র সরকার)-এর জিম্মায় প্রদান করার আবেদন।—ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, ঢাকা কে দরখাস্ত তারিখ ৩০-৩-২০০৯।

(৮৯) বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ঃ

Development Assistance for Backward Society-এর গবেষণা থেকে জানা যায় শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকাতেই প্রতিদিন এক হাজার একশত সত্তর জন অবিবাহিতা নারীর অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো হচ্ছে ৫০০ মেটারনিটি ক্লিনিকে। ওদের মধ্যে ৯ থেকে ১৭ বছর বয়সী মেয়ে রয়েছে ৮৭৪ জন। সমাজ সেবিকা মাখসুদা আখতারের বিবৃতি অনুসারে, মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রীদের শিক্ষিকা সেলাইয়ের কারখানায় বাড়ীর ছোট ছোট পরিচারিকাদের শিশু শ্রমিকদের এমনকী ছোট ছোট ছেলেরাও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিশু নিপীড়ন সম্মেলনে বাংলাদেশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। সে দেশের গ্রামগুলিতে বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব সাধারণ মুসলমানরা এটাকেই একটা বিনোদনের মধ্যে দিন কাটাবার সুযোগ পেয়েছে। এমনকী ঘরের ভেতর পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণের বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অন্য আত্মীয়দের কথা বাদ দিলেও এটাই একটা প্রধান সমস্যা। রহুল আমিন বাসেলের প্রবন্ধ, কালান্তর, ৯.১১.০৭।

(৯০) ভোলায় সংখ্যালঘু বিয়ে বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর, স্বর্ণালঙ্কার লুট।—দৈঃ জঃ কঃ, ১৩-৩-২০০৯।

(৯১) রাজারহাটে সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর সিমির ক্যাডারের তাণ্ডব।—সমকাল, ১-৩-২০০৯।

(৯২) সিরাজগঞ্জের এনয়েতপুরে জমি দখল নিতে পুলিশের উপস্থিতিতে ১৪টি পরিবারের ওপর বর্বর হামলা।—সমকাল, ১-৩-২০০৯।

(৯৩) বাগেরহাটে পুলিশ কর্মকর্তার বাড়ী থেকে বিশ্বজিত বিশ্বাস (২৮)-এর লাশ উদ্ধার।

(৯৪) সাভারে সন্ত্রাসীরা পুড়িয়ে দিলো বৃদ্ধ জয় ধরের ঘরবাড়ী, শিশুসহ ৮ জন আহত।—ডেসটিনি, ২৩-৩-২০০৯।

(৯৫) সিংড়ায় স্বর্ণের দোকানে ছাত্রলীগের হামল, লুট।—ইনকিলাব, ২৩-৩-২০০৯।

(৯৬) ফেনীতে সংখ্যালঘুকে পিটিয়ে আহত করে সম্পত্তি দখলের চেষ্টা।—যুগান্তর, ৯-৪-২০০৯।

(৯৭) ১৯ দিনেও খোঁজ মেলেনি স্কুলছাত্রী সুবর্ণার।—ডেসটিনি, ১৯-১-২০০৯।

(৯৮) খুলনায় চরণ বৈরাগী (৮) নামে শিশু অপহরণ, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপন দাবি।—দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭-১-২০০৯। দৈনিক পূর্বাঞ্চল ১৭-১-২০০৯।

(৯৯) লাঙ্গলবান্দে মন্দিরের ভেতর যুবকের ওপর হামলা, ভেঙে গেছে কালীমূর্তি।—সমকাল, ৭-৪-২০০৯।

(১০০) সাভারে ৩ হাজার আদিবাসীকে উচ্ছেদের চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাবেশ।—ডেসটিনি, ৭-৪-২০০৯।

(১০১) ১৯৯২ সালে অযোধ্যার বিতর্কিত ধাচ্যাটি ভাঙ্গার পর বাংলাদেশে ৩৫০০ মন্দির ভাঙ্গ হয়। ৪০০০০ হাজার হিন্দুবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১০০০০ হাজার বাড়ী লুট করা হয়। ৫০০০ হিন্দুনারী ধর্ষিতা ও ৯০০ হিন্দু যুবতী অপহৃতা হয়।—ভারত সরকারের 'র'-এর রিপোর্ট।—আঃ বাাঃ পঃ, ১৭-১ ১৯৯৩।

(১০২) মে, ২০০২ বাঁশখালিতে এক মাসে ৫০০ নারী ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিত

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার একটি লিগ্যাল এইড টিম সরেজমিন বাঁশখালি ঘুরে এসে নারী নির্যাতনের এক ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব। তাঁদের মতে বাঁশখালি এখন সংখ্যালঘু তরুণী, গৃহবধুদের জন্য এক বিপজ্জনক জনপদে পরিণত হয়েছে। সেখানের একটি গ্রামের ২৫০টি হিন্দু পরিবারের এখন ৫০ বছরের নীচে কোন মহিলাই নেই। পানগ্রামে ১৪ মে একরাতে ১৪ জন নারী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এই দিন তিন সন্তানের জননী ৬২ বছরের এক মহিলা দুর্বৃত্তকারীদের কাছে কাকুতিমিনতি করেও রেহাই পাননি। ৮ মে আদিত্য আশ্রমে ঢুকে সন্ত্রাসীরা নির্যাতন করেছে এক সেবিকা, তার মেয়ে সহ ৪ জনকে। এভাবে এক মাসে বাঁশখালির বিভিন্ন এলাকায় ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছেন ৫০০ নারী। দুর্বৃত্তরা ধর্ষণের পাশাপাশি হুমকি দিয়ে বলেছে, হিন্দুদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ দেশে কোন 'মালাউন' থাকতে পারবে না। পরিষদ নেত্রী নূরজাহান খান, রেখা চৌধুরী, শীলা মোমেন, নূরী আসমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সংবাদ সম্মেলনে ধর্ষিতা কয়েকজনের ছিন্নভিন্ন কাপড়চোপড় দেখানো হয়। (ভোরের কাগজ, ২৯শে মে ২০০২)

এবার বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পর ঢাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাপি হিন্দুদের উপর কি ধরণের অত্যাচার হয়েছিল তা তসলিমার মুখেই শুনুন। (বইয়ের নাম দ্বিখণ্ডিত প্রবন্ধ কবন্দের যুগ, পৃঃ ২৪৬)।

নব্বই সালে যেভাবে বাবরি মসজিদ ভেঙ্গেছে খবর রটিয়ে হামলা করা হয়েছিল, হিন্দুদের উপর এবারও তেমন হচ্ছে নাকি।

নব্বই-এর অক্টোবরে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়নি তখনই ইনকিলাব একটা ভুল খবরের জন্যে দেখেছি পুরানো ঢাকার কি করে হিন্দুদের বাড়ীগুলো, দোকানগুলো লুট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চিৎকার আর কান্নার শব্দ সারা রাত আগুন লকলক করে আকাশে উঠতে দেখেছি। পরদিন হাসপাতালে যাওয়ার পথে দেখেছি ভাঙ্গা পোড়া দালান-কোঠা। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শাঁখারী বাজার সূত্রাপুর, নবাবপুর নয়াবাজার, বাবু বাজার, ইসলামপুর ঠাঁটারী বাজার সদরঘাট ঘুরে ঘুরে অগুনতি পোড়া বাড়ীঘর, দোকানপাট, মন্দির দেখতে দেখতে

আমি হতবুদ্ধি হয়ে বলেছিলাম। ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। এ দেশের হিন্দুরা বাবরি মসজিদ কোথায়, মসজিদটি কেমন দেখতে তাও জানে না, কী করে ভাঙ্গবে তারা। সেই মসজিদ মিথ্যা খবরেই যদি এরকম কাণ্ড ঘটতে পারে তবে আজ সত্যি সত্যিই যখন হিন্দু মৌলবাদীরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে বাবরি মসজিদ কি হবে আজ।

৯-১২-২০০২

দুপুরের দিকে ডক্টরস ক্যান্টিনে চা খেতে গিয়ে শুনি, ইমারজেন্সিতে ক্যাজুয়েলিটির রোগীর ভিড় হচ্ছে খুব। দুটি ইমারজেন্সিতে মাথা ফাটা, পা কাটা, পিঠ ভাঙ্গা রোগীর ভিড় রুমে জায়গা হচ্ছে না, বারান্দায় রাখতে হচ্ছে। রোগীদের নাম বিশ্বনাথ, সুধীর, গোপাল, করুনা, পার্বতী, কারও গায়ে কুড়ুলের কোপ, কারও মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, কেউ মাথায় লাটি বা কিছুর আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কেউ গুলিবিদ্ধ, কারো মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে লাঠির চোটে। সন্ধে হতে থাকে ভিড় আরও বাড়ে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ২৪ ঘন্টা বন্ধ, পরদিন আটই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ ও ভাঙ্গচুর, আহত তিন শতাধিক, ২৫ জন বুলেট বিদ্ধ। ১০-১২-২০০২ হাসপাতালে বসেই খবর পাই চট্টগ্রামে ৭০০ (সাতশ) বাড়ী ভস্মীভূত। খবর পাই ভোলার অবস্থার, ভোলার হিন্দু এলাকাগুলো এখন ধ্বংসস্তুপ পরিণত হয়েছে! হাজার হাজার বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, দশ হাজার পরিবার গৃহহারা হয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে আছে। জেলার এম. পি. আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদবসে আছেন ঢাকায়। আমার মনে হতে থাকে বি. এন. পি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সুবিধার জন্য আওয়ামী লীগও চাইছে হিন্দুদের উপর নির্যাতন হোক। খবর পাই সিলেটে চৈতন্যদেবের বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে মৌলবাদীরা। চারশ বছরের পুরানো লাইব্রেরীটাও বোম থেকে রক্ষা পায় নি।

প্রসঙ্গ ক্রমে ১৯৬৫ সালের দাঙ্গায় রংপুর এর একটি ঘটনা পাঠকদের জানানো উচিৎ বলে মনে করছি। সে সময় সুনীল নামে এক ভদ্রলোক রংপুর

জেলে আটক ছিলেন রাজনৈতিক কারণে। কিছু মুসলমান দাঙ্গাকারীও সে সময় আটক হয়েছিল। ঘটনার বর্ণনা করেছেন সুনীলবাবু নিজে। তার থেকে শ্রী সিতাংশু রায় তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' নামক পুস্তকে বিবৃত করেছেন, "ঐ সময় রংপুর জেলে মুসলমান দুষ্কৃতিকারীদের যারা এসেছিল তার মধ্যে ৬০/৭০ জনের একটি দল ছিল। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছিল, মিঠা পুকুর থানা এলাকা থেকে। ঐ এলাকার একটি হিন্দু জেলেদের গ্রাম তারা হত্যা লুন্ঠন গৃহদাহ এবং নারী ধর্ষণ করে, বলতে গেলে প্রায় সব আর কি পুরো ভাবেই শেষ করে দিয়েছিল। গ্রামের সব পুরুষরাই নিহত হয়েছিল, নয়ত পালিয়ে গিয়েছিল। লুন্ঠিত এবং ভস্মীভূত হয়েছিল প্রতিটি বাড়ী। আর ধর্ষিত হয়েছিল ৬/৭ বছর বয়স থেকে ৬০/৭০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি নারী। ধর্ষণের চোটে কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে মারাও পড়েছিল। আর ঐ দলটিতে যাদের ধরে আনা হয়েছিল তাদের মধ্যেও ছিল ১২-১৩ বছর বয়স থেকে ৭০/৮০ বছর বয়স পর্যন্ত বালক বৃদ্ধ নির্বিচারেই।" সুনীলবাবু জেলে বসে ঐ সমস্ত লোকদের যে কথোনকথন হয়েছিল তার একাংশ, "শেষের দিকে যখন তারা মেয়েদেরকে মাঠের মধ্যে গণধর্ষণের আলোচনায় এসে পৌঁচেছে, তখন তো আর কথাই নেই। সব আনন্দে ফেটে পড়ছে। কে কিভাবে তখন কি করছিল, অঙ্গভঙ্গী করে তা দেখাতেই শুরু করে দিয়েছে। আর বারে বারেই বলতে শুরু করেছে, "জেলের থিকা ছাড়া পাইলেই এই কয় দিনের কামাই একদিনেই উসুল করুম। এ ব্যাপারে তাদের বাচ্চা বুড়োতে কোন তফাত নাই, সবাই সমান তালে একই ধরনের কথা বলে চলেছে। এরই মধ্যে একটা ছেলে বলে উঠলো, আরে আমি যে বাচ্চা চেংরিডারে লইছিলাম হেইডারে তো ফাইটা ফুইট গলগল কইরা রক্ত বাইর অইতে লাগছে, আর হেইডায় যে চীৎকার করতে লাগছে তৌ আমি হেইডারে ছাড়ি নাই। কাইল যে আমার মামু আইছিল, হ্যায় বইলা গেল ঐ চেংরিডা নাকি মরছে। ছেলেটির কথা শেষ হতে না হতেই বছর ৫০ বয়সের এক তাগড়া জোয়ান বলে উঠেছিল, হ ছাড়মু কেনে, আমি মইরা গেলেও ছাড়ি নাই, কাম শ্যাষ কইরা তবেই ছাড়ছি! আমি যারে মারলাম সেই ৭/৮ বছরের চেংরিডারে আগে লইছিল রহমানে, কিন্তু ফাইটা রক্ত বাইরহইতেই রহমান হরে ছাইর‍্যা দিছে। ছারার সংগে সংগে আমিও ধরছি। ধরতেই যে চিৎকার দিছে সেই

চিৎকার বন্ধ কইরবার জন্যইতো আমি ওর গলা টিপ্পা ধরছিলাম, যে জন্যই হালী মরলো। কিন্তু তবুও আমি কাম ছাড়ি নাই, মরার পরও চালাইছি, এই সময়েই একটা ছেলে বলে উঠেছিল, তুই না হালা মুনসী, কোরান পড়স. তুই এমন কাম করলি। উত্তরে ঐ লোকটি আবারও বলেছিল, হ কোরান পড়ি বইলাই তো জানি হিন্দুগুলোর এইভাবে মাইরা শেষ করবার কথাই কোরানে আছে।" (শ্রী সিতাংশু রায়, বিদ্রোহী পৃ-৮১-৮২)

কাফেরদের বাড়ীঘর, দোকান পাট আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া একটি আদর্শ সুন্না। তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু লুটপাট ও নারী অপহরণ ইসলাম সমর্থন করে কিনা বা হজরত মুহাম্মদ এর জীবনে পালন করেছেন কিনা তা দেখা যাক। যদিও মোজাম্মেল হক ও সাংবাদিক ফজলুল বারী এদের পাষণ্ড বলেছেন। এর কারণ ইসলাম ইদ-এর নামাজ এর পর যে খুদবা পাঠ করে মৌলবী মুফ্‌তীয়া "হে আল্লাহ, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের বেদসাতী ও মোসরেফদেরকে সর্বদা পদানত ও পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! যে বান্দা আপনার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন। তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন। কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন... হে আল্লা। আপনি তাঁকে সর্বদিক দিয়া সাহায্য করুন।... হে আল্লাহ, আপনি তাঁর তরবারি দ্বারা বিদ্রোহী মহাপাতকী অবাধ্যদের মস্তক ছেদন ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিন... হে আল্লাহ, আপনি ধ্বংস করুন কাফেরদের বেদায়াতী ও মোশরেকদের" (হরফ প্রকাশিত মুসলিম পঞ্জিক দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশের লেখক ও ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ বলেছেন—সত্যি শস্য নেই, শস্যের চেয়ে টুপি বেশী, ধর্মের আগাছা বেশী, ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদা তাল্লার বিশেষ দেশ, দেশময় অজস্র মসজিদ দেশটা কেমন মরা দেশ ——ইনশা আল্লাহ, বাংলাদেশে এখন ছোট বড় মিলিয়ে ৬০,০০০ বা তার বেশীই মসজিদ আছে। এইসব মসজিদের অধীনে লক্ষাধিক কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। যেগুলির একটা অংশ সরকারী অনুদানেই চলে। বাকীগুলি সৌদি আরবের পেট্রো ডলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । সারা বাংলাদেশেই এখন বিন

লাদেনের বক্তৃতার বুকলেট ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে গভীর রাতে ডি.ভি.ড়িতে লাদেনের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনতে লোক জড়ো করা হয়। একজন বাংলাভাই শেষ হলে কি হবে? আরও হাজার বাংলাভাই জেহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে একদিনেই চল্লিশটি স্থানে একই সময় জামায়েত-উল-মুজাহিদিন জঙ্গিরা মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। দিন দুপুরে প্রকাশ্য আদালতে সকলের সামনেই দুইজন বিচারপতিকে হত্যা করেছে। প্রতিবাদী লেখক বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজনের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে খুন করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহর আইন ছাড়া দেশে মানুষের তৈরী কোন আইন চলতে পারে না। কাজেই তালিবানি মোল্লাতন্ত্রই সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। সুত্রঃ ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের হাত থেকে ইজ্জত রক্ষাকল্পে অসংখ্য হিন্দু ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে বাংলাদেশের জনৈক অধ্যাপকের একটি প্রবন্ধ থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, লেখাটি ছাপা হয়েছে পরিকথা অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০০৫ সালে।

"আমাদের গ্রামের জমিদার ও বাবার বন্ধু হরিশচন্দ্র গুহ কয়েকদিন আগে দড়াটানার ওপারে বাসাবাড়ির মাওলানা সাহেবকে আনিয়ে গেন্দাটা পাড়াসহ সপরিবারে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন এবং সমস্ত পুরুষ একযোগে খৎনা (যৌনাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ) দিয়েছেন। গ্রামে সমস্ত নয়া মুসলমান চাঁদা তুলে গরু মেরে গণভোজ দিচ্ছে। স্থান কামারডাঙ্গা, সহযোগিতায় গ্রামের রাজাকার দলভূক্ত তরুণ মুসলমান যুব সমাজের নেতৃত্বে মাওলানা হুজুরের দল। হিন্দুরা যে পুরুষাঙ্গের মাথা কেটে খাৎনা দিয়ে কলমা পড়ে খাঁটি মুসলমান হয়েছে, আর কোথাও কোনো ফাঁক নেই সেটা প্রমাণ করার জন্য এই প্রকাশ্য প্রাথমিক অনুষ্ঠান। গর্ত খুঁড়ে ইট পাতিয়ে বিশাল ডেগ বসানো হয়েছে, নিচেয় গনগনে আগুন, ডেগের মধ্যে লম্বা খুন্তি দিয়ে মাংস ওলটপালট করছে টুপি মাথায় বাবুর্চি, প্রফুল্ল নাপিত, বংকা, জগা পাটনী, শরদিন্দু দেবনাথ, শুভ্রাংশু দেবনাথ, শিশির দেবনাথ মিস্ত্রিরেরা সবাই টুপি মাথায় লুঙ্গি পরে হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখে লুঙ্গির খুট বাম হাতে

উঁচু করে তুলে ধরে ডান হাতে সালামের মুদ্রা এঁকে খুড়িয়ে খুড়িয়ে কষ্টের দেঁতো হাসি হেসে অপ্যায়ন করতে এগিয়ে আসে। ঘা এখনো টাটকা রয়ে গেছে, শুকিয়ে যায়নি"। প্রবন্ধটির নাম 'একটি অমানবিক উৎসব।'

এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ঢাকার নিকটবর্তী যে সব গ্রামে আমরা সভাসমিতি করতে গেছি, হিন্দুদের বিশাল বিশাল দোতালা তিনতলা বাড়ী যার বারান্দায় বসে আমরা কৈ-মাছ ফুলকপির ঝোলভাত খেয়েছি সেইসব বাড়ীর বাসীন্দাদের বংশধররা অনেকেই এখন মুসলমান হয়ে বসে আছে। শুধু মুসলমান হলেই হবে না বাড়ীর মেয়েদেরকে সে নাবালিকা হলেও মুসলমানদের সাথে বিয়ে দিতে হবে। কারো নাম হয়তো ছিল সুধীর কুমার মজুমদার, তিনি হয়েছেন সিরাজউদ্দিন মজুমদার। এই নব্য ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এ্যাড্‌ভোকেট ইত্যাদিও আছেন। অনেক হিন্দু যুবকরা মুসলমান সহপাঠী মেয়েদের প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়ে তাদেরকে বিয়ে করছে এবং ঐসব মুসলমান বউ নিয়ে নিজের বাড়ীতে উঠে বোনদেরকে মুসলমানদের সাথে বিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে নানা ছলে বলে কৌশলে হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হচ্ছে। আগামী ২৫/৩০ বৎসরের মধ্যে ওদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২ বা ৩ শতাংশ নেমে এলে অশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে প্রায় ১ কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়। স্বাধীনতার পর তারা দেশে ফিরে গেলে ভারত সরকার তাদের ঘর নির্মাণের জন্য টন টন করুগেটেড সীট এবং বাড়ি তৈরী সরঞ্জাম প্রেরণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের হিন্দুরা তাদের ঘর তৈরীর কোনো সামগ্রী পাননি, বরং যে সব রাজাকাররা বাড়ীঘর লুঠ করেছে, মানুষ হত্যা করেছে তারাই পেয়েছে ঐসব জিনিসপত্র। হিন্দুরা দেশে ফিরে গিয়ে দেখেছে তাদের গরু বাছুর মুসলমানদের ঘরে রয়েছে। তাদের জায়গাজমি মুসলমানদের দখলে। হিন্দুদের ঘর ভেঙে নিয়ে মুসলমানরা তাদের জায়গায় ঘর তুলেছে। আমি এই প্রকার হিন্দুদেব ঘরশূন্য ভিটার ফটো তুলে এনেছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপ্রান্তে পাক সেনারা পোড়ামাটী নীতি অবলম্বন করলো। সমস্ত স্কুল, কলেজ, পুল, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। বেছে বেছে সমস্ত বুদ্ধিজীবিদেরকে হত্যা করা হলো। সেনাদের অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় এক কোটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ভারতে আশ্রয় নেয়। ঝর্না নামে একটি হিন্দু মেয়ে আফসানা চৌধুরী নামে এক মুসলমান ভদ্রমহিলার বাড়ীতে কাজ করতো। অত্যাচারের সময় ঝর্না তার গ্রামের বাড়ীতে ছিল। জনৈক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করে কি হয়েছিল আপনাদের গ্রামে? সে সব বলে আর কি হবে? আপনার আপত্তি থাকলে আমি পীড়াপীড়ি করবো না। কিসের আপত্তি। তাহলে বলুন। কি বলবো, আমরা যারা নৌকায় ভোট দিয়েছিলাম তাদের উপর নির্যাতন করেছে। আমার উপর কোন নির্যাতন করতে পারেনি। আমি ধানের গোলার পেছনে পালিয়েছিলাম। সেখানে পালিয়ে থেকে আপনি কি দেখেছেন?

পুরুষের শক্তি কতক্ষণ থাকে। যখন শক্তিতে আর কুলায়নি হাতে করে যে বাঁশের ফালি এনেছিল তা ঢুকিয়ে দিয়েছে গোপন জায়গায়। মেয়েগুলি চিৎকার করে উঠতো। আর ওরা উচ্চ শব্দ করে হাসতো, উল্লাস করতো, মেয়েগুলি অজ্ঞান হয়ে পড়লে ওরা চলে যায়। কারা করেছিল এ কাজ আপনি তাদের চিনতেন? চিনবো না কেন? হাসেম। কফিল, মামুদ, ইমরান ওরাই পঁচিশ ত্রিশজন মিলে করেছে। মেয়েগুলিও কি মুসলিম পরিবারের? না সব আমাদের সম্প্রদায়ের হিন্দু। যাদের বাঁশের ফালি ঢুকিয়েছিল ওদের অপারেশন করে বাঁশের ফলা বের করেছে হাসপাতালে নিয়ে। সবারটা পুরোপুরি বার করতে পারেনি। ঘা হয়ে পেকে গিয়েছে কারো কারো। এরপর কি হয়েছে আমি বলতে পারবো না। পেকে যাওয়ার কথা শুনেছি।

পঙ্গু হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে রাজসাহীর বামা থানার আড়ানী গ্রামের কুড়ি বছরের নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ। আড়ানীর ঘোষপাড়ায় নারায়ণদের বাড়ি। গভীর রাতে এ পাড়ায় হামলা করে আটজন সন্ত্রাসী, নির্বচনের আগে যারা ধানের শীষে ভোট চাইতে এসেছিল। এই আটজন শিপ্রারানী ঘোষের ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙ্গে, ঘরে বিধবা শিপ্রারানী এবং তার সতর বছরের মেয়ে

রেখা ছাড়া কেউ ছিলনা। সন্ত্রাসীরা ঘরে ঢুকেই রেখার উপর উপর ঝাপিয়ে পড়তে চাইলে চিৎকার করে মাকে জড়িয়ে ধরে। শিপ্রা আটজনের মধ্যে যে নেতা তার পা জড়িয়ে ধরে বলে তোমরা আটজন মিলে আমার মেয়েকে "করলে" রেখা বাঁচবে না। তোমরা দুজনে করো। তোমরা একজন করে আস। ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন শিপ্রারানী ঘোষ নিজে। হাসপাতালে শয্যাশায়ী তার ভাই নারায়ণ চন্দ্র ঘোষের পাশে বসে। তার ভাই-এর বাড়ী আড়ানীর ঘোষপাড়াতেই, নারায়ণের উপর হামলা করলে সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু দর্পনা সিনেমা হলের সামনে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে ধরে ফেলে। সেখানেই নারায়ণের পায়ের রগ কেটে দেয় জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীরা।

ভারতের অকৃপণ সহযোগিতা না পেলে পূর্ব পাকিস্তান বাঙ্গালী মুসলমানদের কবরখানায় পরিণত হতো। আজ বিচার করার দিন এসেছে। পৃথিবীতে যদি অকৃতজ্ঞ বলে কোন জাতি থাকে তবে বাংলাদেশী মৌলবাদী মুসলমানরা তার সেরা নিদর্শন। ৪.৫ লক্ষ নারী ধর্ষণকারী ৩০ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হত্যাকারী পাকিস্তান আজ বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলমানদের সব চাইতে বড় দোস্ত। যে ভারতের ১৮ হাজার সৈনিক যাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তারা আজ অকৃতজ্ঞ বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় শত্রু। পাক সেনা নায়ক তথা স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মুসারেফ আজ বেগম খালেদা জিয়ার প্রাণের দোস্ত। বাংলাদেশ আজ ভারত বিরোধী সমস্ত উগ্রপন্থীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞ জাতির যদি একটা লিস্ট তৈরী করা যায় তবে বাংলাদেশের নাম এক নম্বরে স্থান পাবে। ওদের স্বাধীনতা দিবসে একবারও ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ত প্রকাশ করেইনা বরং ভারত বিরোধী জিগির তুলে ওখানকার হিন্দুদেরকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করছে। পাক সেনাদের হিংস্রতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নরহত্যা , নারী ধর্ষণ ও শিশু হত্যা বিশ্ব ইতিহাসে একটা নজির হয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাৎসিরাও এদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে লজ্জিত হবে। এই বর্বোরোচিত অত্যাচারের পাক সেনাদের দোসর ছিল আমেরিকা এবং কম্যুনিষ্ট চীন, চীন ঐ সময় টন টন মারণাস্ত্র সরবরাহ করে পাক সেনাদের সাহায্য

করে, আর তাদের সমর্থক ছিল ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা। ঐ সময়ে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর পাকসেনাদের সাহায্য করার জন্য বঙ্গোপসাগরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রথম থেকেই অঘোষিত যুদ্ধ চলার পর ১৯৭১-এর ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে জনসভা চলাকালে ইন্দিরা গান্ধী খবর পেলেন যে পাকিস্তান ভারত আক্রমন করেছে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ৮টি শহরে পাকিস্তান গোলাবর্ষণ আরম্ভ করেছে, ফলে যুদ্ধ শুরু। দিল্লী ফিরেই ইন্দিরা জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিলেন। মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে (৩ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর) নারীধর্ষণকারী পাক সেনারা পর্যুদস্ত হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর নায়ক নিয়াজী বাধ্য হলেন বীর ভারতীয় সেনা নায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

আমার নিকট যে হিসাব আছে তাতে স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে সেনা কর্মী এবং শান্তির সময়েও বি.এস.এফ, আধা সামরিক বাহিনী পুলিশ কর্মী সমেত প্রায় একলক্ষ যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। তাতে দুই লক্ষ পিতা মাতা হারিয়েছেন তাদের প্রাণাধিক পুত্রকে, প্রায় একলক্ষ যুবতী হারিয়েছে তাদের স্বামীকে। গড়পড়তা প্রত্যেকের দুটো সন্তান ধরলে প্রায় দুই লক্ষ শিশু হারিয়েছে তাদের রক্ষক প্রতিপালক স্নেহময় পিতাকে। এদের মনের যে ক্ষোভ বেদনা তাই প্রতিফলিত হয়েছে বাঁকুড়ার এক অজ পাড়াগাঁয়ের এক গৃহবধু নমীতা সিংহ মহাপাত্রের রোদনের মাধ্যমে। মুসলমানদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামীর কবরে দুর্বাঘাস জন্মাবার পূর্বেই হয় দেবর না হয় চাচাত মামাত খালাত ফুফাত ভাই কেউ তাদেরকে নিকাহ করে নেয়। দুই একটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি— কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলার সময়ে জনৈক মুসলমান পুলিশ কর্মী উগ্রপন্থীদের গুলিতে নিহত হয়। এ ঘটনার প্রায় এক মাসের মধ্যেই উক্ত নিহত পুলিশ কর্মীর ভাই ভাবীকে (বৌদি) নিকাহ করে সর্বাগ্রে পুলিশের চাকরিতে যোগ দেন। কাশ্মীরে জনৈক মুসলমান সেনা কর্মীকে সেনাবাহিনী নিখোঁজ ঘোষণা করে। তার মাস খানেকের মধ্যে উক্ত নিখোঁজ সেনাকর্মীর স্ত্রী অন্য এক মিঞা সাহেবকে নিকাহ করে নেয়। কিছুদিন পরে ঐ নিখোঁজ সেনা কর্মী পাক বন্দীশালা থেকে ফিরে এলে দুই মিঞার লড়াই শুরু হয়— বউ-এর অধিকার নিয়ে। বড় বড় মাওলানা

মৌলবীরা বৌ-এর অধিকার নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করায় শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে তা জানা জায়নি।

প্রতি বৎসর ৩০ শে এপ্রিল একটা প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে স্বামীর ফটো সহ একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

"সুশান্ত কুমার সিন্‌হা মহাপাত্র সি. আর. পি. এফ. কর্মী, জন্ম ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪ মঙ্গলবার, বিবাহ ১৫ই আষাঢ় ১৪০৫, প্রয়াণ ১৬ই বৈশাখ ১৪০৮ রবিবার। প্রাননাথ,—তুমি আজ কত দূরে? জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে, এ কার বাণী গো? আজ সেই দিন তুমি ভারত মাতার সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিলে। নিষ্ঠুর উগ্রবাদীরা তোমাকে এবং তোমার সহকর্মীদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিল গো। একি আমার ভাগ্যে লেখা ছিল গো, শ্রী? কতযুগ দেখিনি, কতকাল চিঠি পাইনি বলো তো? একদিন তোমার চিঠি যদি না পেতাম তাহলে যে কি কষ্ট হতো—তা কি তুমি বুঝতে পার না গো? তোমাকে এভাবে হারানোর ব্যথা সহ্য করতে না পেরে মাত্র আট মাসের মধ্যেও বাবাও তোমার কাছে চলে গেছেন। জানো শ্রী—তোমার বাবুসোনা তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে বাবা করে গো, আর আমাকে কত প্রশ্ন করে। আমি কি বলি জানো গো—বাবু, তোমার বাবা চাকরি করতে গেছেন, পয়সা আনতে গেছেন, তুমি তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাও বাবা। তোমাকে ডাক্তার হতে হবে মস্ত বড়ো। অনেক কিছু লিখতে বলতে ইচ্ছে করে গো। কিন্তু কোন ঠিকানায় গেলে তোমাকে পাবো তা যে আমি জানি না গো, তুমি তাড়াতাড়ি এসে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও গো। আর তোমার বাবুসোনাকে আশীর্বাদ করো যেন দীর্ঘায়ু হয়। আর তোমার সব স্বপ্ন সত্যি করতে পারে। তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে এসে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও গো, তোমার আত্মার শান্তি কামনায় শোকাহত।

স্ত্রী তোমার রানী (নমিতা), পুত্র বাবুসোনা জনার্দ্দন, মা, শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী বনুবান্ধব ও তোমার ছাত্র-ছাত্রীগণ।

বিজ্ঞাপনটা বারবার পড়লাম অন্তরদৃষ্টি দিয়ে ভদ্রমহিলার দুঃখ এবং বেদনা

হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম। তার পর ভদ্রমহিলাকে শাস্তনা দেওয়ার জন্য একটা পত্র লিখলাম—কি সান্ত্বনা আমি দেব? যার হৃদয় রাবণের চিতার মত দাউ দাউ করে জলছে সেই আগুন কি নিববে আমার এক শান্তনা পত্রে? চিঠিটা পোস্ট করলাম না ছিঁড়ে ফেললাম, এভাবে কিছুদিন পরপরই একটা করে চিঠি লিখি তার পোস্ট না করে ছিঁড়ে ফেলি। শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে ৭-১০-০২ অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের ৫ মাস ৭ দিন পর একটা পত্র লিখে পোস্ট করে দিলাম। কয়েকদিন পর থেকে রোজই ডাক দেখি যদি কোন উত্তর আসে। হঠাৎই ২রা নভেম্বর ০২ আমার চির আকাঙ্ক্ষিত পত্রে উত্তর এলো, সঙ্গে ভদ্রমহিলার ছেলের একটা ফটো। আমার সংগ্রহশালায় বহু স্বনামধন্য লোকের চিঠিপত্র আছে, এমনকি আমেরিকার ১৬শ তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকণ-এর হাতে লেখা একটা আদেশও জরাজীর্ণ অবস্থায় আমার কাছে আছে। কিন্তু সুশান্ত কুমার সিন্‌হা মহাপাত্র-এর স্ত্রী শ্রীমতী নমিতা দেবীর পত্রটা আমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, অতবড় চিঠি আমার জীবনে নিজেও পাইনি অন্য কেউ পেয়েছে কিনা আমার জানা নেই। চিঠিটাতে মোট শব্দের সংখ্যা ১৯৬০, এখানে পত্রটার সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

শ্রদ্ধেয় বাবু পত্রে আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম নিবেন। আমার প্রানের ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছিলাম তা পড়ে আপনি আমাকে যে পত্র লিখেছেন তা পড়ার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই বাবু। পিওন এসে বল্লো—আপনার চিঠি আছে, আমি চুপচাপ বললাম আপনি খুলুন, পিয়ন খুলতে চাইছিল না কিন্তু আমার অবস্থা দেখে খুললো এবং পড়েও শোনাল। আমার প্রাননাথের চিঠি ছাড়া কোন চিঠি আমার ভালো লাগে না বাবু, মনে হলো আমার দেবতা বুঝি কোন হসপিটালে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। চিঠি লিখতে পারছেন না, তাই কোন বন্ধু লিখছেন তোমার দেবতা ভালো আছেন। বাবুগো আজও আমার বিশ্বাস হয় না এ সত্যি ঘটনা। এক সেকেণ্ডের জন্য মনে হয় আমার প্রাণের ঠাকুর ভালো আছেন। আমার চিঠি আসবে। আর দিন কয়েক পরেই গ্রুপ সেন্টারে বদলি হয়ে আমাকে কাছে নিয়ে যাবেন। আমি যে ঐ অপেক্ষায় দিন গুনছি বাবু, একটা ঘন্টা নয় একটা যুগ যাচ্ছে। আমার ব্যথা কষ্ট দুঃখ যদি সত্যি আপনি অন্তর

দিয়ে অনুভব করতে পারছেন তাহলে পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন আমার দেবতার ধর্ম আমাদের বাবুসোনাকে দীর্ঘজীবি করেন। আর আমাকে যেন খুব তাহাতাড়ি নিতে আসেন। দেবতার শ্রী চরণেই আমার শান্তি বাবু। পরাধীন ভারতে অনেক তরুণের জীবন অকালে ঝরে গেছে। আজ স্বাধীন ভারতেও সেই একই অবস্থা শ্রী ভগবান কি এদের এই করতে পাঠিয়েছেন বাবু? এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল শ্রীনগর শহর থেকে অনেক দূরে ঠিক কারগিলের কাছেই, গ্রাম মালপোরা জেলা বুডগাম। আমার দেবতার কফিনের সাথে আরও দুজনের কফিন সাজানো ছিল বাবু, ছবিতে দেখেছি। মাত্র এক মাসের জন্য ওই দুর্গম জায়গায় পোস্টিং হয়েছিল বাবু। কিন্তু ভগবান বাঁচতে দেন নি। কৃষ্ণভক্তকে শ্রীভগবান চুরি করে নিলেন। আর আমি পড়ে রইলাম এই বিষাক্ত পৃথিবীতে। ২৬ দিন অনেক করে নিরাপদে ছিলেন ২৪ ঘন্টা ডিউটি করতে হত। বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। বাবু আপনি ভাল থাকুন। শ্রী ভগবান আপনাকে ভালো রাখুন—অনেক কিছু পাগলের মতো জানিয়ে ফেললাম বলে যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন বাবু। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম আপনাকে।

ইতি—আপনার মেয়ে নমিতা।

(এই চিঠি পাওয়ার পর নমীতা দেবীর সাথে আমার পিতা ও কন্যার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মন খারাপ হলে আমাদের উভয়ের মধ্যে খবরাখবর আদান-প্রদান হয়।)

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত কিছু সংবাদ পড়েছেন। এবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের কিছু সংবাদ পড়ুন—

(১) গৃহবধূকে গণধর্ষণ করে খুন, গৃহবধূর নাম তনুশ্রী মণ্ডল (১৭) গণধোলাইয়ে মৃত বাবু শেখ (২৪) ঘটনাটি ঘটে মালদার সাহাপুর এলাকায়। তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে ৩-১-০৮ রাত্রে একদল দুষ্কৃতি ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৫-২-০৮।

(২) ৮ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে একবালপুর থানা এলাকায় ৫৫ বছরের মঃ মুমতাজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৫-৩-০৮।

(৩) ইলোমপুর থানার ক্ষুদিরামপুর গ্রামের মঃ ইসলাম তার ১০বছরের মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। মা রুকসানা বিবির অভিযোগের ভিত্তিতে ৮-৯-০৮ গ্রেপ্তার হন ইসলাম। ইসলামপুর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে মেয়েটির। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১০-৯-০৮।

(৪) ঝাড়ফুকের নাম করে'এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে মোস্তাক আলি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফলাকাটার হরিরামপুর গ্রাম থেকে পুলিশ। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১২-৩০০৮।

(৫) প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী রিনা খাতুনকে (৮) ধর্ষণ ও খুন করে পালাল জামাইবাবু জাহির শেখ। ঘটনাটি কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার নদের মাঠে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৪-৩-০৮।

(৬) বন্যার ঘর বাড়ী হারানো ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া ৭ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অপরাধে শেখ মোবারককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্য অভিযুক্ত শেখ সুরজ পলাতক। আঃ বাঃ পঃ ৮-৭-০৮।

(৭) প্রজাপতি ধরে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতিবেশী এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানা মঃ ওয়াশিম খানকে গ্রেপ্তার করেছে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৬-৮-০৮।

(৮) বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক মঃ ইসরাত আলি মোল্লা এক এম. এ ক্লাসের মুসলমান ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ফলে ঐ ছাত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। তার বয়স এখন ১ ১/২ বছর। ঐ ছাত্রীকে তার পূর্বতন স্বামী তালাক দিয়ে দেয়। ছাত্রীর বাড়ী হাড়োয়ায় । তার বিরুদ্ধে থানায় ডাইরী করা হয়েছে। আঃ বাঃ পঃ ৩০-৮-০৮।

(৯) সাগরদিঘী থানার দুগোর গ্রামের মেরিনা খাতুন (১৪)কে ধর্ষণ করে মঃ সফিকুল। ধর্ষণকারীকে চিনে ফেলায় হেঁসো দিয়ে নৃসংশভাবে খুন করা হয়। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১৫-৯-০৮।

(১০) ধর্ষণের অপরাধে সাংবাদিক ধৃত। চাকরি দেবার নাম করে এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অপরাধে সৈয়দ নিসার মেহেদি আবদি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। তার সহযোগী ধর্ষক মঃ সইফুল আলামকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ঐ মহিলা ভবানীপুরের ৯ দেবেন্দ্রনাথ রোডের বাসিন্দা। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১২-৯-০৯।

(১১) ডাকাতি করতে এসে মা বাবার সামনেই ১৩ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে চার দুষ্কৃতি। ২০০৫-এর ২৪শে জুলাই সল্টলেকের জি সি ব্লকে। চার বছর পর সেই ঘটনায় জড়িত খইরুল মোল্লা, হাসান লস্কর, জিয়াউল লস্কর ও রবিউল লস্কর নামে চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বারাসত আদালত।

(১২) মধ্য কলিকাতার কলিন স্ট্রীটের ৮ ও ১১ বছরের দুই ফুটপাথবাসী বালিকাকে বার বার ধর্ষণের দায়ে ৩০শে নভেম্বর মঃ রসিদ নামে ৪৫ বছরের এক ব্যক্তিকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। রসিদ বিবাহিত, প্রত্যেকবার ধর্ষণের পর ঐ দুই বালিকাকে টাকা দিত রসিদ। আঃ বাঃ পঃ ১-১২-০৯।

(১৩) খাবারের লোভ দেখিয়ে নারকেলডাঙ্গার এক মুক ও বধির বালিকাকে ধর্ষণের ঘটনার দায়ে মঃ মহিউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে ৩০শে নভেম্বর ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন শিয়ালদহ আদালত। আঃ বাঃ পঃ ১-১২-০৯।

(১৪) মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়-এর দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগে মঃ মিয়ারুল শেখ ও তার বাবা কাজিমুদ্দিন শেখকে খুঁজছে পুলিশ। দৈঃ স্টেটসম্যানঃ ১৬-১১-০৯।

(১৬) এক ছাত্রীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী আমিরুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে এক ছাত্রী। আমিরুল যে বিবাহিত তা সে পূর্বে জানায়নি। আমিরুল সি. পি. এম

কর্মী। একাধিকবার ধর্ষণ করে সে হুমকী দেয় বেশী বড়াবাড়ি করলে গঙ্গায় লাস ফেলে দেবে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২১-১১-০৯।

(১৬) স্কুল শেষে দশম শ্রেণীর ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন অবস্থায় ধরা পড়ল বাজিতপুর হাই স্কুলের শিক্ষক লুৎফর রহমান। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১৫-৯-০৯।

(১৭) ধর্ষণের মামলায় দুই আসামী চাওর মোল্লা ও সামসুদ্দিন গায়েনকে ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আদালত। বানতলায় চর্ম নগরীতে এক বিবাহিত মহিলাকে ৩-৮-২০০৫ সালে মাঝরাতে ঘরের চাল ভেঙ্গে ঢুকে ৩২ বছরের মহিলার হাত পা বেঁধে ধর্ষণ করে দুষ্কৃতিরা। সকালে বাপের বাড়ী গিয়ে মাকে সব জানান এবং বাড়ী ফিরে মহিলা আত্মহত্যা করেন। আঃ বাঃ পঃ ৩০-৪-০৯।

(১৮) হাঁসখালিতে জাহানারা বেগম গত ১৪-৩-০৯ মাঠে ছাগল চরাতে গেলে মঃ শাজাহান তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে মাঠের মধ্যে শুইয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ শাজাহানকে গ্রেপ্তার করেছে। আঃ বাঃ পঃ ৩০-৪-০৯।

(১৯) নিজের পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে মুর্শিদাবাদে মঃ মুক্তার শেখকে গ্রেপ্তার করে। সাগরদিঘী থানার পুলিশ। সদ্য বিবাহিত স্বামী সেলিম শেখ রাজমিস্ত্রির কাজে বাইরে গেলে সেই সুযোগে মুক্তার পুত্রবধূকে ধর্ষণ করে। আঃ বাঃ পঃ ৯-১২-০৯।

(২০) ১৪-৮-০৯ বম্বেতে সুধীর মুচির স্ত্রী ধর্ষিতা হয় ফিরোজ আনসারি নামে এক দুষ্কৃতি দ্বারা। ধর্ষণের পর ফিরোজের হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পরপর তিনবার ছুরি চালিয়ে দেয় ফিরোজের গলায়। এতে ধর্ষকের মৃত্যু হয়। এখন প্রাণের ভয়ে জেলে যেতে চায় ধর্ষিতা। আঃ বাঃ পঃ ২৪-৮-০৯।

(২১) মুম্বাই-এ বিশ্ব সামাজিক মঞ্চে যোগ দিতে এসে এক বিদেশী মহিলা প্রতিনিধি হোটেলে ধর্ষিতা হন। অভিযুক্ত ৫৩ বছরের সিরাজউদ্দীন ইব্রাহিম। আঃ বাঃ পঃ ২০-১-০৪।

(২২) জ্যোৎস্নারা বেগম শ্বশুর দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে তালাক পেয়ে এখন বাপের বাড়ীতে। নগাঁও জেলার বিং থানার তার ৫৫ বছরের শ্বশুর মাইনুদ্দিন

১৯ বছরের জ্যোৎস্নারাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করেন। মাদ্রাসার মুফতি আবুল মান্নান জ্যোৎস্নারার স্বামী এমরানকে ডেকে বলে দিয়েছেন জ্যোৎস্নারা হারাম হয়ে গেছে। এখন স্বামী স্ত্রী আর একসঙ্গে থাকতে পারবে না। আঃ বঃ পঃ ৯-৭-০৬।

(২৩) মুর্শিদাবাদের কানুখালী গ্রামের পিঙ্কি খাতুন (১৭), ১৭-৭-০৮ ধর্ষিতা হন তার শ্বশুরের হাতে, তার চিৎকার শুনে স্বামী ইকবাল আমেদ ও শ্বাশুড়ী বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। আদালতে দাঁড়িয়ে পিঙ্কি জানান স্বামী এখন তাকে অস্বীকার করছে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১৯-১১-০৮।

(২৪) ময়দানে বছর পঞ্চাশের এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে মহসিন মুর্শেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, তার সাথে আরো দুজন ধর্ষক ছিল, তবে মুর্শেদ তাদেরকে চেনেনা। আঃ বাঃ পঃ ৩০-১০-০৯।

(২৫) বহরমপুরে সখি খাতুন (১২) নামে পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করে খুন করে অভিযুক্ত বাদশা শেখ (১৪) এবং চাঁদ মহম্মদ। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৩-২-০৯।

(২৬) নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে বিনপুর থানার সিংপুর গ্রামের মঃ আলীকে ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং ৩২০০০ টাকা জরিমানা করেন বিচারক। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১২-৯-০৮।

(২৭) মালদার ইংরেজ বাজার থানার এক গ্রামের গেদু শেখ-এর ১০ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন মালদা আদালত। বাড়ীর লোকের অনুপস্থিতিতে পুত্রবধু আনোয়ারা বিবিকে ধর্ষণ করে গেদু শেখ। আঃ বাঃ পঃ ৪-১০-০৭।

(২৮) সুবিচার না পেলে আত্মহত্যার হুমকি ধর্ষিতা দুই পাক কিশোরীর। হাসিনার ১৬ বৎসর, সুনেরার ১৪ বৎসর, বাবা মা-এর চোখের সামনে ৫ দুষ্কৃতি তাদের গণধর্ষণ করেছে। পাকিস্তানে প্রচলিত আইনে কমপক্ষে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী জোগাড় করতে হবে, না পারলে ব্যভিচারের দায়ে তাদেরকে জেলে যেতে হবে। এমন কি পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হতে পারে তাদেরকে। ধর্ষণের অভিযোগ করে তা প্রমাণ করতে না পেরে ব্যভিচারের দায়ে পাকিস্তানের নানা জেলে বন্দী রয়েছে অন্তত ৬ হাজার মহিলা। পাকিস্তান আইন প্রণেতাদের সাফ কথা ইসলমিক দেশে ইসলামিক আইন স্বাভাবিক। আঃ বাঃ পঃ ১১-৭-০৬।

(২৯) খালেদা জিয়ার আমলে শুধু ৫ বছরে সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে প্রায় ৭৮ হাজার নারী-কন্যা ধর্ষিতা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের প্রবন্ধ— দৈং স্টেঃ ম্যান ১৭-৯-০৬

(৩০) নদীয়ার ধান তলায় দুটি বরযাত্রী বাসে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা, তারা নিকটবর্তী একটি মাদ্রাসায় কয়েকজন মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। কারো কারো স্তনবৃন্ত দাঁত দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে।

(৩১) উত্তর প্রদেশের লখিমপুর গ্রামের ৮০ বৎসর বয়স্ক হাজী আবুল লতিফ ১৮ বৎসর বয়স্কা রসীদা বেগমকে বিবাহ করেন। লতিফ সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর অভিযোগ তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; ই. টি. ভি ৩০-৩-০৬ ৯-৩০ মিঃ।

(৩২) বাংলাদেশের এক সবাজসেবী সংস্থার প্রধান মনিরা রহমান, তারা এসিড্ দিয়ে মুখ পুড়ে যাওয়া মহিলাদের পুনঃর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এদের সদস্য সংখ্যা ২০০০। এদের কারো দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে, মুখ পুড়ে বিশ্রী হয়ে গেছে। বর্ব্বররা এদের উৎপীড়ন করার প্রতিবাদে এই অবস্থা হয়েছে। ই. টি. ভি. নিউজ ১৫-০৪-০৬।

(৩৩) উড়িষ্যার ভদ্রকের নাজমা বিবিকে তার স্বামী রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেয়, মদের নেশা কেটে গেলে নাজমা ও তার স্বামী একসাথে থাকতে চায়। বাদ সাধে ইসলাম ধর্মগুরুরা, তারা বলে নাজমাকে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে। বর্তমান ২২-৪-০৬।

(৩৪) জলপাইগুড়িতে মঃ রিয়াউদ্দীন তুচ্ছ কারণে স্ত্রী সামিনা খাতুনকে তালাক দেয়, কাঁদতে কাঁদতে সামিনা বাপের বাড়ী চলে যায়। ৯ দিনের মাথায় রিয়াজ ভুল ভুল বুঝতে পেরে সামিনাকে আনতে যায়। খবর পেয়ে মসজিদ কমিটি বাধা দেয়, বলে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে সামিনাকে। আঃ বাঃ পঃ ২৩-৪-০৬।

(৩৫) বারাসাত এলাকার স্বামী জকির হোসেন (৫২), তার চতুর্থ স্ত্রী সেলিমা বিবিকে (১৯) শ্বাসরোধ করে খুন করার পর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। প্রথম দুই স্ত্রীকে তালাক দেন জাকির, তৃতীয় স্ত্রী তার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা করে আলাদা থাকেন। জাকির সন্দেহ করতেন সেলিমার অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আঃ বাঃ পঃ ২৩-৩-০৮।

(৩৬) মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গাতে সি. পি. এম কে ভোট দেওয়ার অপরাধে নাজিমা বিবিকে তালাক দিলেন স্বামী মঃ আজিদ। আঃ বাঃ পঃ ৩০-৫-০৮।

(৩৭) একটি দুটি নয় একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রচারের আলোয় এসেছে সাবিরা বেগম। পবিত্র রমজান মাসে পাঁচ সন্তানের জন্ম হওয়ায় বেজায় খুশি মঃ উবেইদ খান। বাচ্চাদেরকে কোকিলা বেন হাসপাতালে ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। জন্ম তারিখ ৫-৯-০৯। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৭-৯-০৯।

(৩৮) বাবা ৩০০০ টাকা ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সত্তরোর্ধ (৭০) ব্যক্তি মঃ লোকমান ১৩ বছরের মেয়েকে অপহরণ করে বিয়ে করে নেন। ঘটনাটি বাংলাদেশের বরিশালে। পুলিশ আকিনুর (১৩) এবং লোকমানের (৭০) খোঁজ পায়নি। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১৫-৯-০৯।

(৩৯) মুম্বাই-এর বাসিন্দা মঃ মুন্না খান, তার স্ত্রী শেহনাজ খান ও ছোট মেয়ে গুলজার মিলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মেহনাজকে (৮) পাড়ার এক হিন্দু ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি পরিবার। খুনের পর ১১ টুকরা করে দুটো বস্তায় পুরে রায়াকুল্লা উড়াল পুলের নীচে ফেলে আসে তারা। জেরায় পুলিশের কাছে খুনের কথা স্বীকার করেছে মুন্না খান। আঃ বাঃ পঃ ১২-৭-০৮।

(৪০) পূর্ব কলিকাতায় নিষিদ্ধ পল্লীতে এক কিশোরীকে বিক্রির অভিযোগে মঃ শোভজান ও আবু সালেমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আঃ বাঃ পঃ ২৪-৭-০৮।

(৪১) ধর্মীয় জলসায় বক্তব্য দিতে উঠে মৌলভী মাওলানারা বলেন, "নারী জমি স্বরূপ, পুরুষ সেই জমি কর্ষণ করে যত ইচ্ছা ফসল ফলাক" আল্লাহর আদেশ। বীরভূম ৭৩১২২৪ থেকে তৈমুর খানের পত্র। দেশ ১৭-৯-০৫।

(৪২) নাইজেরিয়ার বিদা প্রদেশের ধর্মীয়নেতার বয়স চুরাশি বিবির সংখ্যা ছিয়াশি, সন্তান সংখ্যা ১৭০, তাতে বাদ সেধেছে মৌলভীরা। জানিয়েছে শরিয়ত মেনে ৪ জনকে রেখে বাকী ৮২ জনকে তিন তালাক দিতে হবে। এই ধর্মীয় নেতার নাম মঃ বেলো আবু আবুবকর। বাধ্য হয়ে গত ১-৯-২০০৮, ৮২ বিবিকে তালাক দিয়েছে। আবুবকর। আঃ বাঃ পঃ ২-৯-০৮।

(৪৩) বাংলাদেশে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর গত ২-১০-০১ ভোলা জেলার লালমোহন অঞ্চলে একরাত্রে ২৫৬ জন হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় এবং পরে তাদের যৌনাঙ্গে বালি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার কমিশনের নেতা রবীন্দ্র ঘোষ গত ৯-৬-০৬ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে (কলিকাতা পার্ক সার্কাস) বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় এই সংবাদ জানান। তারপর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আরো অনেক বর্বরোচিত ঘটনার বিবরণ দেন। দুই স্থানেই আমি উপস্থিত ছিলাম।

(৪৪) আরও মারাত্মক একটি খবর দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে বা তৃতীয় দিনে (১৭-৮-১৯৪৬, ১৮-৮-১৯৪৬) এই বাংলা দৈনিকটি প্রকাশ করল, ভিক্টরিয়া কলেজের মহিলা হোস্টেল সম্পর্কে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে রাজাবাজার অঞ্চলের এই মহিলা হোস্টেলটি মুসলিম দুষ্কৃতিরা আক্রমণ করে মেয়েদের উপর অত্যাচার করে তাদের খুন করে, তারপর মৃতদেহগুলি খণ্ড বিখণ্ড করে কর্তিত অংশগুলি রাজবাজার ট্রাম ডিপোর তারে ঝুলিয়ে রাখে।

বই-এর নাম হস্তান্তর, লেখক শংকর ঘোষ পৃঃ ১০৬।

(৪৫) ধর্ষিতার শাস্তি বিচারের নামে প্রহসন। গণধর্ষণের শিকার এক তরুণীকে ২০০ ঘা চাবুক মারার আদেশ দিয়েছে সৌদি আরবের এক আদালত, তার উপর ৬ মাস কারাদণ্ড। তার অপরাধ তিনি পর পুরুষের সঙ্গে গাড়ীতে

উঠেছিলেন। ঐ গাড়িতেই তাকে ধর্ষণ করা হয়। সাত ধর্ষকের ন বছর কারাদণ্ড হয়। আঃ বাঃ পঃ ১৬-১১-০৭।

(৪৬) হলিডে ম্যারেজ—ইরাক এবং মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা আরও ভয়াবহ। গত ১০ বছরে এইভাবে ঠকেছে প্রায় ৫০ হাজার পরিবার। লোকসান হয়েছে দুই হাজার কোটি টাকা। আঃ বাঃ পঃ ১৯-১১-০৭

মন্তব্য ঃ —একদেশের মুসলমানরা ছুটি কাটাতে অন্য দেশে গিয়ে বিয়ে করে নেয়। কিছুদিন নুতন বৌ-এর সাথে কাটানোর পর বেআইনীভাবে ঐ দেশ ত্যাগ করে। এভাবে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অনেক মেয়ে প্রতারিত হয়েছে।

(৪৭) আব্দুল সালাম আর রাবেয়া বিবি বয়স ৯০ এবং ৬৫। নিজের ইচ্ছাতেই একে অন্যকে বিয়ে করেন। কিন্তু বাদ সাধলেন আব্দুলের ছেলেরা। বিয়ের ১২ ঘন্টার মধ্যেই তালাক দিতে বাধ্য করলেন রাবেয়া বিবিকে। আঃ বাঃ পঃ ৮-৫-০৬।

(৪৮) প্রেমের পথে কাঁটা ভারত পাক কাঁটা, তাই সাইবার কাফেতে কম্পিউটার ঘাটতে গিয়ে বম্বের মেয়ে আশা পটেল (২৪) প্রেমে পড়ে পাক নাগরিক মমতাজ খলিলের। জম্মুতে গোপনে নিয়ন্ত্রণরেখা পার হওয়ার সময় ধরা পড়ে সেনাদের হাতে। আঃ বাঃ পঃ ১৫-৫-০৬।

(৪৯) মহেশতলার জাহিরুদ্দিন নেশার ঘোরে স্ত্রী সাবিনাকে তালাক দেয়। পরে তারা এক সাথে থাকতে চাইলে মসজিদ কমিটি বাধা দেয় এবং বলে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে। এই দম্পতির এক ছেলে ও দুই মেয়ে। নিরুপায় হয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কিছুদিন পরে গ্রামে ফিরে এলে তাদেরকে বয়কট করা হয়। কারবালা মসজিদের মৌলানা ইউসুফ আলী মণ্ডল বলেন স্ত্রীকে কাছে রাখতে হলে সমাজের নিয়ম মানতে হবে। আঃ বাঃ পঃ ২৯-৬-০৭।

এই ব্যাপারে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে বল্লে তিনি বলেন—মুসলিম সামাজিক নিয়ম এই দম্পতিকে মানতেই হবে। ক্যালকাটা টি. ভি. ২০-৬-০৭।

(৫০) ইয়াবর আলি লস্কর (২২) ও তসলিমা বিবি (১৮) সোদপুরের মোলচণ্ডীতলার বাসিন্দা, বিয়ের আগে নাম ছিল পিয়ালি সাহা। আইন মোতাবেক ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে হচ্ছে। পিয়ালির বাবা রামকৃষ্ণ সাহা বলেন তাকে অপহরণ করা হয়েছে। আঃ বাঃ পঃ ২৩-৬-০৭।

(৫১) ইরানে অবৈধ সম্পর্কের জেরে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে জাফর ও মোকারাম ইব্রাহিম নামে এক মহিলাকে, তাদের হাত পা বেঁধে গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে মারা হয়। এই ঘটনা তেহেরানে গত ৯-৭-০৭। বর্তমান ১১-৭-০৭।

(৫২) ২৭-৭-০৭ রাত ১১টা নাগাদ ব্রাবোর্ন রোডে ফুটপাথে একটি লরি পিসিয়ে দেয় ৪ শিশু ও তাদের বাবাকে। ঘটনাস্থলে প্রান হারান বাবা বিশ্বনাথ দাস (৫০) এবং তার ছেলে মেয়ে সালমা খাতুন (১০) জামির আলি (৬) আমির শেখ (৪) ও আলি শেখ (২)। বিশ্বনাথবাবুর স্ত্রী জাভেদা বিবিকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি অন্তঃসত্ত্বা। আঃ বাঃ পঃ ২৮-৭-০৭

এখানে লক্ষ্যণীয় যে বাবা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও সন্তানরা সব মুসলমান। এভাবেই মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে মুসলমানরা।

(৫৩) বাংলাদেশে দু-বছর আগে নুরের সঙ্গে বিয়ে হয় হারুনের। বিয়ের ৯ মাসের মাথায় অকালে গর্ভপাত হয়ে নুরের ৬ মাসের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনার পর নুরের উপর জিন ভর করেছে, নুরের দোষ আছে এই অপবাদ দিয়ে হারুনের উপর চাপ সৃষ্টি করে পরিবারের লোকজন। দিশাহারা হয়ে নুরকে হারুন তালাক বলে ফেলে। নুর বাপের বাড়ী চলে যায়। ভুল বুঝতে পেরে হারুন নুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঢাকায় পালিয়ে যায়। দুই বৎসর পরে বাবার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে হারুন সস্ত্রীক গ্রামের বাড়ীতে ফিরলে ফতোয়াবাজরা দুজনকেই ১০১ ঘা দোররা (বেত) এবং হিল্লা বিবাহের (অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ) রায় দেন। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আলমগীর গাজী দোররার (বেত্রাঘাত) রায় কার্যকর করে। দোররার আঘাতে হারুন ও নুর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু দোবরার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন দেহের উপর নির্যাতন

চলতে থাকে। নুর সুন্দরী হওয়ার জন্য ঐ অবস্থায় তাকে বিবাহ করার জন্য ১০-১২ জন পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ পুরুষও ছিল।

ঢাকা থেকে বাসুদেব ধরের রিপোর্ট। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৮-৭-০৭।

(৫৪) মালয়েশিয়ায় ২১ বৎসর পর বিবাহ অবৈধ ঘোষণা। হিন্দু পেরিয়ার স্বামী বিবাহ করেন মুসলমান রাইনা বিবিকে, তাদের ৭টি সন্তান, সেখানকার আদালত রায় দিয়েছে পেরিয়ার মুসলমান হলে তাদের কোন আপত্তি নেই। না হয় বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানরা মা-এর হেপাজতে থাকবে। কালান্তর ৪-৫-০৭।

(৫৫) গত ১৫-৬-০৭ মহাবোধী সোসাইটি হলে ধর্মমুক্ত মানববাদী মঞ্চের এক সভা হয়, তাতে বক্তব্য রাখেন গিয়াসউদ্দিন, মোজফ্ফর হোসেন, মোহব্বৎ হোসেন, গোলাম ইয়াজদানি ও সুলতানা ওয়াজেদা। জনৈক বক্তা বলেন, এক মুসলমান ১১ বার বিয়ে করে ছিলেন, প্রত্যেক স্ত্রীকে ২/৩টা বাচ্চা হওয়ার পর তালাক দিয়েছেন। তার জনৈকা মুসলমান স্ত্রী তালাকের পর পুনরায় বিয়ে না করে পূর্বতন স্বামীর ঘরে না ফিরতে পেরে আত্মহত্যা করেন। আমি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। এই তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের সন্তানরাই চোর, ডাকাত, খুনি, তোলাবাজ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত মুসলমানদের এদিকে কোন নজর নেই। যে কোন উপায়ে মুসলমান সংখ্যা বাড়িয়ে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

(৫৬) তসলিমা ২২-৮-০৬ দেখা করেন কমলা দাসের সঙ্গে কেরলে। কমলা তাকে বলেন, "ধর্মান্তরিত হওয়া তার একটা বিরাট ভুল" এই ধর্মে মেয়েদের সমানাধিকার কই। আঃ বাঃ পঃ ২৩-৮-০৬।

(৫৭) ইরানে সতীত্বের অমর্যাদার দায়ে ফাঁসী হয়েছে ধর্ষিতা কিশোরীর ২০০৪ সালে। এই শাস্তি পায় আতেফা সাহালি(২) ১৭ বছরের নাজনিন ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচতে একটি লোককে ছুরি মেরেছিল। খুনের দায়ে নাজনিনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে এ বৎসর।

আঃ বাঃ পঃ ১-৯-০৬।

(৫৮) মেয়েদের স্ত্রী অঙ্গে সুন্নত—ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ায় এটা নেই। কিন্তু মিশর, সুদান, সোমালিয়া, বুকবিনা ও আরো অনেক মুসলিম দেশে মেয়েদের উপর এই কাণ্ড অহরহ। দুনিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও লোকেরা তার ছোট বোনের সুন্নত করায়। ৯৫ শতাংশের বেশী মিশরীয় মহিলা আজও এই প্রথার শিকার। মিশর ও আরব দেশ সমূহ ঘুরে এসে বিখ্যাত সাংবাদিক গৌতম চক্রবর্তীর প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো। আঃ বাঃ পঃ ৩০-১১-০৬।

(৫৯) ন্যাশনাল ক্রাইম বুরোর রিপোর্ট-এ প্রকাশ ২০০০ সালে সারা দেশে ধর্ষণের মামলা হয়েছে ১৫৩৩০টি। মামলা চলে ২ থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত মামলায় দীর্ঘসূত্রতার জন্য ৭০ শতাংশ আসামী বেকসুর খালাস হয়ে যায়। বর্তমান ৪-৩-০৩।

(৬০) গত ২৮-১০-০৮ সোমালিয়ায় ব্যভিচারের অপরাধে হাজারো লোকের সামনে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয় এক মহিলাকে। এই মহিলাকে যখন পাথর ছোঁড়া হচ্ছিল তখন তার এক আত্মীয় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে রক্ষীরা গুলি চালায়। তাতে এক শিশুর মৃত্যু হয়।

(৬১) সবুজ বোরখা ও কালো মুখোশে ঢাকা এক আরবি মহিলাকে গাড়ী করে এনে দাঁড় করিয়ে পাথর ছুড়তে শুরু করে জঙ্গীরা, ঐ মহিলার হাত পা বাঁধা ছিল। মহিলা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেও তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জঙ্গীরা একটানা পাথর ছুড়ছিল। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৯-১০-০৮।

(৬২) জয়পুরে স্বল্পবাস পরে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে ছিল নাজমিন। তাতেই রেগে গিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় তার আত্মীয় সালিম। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১৯-১০-০৮।

(৬৩) উত্তর প্রদেশের মজঃফ্‌র নগরের শামসিদা তার প্রেমিক প্রদীপের সঙ্গে হরদোয়ারে পালিয়ে গেলে কিছুদিন পরে বাড়ী ফিরে এলে তার ভাই সামসুদ্দিন গত ১৫-১১-০৮ বোনকে গলা কেটে হত্যা করে। দিন ১৫ আগে ১৮ বছরের

ফরজানা প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর বাড়ী ফিরে এলে তার ভাই তাকে খুন করে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৭-১১-০৮।

(৬৪) গত ২২-৮-২০০৮ আমহার্স্ট স্ট্রীটে এক নাবালিকা ছাত্রী স্কুল যাচ্ছিলো। জাহাঙ্গীর আলম (৩০) নামে এক যুবক তাকে বলপূর্বক ট্যাক্সীতে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে নেয়। ছাত্রীর পিতার অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত আলমকে ৪ বৎসরের স্বশ্রম কারাদণ্ড দেন।

বর্তমান ১-৯-০৯।

(৬৫) এক গৃহ শিক্ষিকা ইকবালপুরে সেখ সামিমের দুই শিশুর গৃহ শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চান। সেখ সামিম তাকে ইকবালপুরে একটা ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। তার চিৎকারে লোকেরা ছুটে এলে সামিম পালিয়ে যায়।

আঃ বাঃ পঃ ৩-২-০৯।

(৬৬) বাংলাদেশে শিক্ষকের দ্বারা মাদ্রাসার ছাত্রী ধর্ষিতা হওয়ায় গ্রামের মোল্লাদের ফতোয়ায় কিশোরীকে বেত মেরে অজ্ঞান করা হয়।

দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৫-১১-০৮।

(৬৭) দিদি আখতারী বিবিকে (২২) কুপিয়ে খুন করলো ১২ বছরের ছোট ভাই, মালদায় এই ঘটনা আখতারী তালাক প্রাপ্তা। এলাকার অনেক ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল বলে সন্দেহ করে এই খুন। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৩-৯-০৮।

(৬৮) একই বিছানায় একই সঙ্গে দুই বৌ নিয়ে শোয়া। ঘৃণায় আমার শরীর ঘিন ঘিন করতে লাগলো। কি বিকৃত এদের দাম্পত্য জীবন।

বই-এর নাম তালিবান, আফগান ও আমি—সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৪৫।

(৫৯) পাক প্রেসিডেন্ট মুসারফ্‌কে মিথ্যাবাদী বলেছে মার্কিন একটি দৈনিক সংবাদপত্র। পরিসংখ্যা দিয়ে দৈনিক পত্রিকাটি বলেছে, "পাকিস্তানে হাজার হাজার গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, পাকিস্তানে ধর্ষণের শিকার হয়ে প্রায় দেড় হাজার

মহিলা জেলে বন্দী হয়ে রয়েছে। কারণ তাদেরকে ব্যাভিচারিনী হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ধর্ষণ করেছে এরকম মাত্র ১৫ শতাংশ পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আঃ বাঃ পঃ ২-১০-০৫।

(৭০) পর্যটক পিটার মুণ্ডির লেখা থেকে জানা যায় মুঘল সম্রাট শাহজানানের ছোট মেয়ে চিমনি বেগমের সাথে শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বড় মেয়ে জাহানারার সঙ্গে শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এক মত। শাহজাহান তার সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যেই বলতেন এবং যুক্তি দেখাতো, গাছের ফল ধরলে বাগানের মালিরই অধিকার সবার আগে স্বাদ গ্রহণ করা। পর্যটক বাঁর্নিয়েও এর সত্যতা স্বীকার করেছেন।

(৭১) সুরাতে এক স্কুল পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে তিন যুবক, তাদের নাম মঃ শাহিদ, মঃ তারিক ও মঃ সৈয়দ। পরিস্থিতি যাতে সাম্প্রদায়িক চেহারা না নেয় সে দিকে কড়া নজর রাখছে পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে দুজনের বাবা গুজরাটের পদস্থ পুলিশ অফিসার।

আঃ বাঃ পঃ ১৪-৬-০৯।

(৭২) ২৪-৯-০৬ গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়ে ১১ বছরের দীপালি রায় রাত ৮টার পরও বাড়ী না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়ে তার পরিবার। পরদিন তার মৃতদেহ পাটক্ষেত থেকে উদ্ধার হয়। এই অপরাধে মঃ আনারুল হক, মঃ জাহাঙ্গির আলাম ও মঃ রিজামুল হককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রমাণিত হয় ধর্ষণ করে গলা টিপে খুন করা হয় দিপালীকে। এই অপরাধে দুই যুবককে ফাঁসীর আদেশ দেন মালদার বিচারক পুলক কুমার কুণ্ডু। বিজডিল হকের বয়স ১৮ এর নীচে হওয়ায় মামলা জুভানাইল কোর্টে পাঠান হয়। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৭-৭-০৯।

(৭৩) সি পি এম নেত্রী সুভাসিনী আলী (আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন লক্ষী স্বামীনাথনের মোঃ মজফর আলীকে বিয়ে করেন) । উত্তর প্রদেশের চারযাওয়াল গ্রামে এক জনসভা করতে গিয়েছিল। সেখানে বোরখা পরা এক মুসলমান গৃহবধূ আজিজান বেগম তাকে বলেন যে সব মুসলমান স্বামীরা চাকুরীস্থলে বাইরে থাকে অথবা জেলে থাকে তাদেরকে ধর্ষণ করা তাদের শ্বশুরদের নিয়মিত কাজ। গণশক্তি ১০-৭-০৫।

(৭৪) আনন্দ বাজারের রিপোর্টার সীমন্তিনী গুপ্ত চরখাওলা গ্রাম ঘুরে এসে ১৯-৭-০৫ এক রিপোর্ট লেখেন "এই চরখাওলেরই এক মহিলা এগিয়ে এসে বলেছেন এ রকম ধর্ষণ (শ্বশুর কর্তৃক) গ্রামের ঘরে ঘরে। আঃ বাঃ পঃ ১৯-৭-০৫।

(৭৫) ইমরানার ইস্যুতে মুখ খোলার জন্য হুগলী আকিল আনসারীকে প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিল এক মসজিদ কমিটি।

দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২১-৭-০৯।

(৭৬) ৩১-৫-০৯ সাগরদীঘি থানার পাটকেলডাঙ্গা গ্রামের নবীন হাজরার ১৩ বছরের মেয়ে মাঠে ছাগল চরাতে গেলে বুলবুল সেখ একা পেয়ে তাকে ধর্ষণ করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৩-৬-০৯।

(৭৭) বিমান সেবিকার শ্লীলতা হানির অভিযোগে কুদ্দুস আলি মল্লিক ও জাকির হোসেনকে আটক করলো এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৩-২-০৮।

(৭৮) বিদেশিনীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে মঃ সাজিদ ও মঃ ফরজানকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। তারা পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা। আঃ বাঃ পঃ ১৮-২-০৮।

(৭৯) মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার সেলিম সেখ (২২) নবম শ্রেণীর ছাত্রী টিঙ্কু সরকারকে অপহরণ করে। সেলিমের বাবা জানান ছেলে কোথায় আছে তা তিনি জানেন না।

দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৭-৩-০৮।

(৮০) এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে আব্দুল সালামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গার্ডেন রিচের ফতেপুরে। আঃ বাঃ পঃ ২৪-৩-০৮।

(৮১) শ্লীলতাহানির অভিযোগে সেখ সফিককে গ্রেপ্তার করলো বেহালার পুলিশ। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৫-৩-০৮।

(৮২) মালদার মমিন পাড়া এলাকায় কুরবান আলী ৬ বছরের এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২২-৪-০৮।

(৮৩) পাকিস্তানে মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে সংশয়ে মানবধিকার সংগঠন। সেখানে এক আঞ্চলিক আদালত ক্ষতি পূরণ হিসাবে পাঁচ পাঁচটি শিখ কন্যাকে দুবৃত্তদের হাতে তুলে দিয়েছে। পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে এক মহিলাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন ইসরভিল্লাহ্ জেহ্‌রি। দৈঃস্টেঃ ম্যান ১৪-১২-০৮

(এখানে উল্লেখ্য যে অধিকাংশ মুসলিম দেশে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যুবতী মেয়ে স্ত্রী অথবা বোনদেরকে দেওয়ার প্রচলন আছে।)

(৮৪) প্রকাশ্যে বিচারসভা বসিয়ে কিশোরীর পিঠে পড়ল ১০১ ঘা দুরবা। দুরবা মানে পাঁচ কঞ্চির বাণ্ডিল। তাতেই শেষ নয় জবরদস্তি মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়া হলো পাশের গ্রামের বিবাহিত যুবক তাবিকুল সেখের সঙ্গে। অভিযোগ তাদেরকে আম বাগানে ঘনিষ্ট অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। ঘটনা মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। আঃ বাঃ পঃ ২৫-১২-০৮।

(৮৫) দক্ষিণ ২৪ পরগণার বেজপুকুরের এক কিশোরীকে বিয়ে করে উত্তর প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল সেখ রাজু। বিয়ের তিনমাস পরে মেয়েটি বেপাত্তা হয়ে যায় বলে পুলিশে অভিযোগ করে সেখ রাজু। প্রথমে মেয়েটি উত্তর প্রদেশে এক ধনীর রক্ষিতা হয়েছিল। পরে ঐ ধনী লোকটি তাকে পুনেতে বিক্রি করে দেয়। আঃ বাঃ পঃ ২৪-১২-০৮।

(৮৬) স্বামীর নিষেধ না মেনে সন্তানকে পোলিও খাওয়ানোর অপরাধে তিনবার তালাক উচ্চারণ করে স্ত্রীকে তালাক দিল স্বামী। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাধরপুর গ্রামে। ঐ জেলার ভগবানপুর গ্রামে স্বামীর ইচ্ছানুসারে রাঁধেনি। এই অপরাধে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামী স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করলেন। তালাক বলার প্রয়োজন হয়নি। ফতোয়া বাজরা শরিয়ৎ ঘেঁটে জানিয়ে দিলেন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বারুইপুরে সদ্য বিবাহিত দম্পতি নাইট শোতে "নিকাহ" ছবিটি দেখে এসে কথা কাঠাকাটির সময় তালাক শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করেন। ফতোয়া বাজরা রীতিমত সভা করে তাদের দাম্পত্য জীবনে যবনিকা টেনে দিলেন। কাজি মাসুম আক্তারের প্রবন্ধ। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১০-৩-০৯।

(৮৭) মুসলিম মেয়েদের জিনস পরা অন্যায়। নারীর শরীরের উপর সম্পূর্ণ

অধিকার রয়েছে পুরুষের। তাদের বিছানায় সন্তুষ্ট করা ছাড়াও সন্তান প্রসব করা ছাড়া ইসলামে নারীদের কোন ভূমিকা নেই। টিভি দেখা, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার, মাদ্রাসায় ইংরেজী পড়ানো সবই ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। নয়াদিল্লীতে মৌলভীরা ১৭-৯-০৬ এই ফতোয়া জারি করেছে। আঃ বাঃ পঃ ১৮-৯-০৬।

(৮৮) মুসলিম দেশে এখনো ক্ষতিপূরণ হিসাবে মেয়েদেরকে দেওয়ার প্রচলন আছে। আঃ বাঃ পঃ ১৭-১১-০৬।

(৮৯) জুয়ার আসরে সর্বস্বান্ত হয়ে গত ১৬-৯-০৯ ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে মঃ ইসমাইল সেখ নিজের মেয়েকে বিক্রি করে দেন। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২১-৯-০৯।

(৯০) ১৪-৪-০৯ কাবুলে ২১ বছরের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে ১৯ বছরের এক তরুণী ও তার প্রেমিককে গুলি করে মারল জঙ্গী তালিবানরা। আঃ বাঃ পঃ ১৫-৪-০৯।

(৯১) ১৮-৪-০৯ অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে চল্লিশোর্ধ এক পুরুষ ও এক মহিলাকে গুলি করে হত্যা করে তালিবানরা। মহিলাকে চিৎকার করে বার বার ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। ১৭ বছরের এক কিশোরী একটি ছেলের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে গেলে তাকে ৩৪ বার বেত মারা হয় প্রকাশ্যে। আঃ বাঃ পঃ ১৯-৪-০৯।

(৯২) গত ৪-৪-০৯ পাকিস্তানে সব বেসরকারী টি ভি চ্যানেলে একটি দৃশ্য দেখা গেছে তিনজন পুরুষ বোরখা পরা এক তরুনীকে হাত পা মাটিতে চেপে ধরে রেখেছে আর চতুর্থজন তার উপর ক্রমাগত চাবুক চালাচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন বলে চিৎকার করছে। তার অপরাধ পর পুরুষের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে যাওয়া। গত দু-বছরে তালিবানরা ২৫ জন পুরুষ ও মহিলাকে এই প্রকার শাস্তি দিয়েছে।

আঃ বাঃ পঃ ৫-৪-০৯।

(৯৩) কোচবিহারের রাণু রায়কে ২০০৩ সালে গভীর রাতে ৬ জন দুস্কৃতি তার ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। তার মধ্যে সমীরউদ্দিন মিয়া সহ অন্য ৬ জনকে বিচারক ১০ বৎসরের কারাদণ্ড দেন। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ২৫-১১-০৭।

(৯৪) মালদার রাতুয়া থানার পুকুরিয়া গ্রামে ইট ভাটায় দুই আদিবাসি

মহিলা শ্রমিককে সৌকত আলি এবং তার কয়েকজন সাকরেদ ধর্ষণ করে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৩০-১১-০৭।

(৯৫) গত ৬-১১-০৭ তারিখে আকরোজা বিবি এবং তার দুই মেয়ে আনসারা (১৬) এবং মনসুরা (১৪)কে ধর্ষণ করেছিল মীর কালু, মীর বাচ্চু, সেখ আব্দুল রউফ, হাতকাটা খোঁড়া এবং সেখ এহেসান। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৬-১২-০৭।

(৯৬) উত্তর ২৪ পরগণার চায়না নামে এক হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করে দোলের দিন মঃ আব্বাস নামে এক মুসলমান যুবক। আব্বাস গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলে পরে চায়নাকে বিয়ে করতে রাজি হলে জেল থেকে ছাড়া পায়। ই. টি. ভি. ২৬-৪-০৭।

(৯৭) দুই মেয়েকে ধর্ষণ করেছে মঃ হাসিম নামে লাখনউ-এর এক ব্যক্তি। সে টানা তিন বৎসর ধরে দুই মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, বড় মেয়ের ৩টি পুত্র সন্তান হয়েছে। ছোট মেয়ে ১৬ বৎসর বয়সীর, একটা পুত্র-সন্তান জন্মেছে। পরিবারের সকলেই জানে হাসিমের এই অপকীর্তির কথা। এই ছেলেগুলোকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডি. এন-এ পরীক্ষায় মেয়েদের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। বিচারে হাসিমের ১০ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছে। আঃ বাঃ পঃ ২-১০-০৫।

(৯৮) বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে (ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিট্যান্ট ফর ব্যাকওয়ার্ড সোসাইটি)-এর গবেষণা থেকে জানা যায় শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকাতেই প্রতিদিন এক হাজার, একশত সত্তর জন অবিবাহিত নারীর অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো হচ্ছে। ৫০০ মেটারনিটি ক্লিনিকে। এর মধ্যে ৯ থেকে ১৭ বছর বয়সী মেয়ে রয়েছে ৮৭৪ জন। সমাজ সেবিকা মাকসুদা আখতারের বিবৃতি অনুসারে, মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রীদেরকে শিক্ষক, সেলাই-এর কারখানায়, বাড়ীর ছোট ছোট পরিচারিকাদের, শিশু শ্রমিকদের, এমন কি ছোট ছোট ছেলেরাও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শিশু নিপীড়ন সম্মেলনে বাংলাদেশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। সে দেশে গ্রামগুলিতে বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব সাধারণ মুসলমানরা এটাকেই একটা বিনোদনের মধ্যে দিন কাটাবার

সুযোগ পেয়েছে। এমনকি ঘরের ভেতর পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণের প্রচুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অন্য আত্মীয়দের কথা বাদ দিলেও এটাই একটা প্রধান সমস্যা। রুহুল আমিন রাসেলের প্রবন্ধ।

কালান্তর ৯-১১-০৭।

(৯৯) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রায় ৭০ হাজার বাঙ্গালী নারী ধর্ষিতা হয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এই হিসাব একটি ব্রিটিশ মেডিকেল টিমের। বর্তমান ৩-৩-০৭।

(১০০) নিজের কাকা কাজ দেওয়ার নাম করে পুণের এক পতিতালয়ে বিক্রি করে দেন রেহেনা খাতুনকে। বাড়ী হিঙ্গলগঞ্জের কাটাখালিতে ফিরে আসার পর মাতব্বররা গ্রামে থাকতে দেয়নি। কারণ সে "না পাক" অর্থাৎ অপবিত্র হয়ে গেছে। পরিস্থিতির চাপে পুণের যৌন পল্লীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয় রেহেনা। আঃ বাঃ পঃ ৩০-১১-০৭।

(১০১) সাত সন্তান সন্ততির পর অষ্টম সন্তান পেটে নিয়ে স্বামী সইফুল শেখ-এর হাতে খুন হলো কালনার গৃহবধু রাহেমা বিবি। বাড়ীতে খড়ের চালের পরিবর্তে এসবেস্টার চালা তৈরী করার জন্য বাপের বাড়ী থেকে টাকা আনতে না পারায় ১-১২-০৭ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপাতে থাকে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা রাহেমা বিবিকে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৩-১২-০৭।

(১০২) নদীয়ার খোদাবক্সের মেয়ে হাওবা বিবিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলো মঃ সহিদ। কিন্তু প্রথম পক্ষের বিবির সাথে অশান্তি শুরু হলে সহিদ হাওবা বিবিকে খুন করার জন্য রাত্রে তার বিছানায় ৯-১০-০৪ ছেড়ে দেয় একটা গোখরো সাপ। তার ছোবলে মারা যায় সেই রাতেই হাওবা বিবি। ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর কৃষ্ণনগর কোর্ট ২০-১২-০৭ সহিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আঃ বাঃ পঃ ২২-১২-০৭।

(১০৩) মুর্শিদাবাদের সামসের গঞ্জের চাঁদপুর গ্রামের নৌসাদ আলী ৬ মাস আগে পূর্বের বিবাহের কথা গোপন করে রেজিনা খাতুনকে (২১) বিয়ে করেন। রেজিনা সতিনের কথা জেনে ফেলায় অশান্তি আরম্ভ হয়। গত ১৫-১২-০৭ নৌসাদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে মারা যায় রেজিনা, নৌসাদ পলাতক। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১৭-১২-০৭।

(১০৪) দুই স্ত্রীর বিবাদে স্বামী সেখ জসিমুদ্দিন (৪২) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন ৯-১১২-০৭। তার বাড়ী বীরভূমের নলহাটী। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১৬-১২-০৭।

(১০৫) ধর্ষিতার সাজা মকুব করলেন সৌদির রাজা, ২০০৬ সালে অন্য পুরুষের সাথে এক গাড়ীতে যাচ্ছিলেন জনৈকা মুসলিম যুবতী। একা পেয়ে তাকে ধর্ষণ করে অন্য সহযাত্রীরা। এই অপরাধে তার ৬ মাস জেল ও ২০০ ঘা বেত মারার শাস্তি হয়। আন্তর্জাতিক চাপে এই যুবতীর শাস্তি মকুব করলেন সৌদির রাজা। বর্তমান ১৮-১২-০৭।

(১০৬) তৃতীয় বিয়ের মোহে স্ত্রী মনসুরা বিবিকে খুন করে নাসের শেখ। বর্ধমানের জামালপুরে। আজকাল ১৬-১২-০৭।

(১০৭) নীলুফার বেগম শিক্ষিত, বয়স (২৪), গত ৭ বছর ধরে একটি হিন্দু ছেলেকে ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। তাদের পরিবার এ বিয়ে কিছুতেই মেনে নেমে না। তাদের সোজাসাপ্টা বক্তব্য এ বিয়ে করলে তাকে খুন করা হবে। এ যে ধর্ম ও শরিয়তের বড় খেলাপ, অনবরত। তাকে হুমকি দিচ্ছে মৌলবাদীরা। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ৩০-১০-০৭।

(১০৮) সৎমাকে নিকাহ (বিবাহ) ছেলের। মজফফর নগর, পরিবারে অভাব তাই ১৪ সন্তানের পিতা হাসিম কাজের সন্ধানে মীরাট গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে নিজের সৎমা রুকসানাকে (৪২) বিয়ে করে ফেলে হাসিমের প্রথম পক্ষের ছেলে শওকিন। বেশ কয়েক বছর আগে হাসিম তাঁর জনৈকা আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রী রুকসানাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সময় ৮ সন্তানের জননী রুকসানা। আর হাসিমের প্রথম পক্ষের সন্তান শওকিনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তারা বিয়ে করে ফেলে। বাড়ী ফিরে এর প্রতিবাদ করায় শওকিন প্রচণ্ড মারধর করে বাবাকে। তার মতে ভালবাসা কোনও বাধা মানে না। আমাদের সম্পর্ক পবিত্র। শওকিনের বিরুদ্ধে শরিয়ত আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দৈঃ স্টেঃ ম্যান ১২-৬-০৭।

(১০৯) নারীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ তারা যদি সতীন অথবা স্বামীদের উপপত্নিদের প্রতি সমভাব পোষণ করে অর্থাৎ তাদের হিংসা না করে, তবে পরম করুণাময় আল্লাহতালা তাদেরকে এন্তেকালের (মৃত্যুর) পরে বেহেস্তে পুরুষদের

সমপরিমাণ ভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছেন অর্থাৎ তারাও সেখানে অফুরন্ত সুরা এবং ৭০জন সৌম্যদর্শন যুবকের সাথে যৌন ক্রিয়ার লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এখানে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের ঘরে পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকার কোন বাধা আসে না অথচ হিন্দুঘরে সতীনের অনুপ্রবেশে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে, কারণ হিন্দুদের ভগবান হিন্দুনারীদের জন্য ঐ রকম কোন লোভনীয় ব্যবস্থার বিধান দেননি।

মুসলমানদের পবিত্র কোরাণে বিধবা সৎমাকে নিকা (বিবাহ) না-করার কোন নিষেধ নেই (রু-৪ আয়াত-২৩) জাহানারা বেগম তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও''—তে একটি অচিন্তনিয় কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। কাহিনীটি এই প্রকার—প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ও বহু বিবির ভর্ত্তা অশীতিপর বৃদ্ধ মুসলমান হাজী মারা গেলে তার ২৫ বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা বিধবা বিবিকে নিকা (বিবাহ) করেন ঐ হাজী সাহেবের প্রথমা বিবির গর্ভজাত ৫৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র। ঐ সময় কনিষ্ঠা বিবি এক বালক পুত্রের জননী, আর ঐ ৫৬ বৎসর বয়সী পুত্রের তিন বিবি বর্তমান। মৌলভীদের কাছে পরামর্শ নিয়ে ঐ পুরুষপ্রবর সৎ-মাকে শাদি করেন। কিন্তু বিপদ দেখা দিল শাদির পর। ঐ সৎমা ও তার পুত্রের সঙ্গে পরিবারের অন্যান্যদের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটল। এতদিন যারা ছিল সতীন তারা হল শাশুড়ী, যারা এতদিন তাদের মা-ভাই বলে ডেকেএসেছে এখন তারা হল বৌদি, ভাইপো, যারা ডেকেছে নানি (ঠাকুরমা) তারা ডাকছে আম্মা (মা)। যে সব লম্বা লম্বা দাড়িওয়ালা মৌলভী মাওলানারা এই আশ্চর্য নিকার (বিবাহ) বিধান দিয়েছেন তারা পড়ল এক মহা সঙ্কটে। ঐ বালক সৎ দাদাকে আব্বা (বাবা) বলে ডাকবে কিনা। এই সঙ্কটের সমাধান কি হল লেখিকা তার কোনো উত্তর জানেন না।

এই সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের স্বনাধন্য লেখক শ্রী ফাহিনের বক্তব্য 'এই নিকাহ যখন অতীত সম্পর্ক ঝাড়েমূলে বাতিল হয়ে গেছে, তখন এক্ষেত্রেও বর্তমান সম্পর্কটি স্বীকৃতি পাওয়া সমীচিন। মা যখন সৎ দাদার বিবি হয়েছে তখন তার মার গর্ভে সৎ দাদার ঔরসে তার ভাইবোন জন্মাবে তারাও ওকে দাদা বলে ডাকবে। কাজে সৎ দাদাকে এখন থেকে আব্বা (বাবা) বলে ডাকাই এই সঙ্কটের সমাধান।

উপসংহার

আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের মনে সাধারণতই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে মুসলমানদের মধ্যে নারী ধর্ষণ, বিধর্মী হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির এত প্রবণতা কেন? অথবা এই সব কাজের জন্য তাদের কোনো অনুশোচনা বা পাপবোধ নেই কেন?

আমি গত ৬৫ বছর ধরে তাদের ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন মৌলভী মাওলানার লেখা বইপত্র পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে তাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই এর বীজ লুকিয়ে আছে।

(১) এখানে পবিত্র কোরাণ থেকে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি— (সুরা৪ (নিসা) নিসা অর্থ স্ত্রীলোক আয়াত ২৪) বিবাহিতা পরস্ত্রী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ কিন্তু যে সমস্ত বিবাহিতা অ-মুসলমান স্ত্রীদের তোমরা জেহাদে ধরে এনেছ তারা তোমাদের জন্য বৈধ। এটা আল্লা তোমাদের জন্য বিশেষ অধিকার প্রদান করেছেন।

মঃ পিকথলের ইংরেজি কোরাণের অনুবাদ—

(২) চার বিবি রাখা ফরজ (পুণ্যের কাজ) তাছাড়া যত সংখ্যক খুশি কৃতদাসীর সঙ্গে যৌন সহবাসের অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ তালা। যুদ্ধে যে সকল মহিলাদের ধরে আনা হবে তাদেরকে যথেচ্ছভাবে ধর্ষণ করারও অনুমতি দিয়েছেন। পরম দয়ালু আল্লাহ তালা তাই দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানে কয়েকলক্ষ হিন্দু ও শিখ মহিলাকে ধর্ষণ করেছে আল্লাহ তালার এই বান্দারা এমনকী স্বধর্মের মহিলাদেরকে ধর্ষণের কোনো বাধা নেই তার প্রকৃত উদাহরণ বাংলাদেশ। সেখানে ১৯৭১-র মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে চারলক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ করেছে পাক-সেনাবাহিনী যার বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে বাংলাদেশ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় শাহরীয়ার কবিরের লেখা 'সভ্যতার মানচিত্রে যুদ্ধোপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার' বইটা পড়ে দেখতে পারেন।

পাক সেনাদের বাঙ্কার থেকে উদ্ধার হওয়া কয়েকজন মহিলার নিকট প্রত্যক্ষ শুনেছি পাক-সেনারা তাদেরকে নিয়মিত ধর্ষণ এবং অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। তারা প্রায় প্রত্যেকে লম্বালম্বা দাড়িওয়ালা, নিয়মিত নামাজ পড়া এবং রোজার সময় রোজা রাখা ধার্মিক মুসলমান।

সবশেষে আমি গভীর চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেক মুসলমান ছেলেদেরকে মাদ্রাসায় অথবা বাড়িতে কোরাণ হাদিস পড়িয়ে মগজ ধোলাই করে দেওয়া হয় যার ফলে তাদের মনষ্যোচিত, সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ, দয়ামায়া, হৃদয়বেত্তা— সবকিছু পরিলক্ষিতভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়।
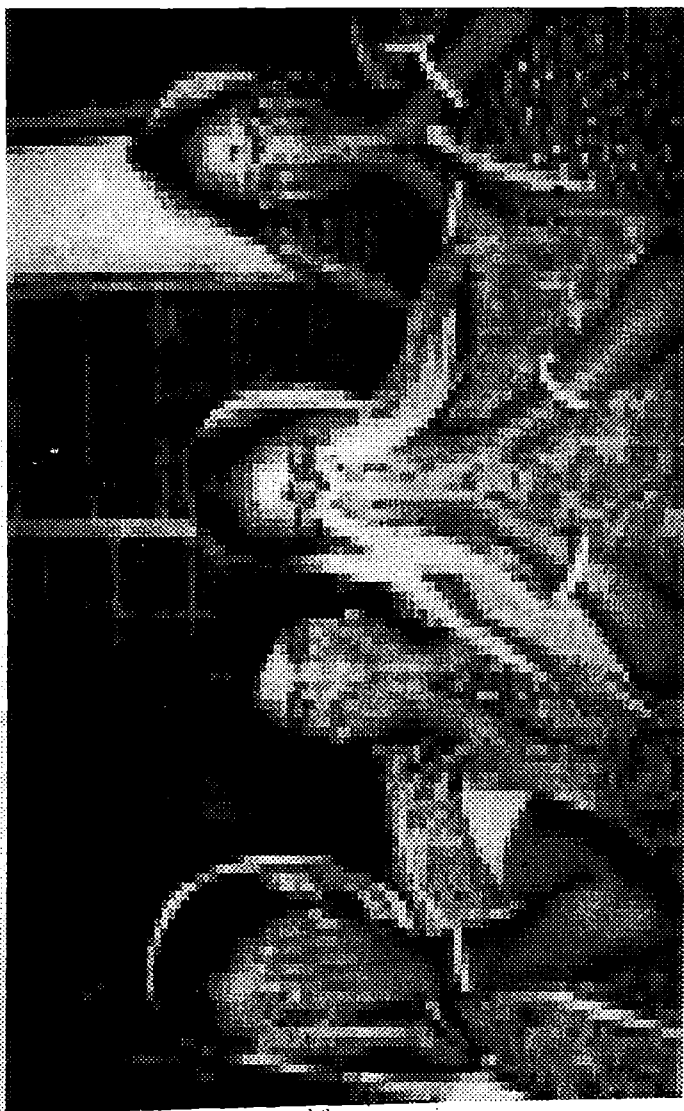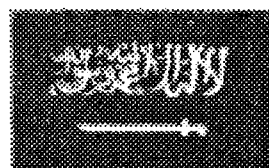
SAUDI ARABIA

सऊदी अरब

লেখক পরিচিতি

স্বামী বিবেকানন্দ, আব্রাহাম লিঙ্কন এবং ডেল কার্নেগীর একনিষ্ঠ ভক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত অবিভক্ত ভারতের নোয়াখালী জেলার কালিকাপুর গ্রামে বাংলা ১৩৩৮ সালের ১৩ই বৈশাখ, দিবা ৯টায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺হেমেন্দ্রলাল দত্ত হাইস্কুলের শিক্ষক, মাতা ৺চারুলতা দত্ত গৃহবধু। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের উয়ারীর বাসীন্দা। কর্মজীবনে ভারতীয় জীবনবীমা নিগম-এর অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলীম লীগের ডাইরেক্টর এ্যাকশন্ ডে এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা শহর তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-নিধন যজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯৫০ সালে হিন্দু-নিধনের শিকার হয়ে একবস্ত্রে ঢাকা শহর ত্যাগ করে কলকাতায় আগমন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালী জেলায় হিন্দু-নিধনের পর সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকা ও নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে বহু বর্বরোচিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। লেখকের বহু লেখা দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

চাকুরি জীবনে কর্মদক্ষতার জন্য ভারতীয় জীবনবীমা নিগম লেখককে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। এছাড়াও ২০০৩ সালে লেখকের কয়েকটা প্রবন্ধ দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'অভয়ভারত' (ইংরাজি এবং হিন্দি) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মতামত গ্রহণ করার পর তার লেখাগুলি প্রথম স্থান অধিকার করে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাকে প্রথম পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় যার অর্থমূল্য ৫০,০০০/-টাকা। কিন্তু তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করেননি।

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬ এপ্রিল ২০১১

প্রকাশক ও লেখক ঃ রবীন্দ্রনাথ দত্ত

প্রাপ্তিস্থান

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

লেখকের অন্যান্য বই

শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর নিকট খোলা পত্র

মানবতার শত্রু ইসলাম

নিঃশব্দ সন্ত্রাস

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খোলা পত্র

দ্বিখণ্ডিতা মাতা, ধর্ষিতা ভগিনী

সকল প্রকার আইনি সমাধান কলকাতা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ

লেখকের সাথে যোগাযোগ

০৩৩-২৩২১-৭৯৪৪ (রাত ৮টা থেকে ১১টা), মোঃ ৯৪৩৩০ ৪৭১৪৪

সহায়ক মূল্য ঃ ২৫ টাকা মাত্র